যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাটডাউনে সপ্তাহে ক্ষতি ১৫ বিলিয়ন ডলার পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 16 October 2025, 9th Year, Issue 448, 40 Pages

এবার জাতিসংঘের শুভেচ্ছাদূত হলেন হানিয়া আমির পৃষ্ঠা ২২

বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ৩১ আশ্বিন ১৪৩২, ২৪ রবিউস সানি ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৮, পৃষ্ঠা ৪০

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

আট মাস ধরে রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রণীত হয়েছে ‘জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫’

ঢাকা ডেস্ক

আট মাস ধরে রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রণীত হয়েছে ‘জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫’। আগামীকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দুজন করে প্রতিনিধি এ সনদে স্বাক্ষর করবেন।

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পতনের পর গত বছর আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। প্রথম ধাপে ছয়টি সংস্কার কমিশনের (সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন) সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। প্রথম পর্বে ৩৩টি ও দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দলের সঙ্গে আলোচনা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

- অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত বছর আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়।

আটক সেনা কর্মকর্তাদের দ্রুত আদালতে হস্তান্তর চায় জাতিসংঘ

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশে গুম ও নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়াকে জবাবদিহির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। ন্যায্য ও স্বচ্ছ বিচারের জন্য আটক সেনা কর্মকর্তাদের দ্রুত উপযুক্ত বেসামরিক আদালতে হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল বুধবার জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের কার্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বলেছেন, বাংলাদেশে পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে গুম ও নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু জবাবদিহির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রথম দেশে গুমের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হলো। এটি ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

এক যুগ ধরে নেতৃত্বহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, নেতাকর্মীদের হতাশা

মনজুরুল হক

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সামগ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন স্থবির।

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোনো কেন্দ্রীয় কমিটি নেই। ফলে সংগঠনের নেতৃত্বে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, যা নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে গভীর হতাশা বিরাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত অনেক নেতাকর্মী অভিযোগ করছেন, তারা নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরও সাংগঠনিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

রাজনীতি সচেতনরা মনে করেন, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জাসদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সক্রিয় কমিটি থাকলেও বিএনপির মতো একটি বৃহৎ দলের এত দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন থাকা সংগঠনের দুর্বলতা ও অদক্ষতারই প্রতিফলন। তারা বলেন, নেতৃত্বে অনিশ্চয়তা এবং সমন্বয়ের অভাবে বিএনপির কার্যক্রম প্রবাসে আগের মতো সক্রিয় নেই।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি শুধু প্রবাসে নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনীতিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রবাসীরা দলীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকারের সমালোচনার জবাব দেওয়া, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে মতামত তুলে ধরা এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই একটি সক্রিয়, সমন্বিত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৯টি স্টেটে বিএনপির পৃথক স্টেট কমিটি থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটি না থাকায় এসব রাজ্য কমিটির কার্যক্রমে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং নীতিনির্ধারণে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সামগ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন স্থবির অবস্থায় রয়েছে। তবে খুব শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দরা।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সূচনাকালে মাত্র ১০-১২টি স্টেট কমিটি ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে ১৯টিতে পৌঁছেছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্টেট কমিটিগুলো গঠনের তাগিদ দিয়েছেন এবং আনোয়ার হোসেন খোকনকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমরা লন্ডনে গিয়ে তারেক রহমানকে জানিয়েছি—এখন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সময় এসেছে। তিনি সম্মতি জানিয়েছেন এবং বলেছেন, স্টেট কমিটিগুলো সম্পন্ন হলে কেন্দ্রীয় কমিটি করা হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বর্তমানে স্টেট কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি থাকলে সেই সমন্বয় সহজ হতো। দীর্ঘদিন কমিটি না থাকায় সাংগঠনিক স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। নিয়মিত কমিটি হলে নতুন নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ মিলত।”

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, “স্টেট কমিটি গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কাঠামো ও নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এখন সময়ের দাবি। এখানে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পরীক্ষায় পরিবর্তন

২০ অক্টোবর থেকে নতুন ‘সিভিক্স’

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআই) ঘোষণা করেছে ২০ অক্টোবর থেকে নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় নতুন সিভিক্স বা নাগরিকতা পরীক্ষা কার্যকর হবে। এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী আদেশ ১৪১৬১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আনা হয়েছে এবং নাগরিকত্ব প্রার্থীদের মূল্যায়ন আধুনিক করার লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিত। নতুন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীদের ইতিহাস, সরকারের কাজকর্ম এবং নাগরিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দক্ষতা যাচাই করা হবে।

ইউএসসিআই’র নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, যারা ২০ অক্টোবর ২০২৫-এর আগে ‘ফর্ম এন-৪০০’ (নাগরিকত্বের

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার হাতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তুলে দেওয়া হয়

আমন্ত্রণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত খালেদা জিয়া

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ঢাকা ডেস্ক

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ‘অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত’ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তাঁরা দুজন বৃহস্পতিবার রাতে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে নতুন লড়াই: নতুন মুখের উত্থান ঘিরে বিতর্ক

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি মহলে এখন আলোচিত বিষয় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি ও তা নিয়ে সৃষ্টি হওয়া তীব্র অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি তালিকায় অনেক নতুন মুখকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখা গেছে, যা দলীয় পরিমণ্ডলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অভিজ্ঞ নেতাদের অভিযোগ, অচেনা ও অরাজনৈতিক অনেককে পদে বসানো হয়েছে কোনো যোগ্যতার মূল্যায়ন ছাড়াই। অন্যদিকে তরুণ নেতারা বলছেন, এটি পরিবর্তনেরই প্রতিফলন, যেখানে নতুন প্রজন্ম অবশেষে নেতৃত্বে আসার সুযোগ পাচ্ছে।

এক তরুণ নেতার ফেসবুক পোস্ট থেকে সূচনা ঘটে এ বিতর্কের। যেখানে তিনি নিজের নিয়োগপত্র প্রকাশ করেন। মুহূর্তেই পোস্টটি ভাইরাল হয়ে দলে শুরু হয় মতবিরোধের ঝড়। কেউ মন্তব্য করেন, “এখন আর ত্যাগ বা অবদান নয়, সম্পর্কই রাজনীতির মাপকাঠি।” প্রবীণ কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শ্রমের স্বীকৃতি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয় আয়োজনের জন্য
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল

বুকিং করতে যোগাযোগ করুন
718-235-7876
labonnofinedine@gmail.com
www.labonnofinedine.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY, FLYER, E-MAIL PRINT, A-SIGN, BANNER, CARGO, MONEY TRANSFER, FEDEX/UPS, BUSINESS CARDS, CELL PHONE, CUSTOM T- SHIRT, MUG PRINTING

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish,, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

সরকারকে দুই মাসের আল্টিমেটাম দিল ‘বিরক্ত সিলেটবাসী নিউইয়র্ক’

ভায়লা সালিনা

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় ১৫ অক্টোবর বিকেলে এক ব্যতিক্রমী সমাবেশে একত্রিত হয়েছিলেন সিলেট অঞ্চলের প্রবাসীরা। সংগঠনের নামেই যেন প্রতিবাদের ভাষা— ‘বিরক্ত সিলেটবাসী নিউইয়র্ক’। এই এক শব্দের মধ্যে ধরা আছে তাদের ক্ষোভ, হতাশা, আবার একই সঙ্গে আশার প্রতিধ্বনি। দীর্ঘদিনের উন্নয়নবঞ্চনার বিরুদ্ধে এই ‘বিরক্তি’ এখন রূপ নিয়েছে এক সামাজিক প্রতিবাদের প্রতীকে।

সমাবেশে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে যোগ দেন। বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও বৃহত্তর সিলেট—সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ—এখনো উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। অথচ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস এই প্রবাসী সিলেটবাসীরাই। রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনীতি সচল থাকলেও নিজ অঞ্চল পড়ে আছে প্রশাসনিক অবহেলার ছায়ায়।

এক বক্তা ক্ষোভভরে বলেন, “দেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু সিলেট এখনো অবহেলার বেড়াজালে বন্দি।” তবে এই ক্ষোভের ভেতরও ছিল আত্মমমতা—নিজ মাটি, নিজ মানুষের প্রতি টান।

সমাবেশের সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও সংগঠক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন। তিনি সরকারকে সিলেটের উন্নয়ন দাবিতে দুই মাসের আল্টিমেটাম দিয়ে ঘোষণা দেন, “এরপর আমরা কঠোর আন্দোলনে নামবো।”

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও ‘জাগো সিলেট’ আন্দোলনের নেতা বাবরুল হোসেন বাবুল, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম, বেদারুল ইসলাম বাবলা, সেলিনা উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, ফারমিস আক্তার, ফকু চৌধুরী, ভায়লা সালিনা, মাহবুব রহমান, শেলী জামান খান, শাহ মুজিবুর রহমান জকন, কিনু চৌধুরী, জাভেদ উদ্দিন, শেখ ফজলুল, আব্দুল খালেক, আবদুস শহীদ, শেকিল চৌধুরী, মেরী জোবাইদা, সৈয়দ উতবা, তাজুল ইসলাম তালুকদার, শামীম আহমেদ, লোকমান হোসেন লুকু, আজিমুর রহমান বোরহান, কাদির খান, সালেহ চৌধুরী, বদরুল খান, সৈয়দ লোকমান, শাহানা বেগম, নুরে আলম জিকু, মো. জোসেফ চৌধুরী, কল্লোল আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, আসিফ চৌধুরী, আলিম উদ্দীন, শেখ আতিক, মিসবাহ আহমেদ, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু এবং টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাংবাদিক এমদাদ দীপু প্রমুখ।

সমাবেশে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে একটি স্মারকলিপি পাঠ করেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সুমাইয়া চৌধুরী।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও সিলেট অঞ্চল অবহেলিত। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, হাসপাতালের সেবা করুণ, রেললাইন জরাজীর্ণ, বিমানবন্দর সীমিত ক্ষমতার। উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন হলেও অর্থ ছাড় না হওয়ায় কাজের অগ্রগতি থেমে যায় কাগজে-কলমে।

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। তারা প্রশ্ন তোলেন, “একটি অঞ্চলের নামেই যখন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সেখানে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সীমিত কেন থাকবে?”

এছাড়া তারা দাবি জানান, ঢাকা–সিলেট মহাসড়ক দ্রুত ছয় লেনে উন্নীত করা, ঢাকা–সিলেট রেলপথ সংস্কার ও নতুন আন্তঃনগর ট্রেন চালু করা, সিলেট–কক্সবাজার সরাসরি ট্রেন সার্ভিস চালু করা, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SDA) সক্রিয় করা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষায় আইনগত নিশ্চয়তা ও প্রতিটি জেলায় প্রবাসী মনিটরিং সেল গঠন, বিমানবন্দর ও সরকারি অফিসে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
• স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

সিলেট এম.সি. ও গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সদস্যপদ নবায়ন শুরু ২৫ অক্টোবর

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেট এম.সি. ও গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক. আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৫ শনিবার সদস্যপদ নবায়ন কার্যক্রম শুরু করছে। সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী প্রতি দুই বছর অন্তর সদস্যপদ নবায়ন করা আবশ্যক — এই বিধান অনুসারে এবারও নবায়ন প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭০২১ ৩১তম অ্যাভিনিউ, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭০ ঠিকানায় সরাসরি উপস্থিত থেকে সদস্যরা তাদের সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবেন।

যারা নির্ধারিত দিনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, তাদের সুবিধার্থে সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অনলাইনে নবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। অনলাইনে নবায়ন কার্যক্রম চলবে ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রবিবার পর্যন্ত।

ওয়েবসাইট: https://mccollegealumni.us

সংগঠনের সভাপতি সফিক উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম রেজু, এবং সহ-সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান যৌথভাবে এক বিজ্ঞপ্তিতে সকল সদস্যকে সময়মতো নবায়ন সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সদস্যপদ নবায়ন শুধু সংগঠনের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের ভোটাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সকল পুরনো সদস্য ও নতুন আগ্রহীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন বা সদস্যপদ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে প্রবাসে সিলেট এম.সি. ও গভঃ কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ঐক্য আরও দৃঢ় হয়।

BIOSKOPE FILMS USA DISTRIBUTION
FILM FIOS PRODUCTION
FILM LIFE PRODUCTION
PRODUCED BY FILMFIOS PRODUCTION PRESENTED BY FILMLIFE PRODUCTION
A FILM BY MITHU KHAN
নীলচক্র
NEW YORK
KEW GARDEN CINEMAS
17 OCT FRIDAY 3pm 8:30pm
18 OCT SATURDAY 3pm 8:00pm
19 OCT SUNDAY 1pm 7:40pm
20 OCT MONDAY 5pm 7:40pm
21 OCT TUESDAY 5pm 7:40pm
22 OCT WEDNESDAY 5pm 7:40pm
23 OCT THURSDAY 5pm 7:40pm

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

গাজার ধ্বংস ও শান্তির প্রত্যাশা একটি মানবিক আহ্বান

গাজা—সেই শব্দটি আজ এক পীড়া আর কান্নার প্রতিচ্ছবি হয়ে রইল। ধ্বংসস্তূপ, অভাব, মৃত্যু আর শোক—সেসবের মাঝে জীবনের শেষ চেয়েও ছোট্ট উপলব্ধি হলো, শান্তির একটি সম্ভাবনা এখনও বেঁচে আছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের ইস্রায়েলের ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল, তার পর থেকে গাজা সংকটে জর্জরিত। প্রতিনিয়ত বুকে বোমা গড়িয়ে আসে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, মানুষ তারা চলাচল করতে পারে না, হাসপাতাল ও স্কুল বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। হাসপাতালে ওষুধ নেই, বিদ্যুৎ নেই, পানি জীবনদায়ী করার মতো পরিমাণে নেই। গাজার মানুষরা খাবার ও জীবনের বেসিক অধিকার পায় না।

গাজাতে মৃত্যুর সংখ্যা এতটাই বাড়েছে যে, ৬৭,০০০-এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে মারা গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ি নির্ধারক সংখ্যক, এবং অনেক এলাকা এমন হয়েছে যেখানে বাস করা একসময় স্বাভাবিক ছিল, আজ সেসব এলাকা এক বিশাল ধ্বংসকূপে পরিণত।

নাসের হাসপাতাল একটি মর্মস্পর্শী উদাহরণ। খান ইয়ুনিসে অবস্থিত এই হাসপাতাল বহুদিন ধরেই যুদ্ধের শিকার। হাসপাতালে রোগীরা, আহত মানুষরা নিরুপায় হয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সাপ্লাইস্থিতি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এ অবস্থায় যখন গাজার জনগণ সবচেয়ে বেশি হাহাকার করছে, তখনই বিশ্ব কণ্ঠ স্বর তুলে শান্তির কথা বলছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একটি "প্রথম ধাপ" ভেস্তা দিচ্ছেন যা গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দিদের বিনিময় ও মানবিক সহায়তার প্রবাহশীলতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা। ইস্রায়েল ও হামাস উভয়ই এ ধরনের একটি ব্যবস্থায় অংশ নিতে সম্মতি দিয়েছে বলে খবর এসেছে। ইস্রায়েল ইতিমধ্যেই তার সংসদে ওই পরিকল্পনার রূপরেখা অনুমোদন করেছে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ২০ জন জীবিত ইস্রায়েলিদের বন্দিদের মুক্তি এবং প্রায় ২,০০০ ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি বিনিময়। এছাড়া ইস্রায়েলকে গাজা থেকে তার কিছু সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এমন এক ধাপে যুদ্ধবিরতিই প্রকৃত শান্তির শুরুর দিক হতে পারে। কিন্তু শান্তি শুধু যুদ্ধবিরতি নয়। যুদ্ধবিরতির পর গাজার অবস্থা দ্রুত ঠিক করা প্রয়োজন—মানবিক সহায়তা প্রবাহ, পুনর্বাসন, হাসপাতাল ও স্কুল পুনর্গঠন, প্রশাসনিক পরিষ্কার ও নিরাপত্তা।

ট্রাম্প পরিকল্পনায় একটি "প্রযুক্তিবিদ-নির্ভর প্রশাসনিক কমিটি" গঠন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। এই কমিটি প্রথমে গাজার প্রশাসন হস্তান্তর করবে, এবং পরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হবে শর্তসাপেক্ষে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, হামাস গাজাতে শাসন থেকে বাদ যাবে, অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তি হ্রাস পাবে। তবে হামাস তার অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নোনতা জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বলেছে তারা এই প্রকল্প সফল করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইস্রায়েল নেতারা এখনও নিরাপত্তার বিষয়ে কঠোর দাবি তুলেছে—হামাস থেকে সন্ত্রাসীর পুনরুত্থান রোধ, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দৃঢ়তা।

গাজার সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে, এই পরিকল্পনাগুলো অনেক বড় আশা জাগিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধবিরতির দিক থেকে ইতিমধ্যে তিন দিন ধরে শান্তি বজায় আছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। লাখো গাজাবাসী সতর্কভাবেই ফিরে যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকায়, মৃতদের খোঁজ নিচ্ছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। রাস্তা ও ভবন ধ্বংসপ্রায়, বিস্ফোরক অবকাঠামোই এখন ঝুঁকি।

তবে শান্তি ও পুনরুদ্ধার পথ বেশ ব্যাথার। পূর্ব ধ্বংস এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি যে, শুধু ধ্বংস মুছতে সময় লাগবে। জীবনের মৌলিক সুবিধা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানিস্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ—সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত। পানি ও নিকাশীর ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে গেছে।

বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে এই গাজার করুণ চিত্র যেন সামনে আসে একটি আক্ষেপের শীলারে—সেই শৈশব, স্কুল, মানুষের হাসি, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ আজ ধ্বংসপ্রধান। আমাদের দেশের মানুষকে সেই ভেদ অনুভব করতে হবে। গাজার শিশুরা, গাজার মা, গাজার বৃদ্ধ—তারা আজ সে দ্বিমুখী যুদ্ধে নির্ভরহীন।

আমরা প্রবাসের বাংলাদেশিরাও নীরব থেকে যেতে পারি না। একটি ন্যায্য মানবিক সঙ্কটে আমাদের কণ্ঠ দেওয়া উচিত। শান্তির প্রতি প্রত্যাশা আমরা ব্যক্ত করতে পারি। আমাদের অনুরোধ হোক—রাষ্ট্রগুলো একসঙ্গে কাজ করুন; রাষ্ট্রহীন শান্তি ও স্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।

গাজা শুধু ইতিহাস নয়—একটি জীবিত মানবিক কারণ। ট্রাম্পের উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সমর্থন, ফিলিস্তিনি অংশগ্রহণ সব মিলিয়ে আজ একটি দরজা খুলেছে। যদি দরজা খোলা থাকে আমরা সেই সুযোগকে সজাগ রাখতে পারি। শান্তি যেমন একটি শব্দ, তেমনি একটি প্রতিজ্ঞা—যেখানে গাজা নতুন আলো দেখবে, মানুষ নতুন স্বপ্ন রচনা করবে, এবং ইতিহাস নতুন অধ্যায় লিখবে।

শান্তির জন্য নোবেল, স্বীকৃতি নাকি আনুগত্যের পুরস্কার?

সাদিকুল ইসলাম

চলতি বছরের আগস্ট থেকে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজগুলো টহল দিচ্ছে। দেশটির ওপরে সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলায় ভেনেজুয়েলার জনগণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, যোগ দিচ্ছে সামরিক বাহিনীতেও। এমন সময়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৫ পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাডো। এবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার 'আকুল প্রার্থী' ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু তিনি পুরস্কার পাননি। তবে পুরস্কার পাওয়ার পরপরই মাচাডো তা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উৎসর্গ করেছেন। অন্যদিকে মার্কিন সেনারা ভেনেজুয়েলায় হামলার প্রস্তুতি নিয়ে দেশটির উপকূলে অবস্থান করছে; ভেনেজুয়েলার জনগণ সম্ভাব্য মার্কিন হামলা মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাচাডো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, 'আমি এই পুরস্কারটি যন্ত্রণার মধ্যে থাকা ভেনেজুয়েলার জনগণ এবং আমাদের আন্দোলনে সমর্থনের জন্য ট্রাম্পের প্রতি উৎসর্গ করছি।' মাচাডো ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বঘোষিত একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক। ফলে এমন উৎসর্গ বার্তা খুবই স্বাভাবিক। আগস্টে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিও হয়েছে ট্রাম্প ভক্ত মাচাডো ও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থের বোঝাপড়া থেকে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে মাচাডোর একজন উপদেষ্টার বরাতে জানা যায়, সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ট্রাম্পের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দেশটির উপকূলে মার্কিন রণতরী মোতায়েন করা হয়েছে।

অক্টোবরের শুরুতে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া বক্তব্যে মাচাডো বলেছেন, 'মার্কিন নৌবাহিনীর সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি ভেনেজুয়েলার বিরোধী শিবিরকে আরও শক্তিশালী করছে।' এই ঘটনার পর দশ হাজারেরও বেশি ভেনেজুয়েলার নাগরিক সরকার পতনের লক্ষ্যে তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আগস্টের শেষ সপ্তাহে যখন ট্রাম্প দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন নৌবাহিনীর সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধিও ঘোষণা দিলেন তখন মাচিডো বেশ উৎফুল্লচিত্তে ট্রাম্পের প্রশংসা করে তাকে 'একজন দূরদর্শী ব্যক্তি' বলে অভিহিত করেন। দ্য গার্ডিয়ানকে দেয়া এক বক্তব্যে মাচাডো বলেছেন, 'আমি ট্রাম্পের কৌশলকে পুরোপুরি সমর্থন করি।' (৭ অক্টোবর ২০২৫, গার্ডিয়ান) ওই সাক্ষাৎকারে গার্ডিয়ান তাকে একজন প্রভাবশালী রক্ষণশীল রাজনীতিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। মাচাডো যখন উৎফুল্লচিত্তে ট্রাম্পের প্রশংসা করছেন এবং জনগণের মুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'প্রত্যাশায়' সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তখন আমেরিকার অভিযানে ১১ জন ভেনেজুয়েলার নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিবিসি)

মাচাডো ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে আলোচনায় আসেন ২০০৪ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের বিরুদ্ধে গণভোটের আয়োজনের ডাক দিয়ে। তখন থেকে ক্রমেই তিনি দেশটির রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। এরপর ২০১০ সালে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানের তিনি ডানপন্থি রাজনৈতিক দল ভেনতে ভেনেজুয়েলার নেতৃত্ব দিচ্ছে। দলের হয়ে ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার করতে চেয়েছিলেন; দলীয় মনোনয়নও পেয়েছিলেন। তবে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তার প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যায়। পরে তিনি অ্যাডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়াকে সমর্থন জানান। ভোটে মাদুরো জয়লাভ করেন, নির্বাচন ঘিরে কারচুপির অভিযোগ অনেক। গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর উরুতিয়া দেশ ছেড়ে পালিয়ে স্পেনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন।

অন্যদিকে মাচাডো এখনও নিজ দেশেই আত্মগোপনে আছেন। কর্মীদের রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছেন। এখন তার প্রথম ও প্রধান টার্গেট দেশটির বর্তমান রেজিম চেঞ্জ করা; যা হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে দেশটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও বিনিয়োগ বন্ধ করে দিয়ে। এক্ষেত্রে তিনি কোনো রাখঢাক করেননি, স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটির কাছে এসব আহ্বানও জানিয়েছেন।

গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন, যদি ক্ষমতয় আসেন-তার ভাষায় দেশটিতে জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্র ফিরে আসে তাহলে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করবেন; শ্যাভেজ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৯ সাল থেকে যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল সেগুলো পুরোনো মালিকদের ফিরিয়ে দেবেন, যেখানে তার প্রায়ত বাবার একটি ইস্পাত কোম্পানিও আছে; সামাজিক কল্যাণরাষ্ট্র ধারণা ভেঙে তিনি আমেরিকার মতো করে একটি পুঁজিবাদী ভেনেজুয়েলা সাজাবেন; সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রস্তাব হচ্ছেÑরাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি পিডিভিএসএ-কে বেসরকারীকরণ করবেন; যা আমেরিকার দীর্ঘদিনের দাবি।

মাচাডোর এমন অর্থনৈতিক প্রস্তাব আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো চাওয়া। ওপেকভুক্ত ১২টি দেশের মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের মজুত নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভেনেজুয়েলা। নিষেধাজ্ঞার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশটির তেল বিক্রি করতে পারছে না। রাশিয়া, চীন ও ভারতের মতো কয়েকটি ছিল ভেনেজুয়েলার তেলের বড় ক্রেতা। ২০২৫ সালের মার্চে ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশ যেসব দেশ ভেনেজুয়েলার তেল কিনবে তাদের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এই শুল্কের ভয়ে ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ভেনেজুয়েলার তেল কেনা বন্ধ করে দেয়। চীন শুল্কের হুমকি সত্ত্বেও আমদানি অব্যাহত রাখে। দারিদ্র্যপীড়িত ভেনেজুয়েলার জনগণের দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছেÑসরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভও বাড়ছে। সব মিলিয়ে মাচাডো, আমেরিকা ও ইউরোপ ভেনেজুয়েলায় রেজিম চেঞ্জের চেষ্টায় স্বার্থগত জায়গায় এক রেখায় অবস্থান করছে।

২০১৯ সালের জানুয়ারিতে বিরোধী দলগুলো বিদ্রোহ করে মাদুরোর বিরুদ্ধে। তাদের সমর্থকরা রাস্তায় নেমে আসে। বিরোধী দলের নেতা জুয়ান গুইদো নিজেকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দেয়। তখনও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ট্রাম্প। এছাড়া তখন ইসরায়েল, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশ গুয়াইদোকে স্বীকৃতি দেয়। সে সময় মাচাডো ছিলেন নেতে ভেনেজুয়েলার ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর। গুয়াইদোকে প্রেসিডেন্ট স্বীকৃতি দেয়ায় মাচাডো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'হৃদয়ের গভীর' থেকে ধন্যবাদ জানায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে; যিনি এখন গাজায় গণহত্যার দ্বায়ে অভিযুক্ত।

মাচাদো সেই বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, 'আমাদের (ভেনেজুয়েলার) ও ইসরায়েলের অভিন্ন শত্রু হচ্ছে সেই অপরাধী শক্তিগুলো যারা বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তিকে বিনষ্ট করছে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৮১ রেজুলেশনের আলোকে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব আনা হয় তখন যে দেশগুলো এর সমর্থনে ছিল ভেনেজুয়েলা তার মধ্যে অন্যতম। সেই থেকে ইসরায়েল ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও মজবুত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আমরা (ভেনেজুয়েলার জনগণ) ইসরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় আছি।'

উল্লেখ, ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইসরায়েল গাজায় অপারেশন কাস্ট লেড নামে সামরিক অভিযান শুরু করে-যা চলে ২০০৯ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসরায়েলের ২১ দিনের হামলায় ১ হাজার ৪শর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয় (যার মধ্যে ৩শ শিশু) এবং ৫ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়। এর প্রতিবাদে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ দেশটি থেকে ইসরায়েলি কূটনৈতিকদের বহিষ্কার ও দূতবাস বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদে ইসরায়েলও একই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলা ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক নেই। সে সময় লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ বলিভিয়াও হুগো শ্যাভেজের মতো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। শান্তিতে নোবেলজয়ী মাচাডো ২০১৯ সাল থেকে একাধিবার বিভিন্ন বক্তব্য ও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, যদি ভেনেজুয়েলায় আবারও 'জনগণের শাসন' ফিরিয়ে আনতে পারেন তাহলে তিনি ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আগের মতো স্বাভাবিক করবেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইসরায়েল যখন গাজায় যুদ্ধ শুরু করে মাচাদো ইসরায়েলের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। নিজেকে একজন জায়োনিস্ট বলেও পরিচয় দেন তিনি।

মারিয়া কোরিনোকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেন মার্সেল ফেলিপে নামের একজন কিউবান-আমেরিকান আইনজীবী ও ব্যবসায়ী। তিনি ইন্সপিরা আমেরিকা ফাউন্ডেশন নামের একটি মার্কিনভিত্তিক লাতিন আমেরিকান মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারম্যান। সংগঠনটি লাতিন আমেরিকাজুড়ে পশ্চিমা মূল্যবোধ, অ্যান্টি-সোশালিস্ট ও প্রো-আমেরিকান রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। ফেলিপের সঙ্গে এই কাজে অংশ নেয় আমেরিকার অন্তত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরÑফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেন্ট থমাস ইউনিভার্সিটি, ব্যারি ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। এছাড়া মাচাডোকে নোবেল পুরস্কার মনোনয়নের প্রচারণায় ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অ্যাডাম স্মিথ সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ করছে।

গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সংস্কার ইস্যুতে ভেনেজুয়েলার মানুষের মুক্তির দূত হিসেবে বৈশ্বিকভাবে মাচাডোর অবস্থান তৈরি করাটা ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নোবেল শান্তি পুরস্কার হয়তো সেই কাজে কিছুটা হলেও সফল হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কী নোবেল শান্তি পুরস্কার ডানপন্থাকে শক্তিশালী করতে এবং একটি দেশের ওপরে অর্থনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন চালাতে সহায়তাকারীর আনুগত্যের পুরস্কার হলো?

শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শিশুর প্রতি সহিংসতা: ক্ষমাহীন অপরাধ

সেলিম জাহান

আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই ঘটেছে অধিকৃত ফিলিস্তিনে। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর বিশ্বব্যাপী শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ২৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর মধ্যে শিশু ধর্ষণ এবং শিশুদের অন্য রকমের যৌন নির্যাতন ৩৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও নিত্যদিন ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুরাই নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার বেশি হয়।

যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন নিপীড়ন বা নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। নাইজেরিয়ায় প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ছয়জন কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের মধ্যে দেড় কোটি কিশোরী তাদের জীবনকালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশেও শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতন একটি আশঙ্কাজনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দুটি সমীক্ষা এবং সেই সঙ্গে 'বাংলাদেশের পোশাককর্মীদের শিশুসন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কৌশলসমূহ' শীর্ষক আলোচনা সভায় একটি আশঙ্কাজনক চিত্র বেরিয়ে আসে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমীক্ষা অনুসারে, এ বছরের গত ৯ মাসে ৩৫৯ জন মেয়েশিশু ধর্ষিত হয়েছে, যে সংখ্যা ২০২৪ সালের সারা বছরের মোট সংখ্যার বেশি। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ ঘটনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়েছে। তার মানে, ৫৯টি ঘটনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। যারা ধর্ষিত হয়েছে, তাদের বয়সের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। নির্যাতিত মেয়েশিশুদের মধ্যে ৪৯ জনের বয়স ৬ বছরের কম, ৯৪ জনের বয়স ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে এবং ১০৩ জনের বয়স ১৩-১৯ বছর। ১৩৯টি মেয়েশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সময়কালে ৭ থেকে ১২ বছরের ৩০ জন ছেলে ধর্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমীক্ষার উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে দেশের ১৪টি জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে। এ সমীক্ষা অনুসারে, শুধু গত সেপ্টেম্বরে সারা দেশে ৯২ জন মেয়েশিশু নানান রকমের নিপীড়ন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। পোশাককর্মীদের সন্তানদের নিরাপত্তা বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বলা হয়েছে, দেশের ১০ জন মেয়েশিশুর মধ্যে ৯ জনই নানান রকমের শারীরিক শাস্তি বা নিপীড়নের শিকার হয়। সেই সঙ্গে এটাও উঠে এসেছে যে ২০২৪ সালের তুলনায় এ বছর নারী নিপীড়নের ঘটনা তিন-চতুর্থাংশ বেড়ে গেছে। সারা দেশে শিশুদের জন্য গঠিত আদালতগুলোতে ২৩ হাজার মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

যদিও উপর্যুক্ত তিনটি গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা-প্রণালির মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এর প্রতিটিই কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রথমত, শিশুদের নির্যাতন নানানভাবে হতে পারে—শারীরিক শাস্তি থেকে মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন হয়রানি কিংবা ধর্ষণও। দ্বিতীয়ত, সব বয়সের শিশুরা নির্যাতিত হতে পারে, এমনকি একেবারে ছোট্ট শিশুও। তৃতীয়ত, নিজ গৃহ কিংবা নিজ বিদ্যালয় বা মাদ্রাসাও শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান নয়। কারণ, বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নির্যাতিত শিশুদের নিকটাত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা শিক্ষক। চতুর্থত, নানান সময়ই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক মানসিকতা, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক চাপ কিংবা অনিরাপত্তার আশঙ্কার কারণে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপিত হয় না। পঞ্চমত, শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার সমাধান করতে দেশের বিচারব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শিশু নির্যাতন বিষয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থায় রাশি রাশি জমে ওঠা অনিষ্পন্ন মামলাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়—এক. শিশুদের, বিশেষত মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কেন বাড়ছে এবং দুই. এটা প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে। প্রথম প্রশ্নটির কোনো সোজা জবাব নেই। বুঝতে হবে, যেখানে অতি ছোট শিশুদেরও এ রকম হীন অপরাধ থেকে রেহাই দেওয়া হয় না, সেখানে সমাজে একটি গভীর নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পচন ঘটছে। কারা এসব অপরাধে অপরাধী এবং কী কারণ তাদের এমন জঘন্য অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে?

মেয়েশিশুদের প্রতি সহিংসতার পেছনে থাকে চরম বিষাক্ত পুরুষতান্ত্রিকতা, যেটা প্রায়ই পুরুষ আরোপিত অবদমন এবং আক্রমণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সমাজে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে অবদমিত যৌনতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ-জাতীয় অবদমনও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমগুলোতে পর্নোগ্রাফিসহ নানা রকমের অশ্লীল বিষয়বস্তু এখন বিস্তৃতভাবে লভ্য। এগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ছেলেদের মনোজগতে মেয়েদের ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক, অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উপাত্ত এটাও দেখাচ্ছে যে নারীর বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধে অপরাধীদের বয়সকাল ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের ক্রমাগত সাফল্য এবং অর্জন ছেলেদের মনে একটি নিরাপত্তাহীনতা ও হীনম্মন্যতার জন্ম দিচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের হতাশা এবং জীবনের ব্যর্থতা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের ঘৃণা আর সহিংসতার মাধ্যমে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে কী কী করা যেতে পারে। এর জন্য একটি সার্বিক এবং সর্বাত্মক ব্যবস্থাকাঠামো প্রয়োজন, যার মধ্যে আইনগত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম থাকবে। আইনগত দিক থেকে তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমান স্থিত দীর্ঘসূত্রতার অবসান হওয়া একান্ত দরকার। তার জন্য যারা সহিংসতার শিকার এবং যারা ঘটনার সাক্ষী, তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন যথাযথভাবে বলবৎ করতে হবে। নানান সময়ে কলঙ্ক এবং সামাজিক লজ্জার ভয়ে বহু যৌন নির্যাতনের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয় না, সেগুলো সম্পর্কে অভিযোগও করা হয় না। ফলে যথাযথ ন্যায্য বিচার বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ বিষয়গুলো পরিবার, বিদ্যালয়, মাদ্রাসার মতো সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় খোলাখুলিভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। ধর্মীয় নেতারা, সমাজে বিজ্ঞজনেরা যাঁরা আমাদের পথপ্রদর্শক এবং সংবাদমাধ্যমে মানুষকে

‘সেফ এক্সিট’ নিয়ে এত কথা কেন

মাসুদ কামাল

কয়েক দিন ধরে ‘সেফ এক্সিট’ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। কথাটার অর্থ কী? আপনাদের কার কী অভিজ্ঞতা আমি জানি না, তবে নিজের কথা বলতে পারি, ‘এক্সিট’ শব্দটা আমি প্রথম দেখেছি সিনেমা হলে। মুভি যখন চলে, তখন পুরো হল অন্ধকার থাকলেও দরজাগুলোর ওপর ‘এক্সিট’ লেখাটা জ্বলজ্বল করতে থাকে। তখন আমি ছোট, অর্থটা ঠিক বুঝতাম না। পরে আব্বাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হঠাৎ করে বের হতে গিয়ে যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়, সে জন্য। আরও পরে অনেক মুভি হলে ‘এক্সিট’-এর পরিবর্তে ‘প্রস্থান’ লেখাও দেখেছি।

তখন আমার মনে হতো, এক্সিট মানেই তো সেফ, নিরাপদ। সেখানে আবার এক্সিটের আগে ‘সেফ’ কথাটার দরকার কী? কিন্তু এখন রাজনীতির এবং জীবনের নানা জটিলতা দেখার পর বুঝতে পারছি সব এক্সিটই সেফ হয় না। অনেককে গলাধাক্কা দিয়েও বের করা হয়। আবার অনেকে প্রস্থানের পরপরই নানা বিপদে পড়েন। ক্ষমতায় থাকার কারণে তাঁর যেসব কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার দূরে থাক, প্রশ্ন করারই সাহস সাধারণ মানুষ পায় না, ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ামাত্র সেসব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ‘এক্সিট’ আর ‘সেফ এক্সিট’ বিষয়টা প্রায়ই ভিন্ন অর্থ বহন করে।

মাস কয়েক আগের কথা, গত ৩০ জুলাই গুলশানের একটা হোটেলে ‘ডেমোক্রেসি ডায়াস বাংলাদেশ’ নামের একটা সংগঠনের সেমিনারে গিয়েছিলাম। সেখানে আরও অনেকের মধ্যে সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের এক্সিট পলিসি চিন্তা করার সময় এসেছে।’ সেই সঙ্গে তিনি এমনও বললেন, এই সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে আগামী সরকারের মূল্যায়ন কেমন হবে, সেসব নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এখন এসে গেছে।

ড. দেবপ্রিয়র এমন কথায় খুব স্পষ্ট কিছু ইঙ্গিত ছিল। পরদিন অধিকাংশ মিডিয়া এই ‘এক্সিট’ শব্দটিকে ব্যবহার করে তাদের শিরোনাম করেছিল। সেই থেকে শব্দটি প্রায়ই বিভিন্নজন সরকারের, উপদেষ্টাদের নানা কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতরভাবে শব্দটির ব্যবহার দেখা গেল এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের কণ্ঠে। তিনি বললেন, সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ সেফ এক্সিটের লক্ষ্যে অনেক রাজনীতিবিদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করছেন!

ঠিক এই জায়গাটিতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারিতে যদি নির্বাচন হয়, বর্তমানে যাঁরা সরকারে আছেন, তাঁদের চলে যেতে হবে। এটা তো তাঁরা জানেনই। তাহলে তাঁদের কেউ কেউ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে লিয়াজোঁ কেন করছেন? কেন এ রকম যোগাযোগ করতে হচ্ছে? আসলে এটাই হচ্ছে মূল কথা। তাঁরা জানেন, গত এক বছরের বেশি সময়ে তাঁরা কী কী করেছেন। তাঁদের কয়টা কাজ এই গণ-আন্দোলনের মূল চেতনার পক্ষে ছিল। কয়টা কাজ কেবলই তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেছেন। নতুন যে সরকার আসবে, তারা এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবেই। সেই প্রশ্ন তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে? বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে যাবে না তো? হয়তো এ কারণেই যে রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে বলে তাঁরা মনে করেন, সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

এমন প্র্যাকটিস কিন্তু এই দেশে নতুন কিছু নয়। আওয়ামী লীগ আমলে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে বিএনপির অনেক নেতাই কিন্তু বহাল তবিয়তে দেশে অবস্থান করেছেন, এমনকি অনেকে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও করেছেন। আবার বর্তমান সরকারের অনেক উপদেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সম্পর্কের জোরে আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির অর্থসম্পদ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এসব অনেক দিন ধরেই চলে আসছে এই দেশে। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই হয়তো উপদেষ্টাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

নাহিদ ইসলামের এ রকম খোলামেলা অভিযোগ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি কি সত্যিই কিছু জানেন? নাকি হাওয়ার ওপর দিয়ে মেরে দিয়েছেন? সেটাই-বা কীভাবে হয়? তিনি তো এলেবেলে লোক নন। একটা গুরুত্বপূর্ণ দলের শীর্ষ নেতা। নিজেও একসময় এই সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। ফলে সাবেক সহকর্মী হিসেবে উপদেষ্টাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকাটা স্বাভাবিক। কাজেই তাঁর অভিযোগ ভিত্তিহীন হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। সে ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি খুবই জরুরি, ওই আলোচিত উপদেষ্টারা আসলে কারা? কী অপরাধ তাঁরা করেছেন যে সেফ এক্সিট পাওয়ার জন্য তাঁদের এখন থেকেই লিয়াজোঁ করতে হচ্ছে?

উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কিন্তু নতুন কিছু নয়। এর আগে ৮ আগস্ট সাবেক এক সচিব, যিনি খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব হিসেবেও কাজ করছেন, তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আটজন উপদেষ্টার দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। কথাগুলো বলেছিলেন তিনি প্রশাসন ক্যাডারদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সেমিনারে। সেখানে প্রশাসন ক্যাডারের বর্তমান এবং সাবেক অনেক কর্মকর্তাই উপস্থিত ছিলেন। সাবেক ওই সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, সেখানে উপস্থিত কর্মকর্তারা তখন ‘ঠিক ঠিক’ বলে তাঁকে সমর্থনও দিয়েছিলেন। তার মানে বিষয়গুলো তাঁরাও জানতেন।

এই যে এমন প্রকাশ্য অভিযোগ, তথ্য-প্রমাণ আছে বলে ঘোষণা, তারপর কী হলো? দৃশ্যত কিছুই হয়নি। কেন হয়নি? হয়তো সরকার চায়নি বলে হয়নি। এই সরকার চায়নি বলে কি আগামী সরকার চাইবে না? গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো তো রয়েই গেছে। এরই মধ্যে কপি হয়ে হয়তো অনেকের হাতেও চলে গেছে। এখন ক্ষমতার জোরে হয়তো ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, সরকার পরিবর্তনের পরপরই কি সেগুলো আবার ভেসে উঠবে না? নিশ্চিত থাকতে পারেন, অবশ্যই সেগুলো আলোচনায় চলে আসবে। যাঁরা এগুলো ধামাচাপা দিয়েছেন, দিতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও নাম তখন আসবে। এ কারণেই ক্ষমতার শেষ দিকে এসে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেফ এক্সিটের জন্য। সেটা নিশ্চিত করতে ছোটাছুটি করেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে।

এই সেফ এক্সিট নিয়ে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা অবশ্য কথা বলেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আইনবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন, ‘এখন সেফ এক্সিট নিয়ে কথা হচ্ছে। আমরা উপদেষ্টারা নিশ্চিতভাবে জানি, আমাদের কারও কোনো সেফ এক্সিটের প্রয়োজন নেই।’ এরপর উল্টো তিনি এমন কথাও বলেছেন, উপদেষ্টাদের নয়, বরং সেফ এক্সিট দরকার এখন দেশের।

আইনবিষয়ক উপদেষ্টার এই দ্বিতীয় কথাটার সঙ্গে আমি খুবই একমত। আসলেই আমাদের দেশ অনেক বছর ধরেই একটা গাড্ডায় পড়ে আছে। রাষ্ট্রকাঠামোকে এমন এক চরিত্র দেওয়া হয়েছে, যা নিজেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। এখান থেকে বের হতে হবে। এই বের হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কিন্তু ড. ইউনূসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উনি আসিফ নজরুলসহ বেশ কয়েকজনকে তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা দেশকে সেই সমস্যাসংকুল রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বের করতে পেরেছেন? তাঁরা কি সেই জন-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁদের চিন্তায় ধারণ করতে পেরেছেন? যদি না করতে পারেন, এই ব্যর্থতার জন্যও কি তাঁদের দায়ী করা যাবে না?

আর প্রথম যে কথাটা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, সেটাকে আমি তাঁর জন্য কিছুটা আত্মঘাতী বলেই মনে করি। তিনি কীভাবে বলেন, ‘আমাদের কারও কোনো সেফ এক্সিটের প্রয়োজন নেই!’ সব উপদেষ্টার দায়িত্ব তিনি একাই নিয়ে নিলেন! অতি আত্মবিশ্বাসী হলে উনি বড়জোর নিজের কথাটা বলতে পারতেন। কিন্তু বাকিদের দায়িত্ব উনি কীভাবে নিলেন? আমি নিশ্চিত, নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেষ্টার কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হতে থাকবে। আসিফ নজরুল কি তখন অন্যদের দায়ও নিজের কাঁধে নেবেন?

আসলে সমস্যা হয় কি, কেউ যখন ক্ষমতায় থাকেন, আমাদের দেশে সাধারণত তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। এই সংস্কৃতিতে তাঁরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে ক্ষমতা চলে গেলে নতুন কী বাস্তবতার মুখে তাঁদের পড়তে হবে, সেটা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না। সবার সুমতি হোক।

লেখক: সাংবাদিক

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

তিস্তা বাঁচাতে মশাল হাতে হাজারো মানুষ

ঢাকা ডেস্ক

তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে তিস্তা নদীপারে মশাল প্রজ্বালন করেছে হাজারো মানুষ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রংপুর বিভাগের পাঁচ জেলা কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর ও নীলফামারীতে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করে 'তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলন কমিটি'।

সন্ধ্যার পর রাজারহাট উপজেলার ঘড়িয়াল ডাঙা ইউনিয়নে বুড়িরহাট বাজার এলাকায় তিস্তার তীরে হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে জড়ো হন হাজারো মানুষ। বাদ্যযন্ত্রের তালে 'জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই' স্লোগান তুলে ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি পালন করা হয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নদীতীরে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে তিস্তা নদী বাঁচানোর আকুতি জানান হাজারো মানুষ। এ সময় তিস্তার তীরে প্রজ্বলিত মশালের আলো নদীর পানিতে জ্বলন্ত প্রতিবিম্ব তৈরি করেছিল। এই প্রতিবিম্বকে মনে হচ্ছিল যেন, তিস্তা তীরবর্তী বাসিন্দাদের দাবির স্ফুলিঙ্গ।

কর্মসূচিতে মশাল হাতে অংশ নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দা মজিবর বলেন, 'সারা বছর তিস্তাত পানি থাকে না। ফির হুট করি পানি আসিয়া সউগ ভাঙি নিয়া যায়। জমি যায়, বাড়িঘর যায়। শত শত মানুষক নিঃস্ব করছে এই তিস্তা। এই নদী বাঁচপার না পাইলে এলাকার মানুষও বাইচপ্যার পাবার নয়। সরকার হামার নদী বাঁচে দেউক।'

লালমনিরহাটে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রংপুর বিভাগের তিস্তা নদীর দুই তীরের ১১টি স্থানে একযোগে এ মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। এ মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম হাক্কানী। এ ছাড়া ডালিয়া এলাকায় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান।

এদিকে উপজেলার মহিপুরে তিস্তা নদীর পাড়ে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের উদ্যোগে মশাল প্রজ্বালন কর্মসূচি হয়।

নির্বাচনের মাঠে একদিকে উচ্ছ্বাস, আরেক দিকে কালো মেঘ: নুরুল

ঢাকা ডেস্ক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, 'একদিকে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে জনসংযোগে নেমে পড়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, আমরা আশাবাদী, মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে, তাদের মধ্যে একটি আগ্রহ-উচ্ছ্বাস রয়েছে; আরেক দিকে নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

মঙ্গলবার পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল হক নুর বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি বিএনপি ও জামায়াত যদি সরকারকে দুর্বল করে, আমরা যদি সবাই সরকারের নগ্ন সমালোচনা করে তাকে নাস্তানাবুদ করি, তাহলে কিন্তু সামনে শনির দশা সবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

নুর আরও বলেন, 'স্থান-কাল-পাত্রভেদে আমাদের ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমাদের কথা বলা প্রয়োজন। এখন কীভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা যায়, কীভাবে জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা করা যায়—আমাদের সব রাজনৈতিক দলকে এইদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।'

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের উচ্চতর পরিষদ সদস্য কৃষিবিদ মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম।

সঞ্চালনা করেন পটুয়াখালী যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব মো. শাহ আলমসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা।

আমন্ত্রণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার হাতে আগামীকালের জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্যও আলাদা আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে, যা চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পরে বদিউল আলম মজুমদার উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি আগামীকাল যে "জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫" স্বাক্ষরিত হবে, সেই অনুষ্ঠানের দাওয়াত পৌঁছে দিতে। আমরা প্রধান উপদেষ্টার সালাম পৌঁছে দিয়েছি এবং আমরা সবাই ওনার আরোগ্য কামনা করি, তিনি যেন দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনিও অধ্যাপক ইউনূসকে সালাম জানিয়েছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করেছেন।'

এক প্রশ্নের জবাবে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা যেটা দেখেছি এবং তিনি যতটুকু বলেছেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং তিনি এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এটা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন মাইলফলক এবং বাংলাদেশের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার ব্যাপারে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খালেদা জিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, সনদ স্বাক্ষরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।'

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেন, 'এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, আমার শরীর ভালো থাকলে আমি অবশ্যই সেখানে সশরীরে যেতাম। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেহেতু তিনি হাসপাতালে, তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না যাওয়া। তিনি এটার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক ইউনূসের প্রতি তাঁর যে সমর্থন এবং তাঁর যে দোয়া, তিনি সেটা আমাদের কাছে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।'

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেন, 'এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি (খালেদা জিয়া) বলেছেন, আমার শরীর ভালো থাকলে আমি অবশ্যই সেখানে সশরীরে যেতাম। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত হতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মনির হায়দার জানান, খালেদা জিয়া বলেছেন এই সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে তিনি এবং তাঁর দল আছে।

কোনো রাজনৈতিক দল সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে না গেলে এ আয়োজন প্রশ্নবিদ্ধ হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মনির হায়দার বলেন, 'প্রথম কথা হলো আমরা কোনো কিছু নেগেটিভ ভাবতে চাই না এবং ভাবার সে রকম কোনো অবকাশও আমরা দেখি না।' তিনি বলেন, 'আমরা আশা করি, এই ঐতিহাসিক জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হবেন এবং স্বাক্ষর করবেন। এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং আমাদের বিশ্বাস।'

এক যুগ ধরে নেতৃত্বহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসংখ্য নেতাকর্মী আছেন, যাদের সাংগঠনিক পরিচয় থাকা জরুরি।"

বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির একটি শক্তিশালী, নিয়মতান্ত্রিক ও স্থায়ী কমিটি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কমিটি না থাকায় কেন্দ্রীয় নেতারা সফরে এলে স্বাগত জানানো নিয়েও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। নিয়মিত কমিটি থাকলে সংগঠনে ঐক্য ফিরে আসবে।"

তিনি আরও বলেন, "অনেক অভিজ্ঞ ও ত্যাগী নেতা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি না থাকায় তারা উপেক্ষিত। অথচ নেতৃত্বে আসার যোগ্যতা তাদের আছে।"

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি কেন গঠন করা হচ্ছেনা জানতে চাইলে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন কৌশলে সে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, আমাকে কেন্দ্র থেকে স্টেট কমিটি করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি তা পালন করেছি। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের কোন দিক নির্দেশনা আমাকে দেওয়া হয়নি। দল যখন আমাকে যে দায়িত্ব দেয় সে অনুযায়ী আমি কাজ করব। দল যদি বলে কাল কমিটি করতে, আমি কাল কমিটি করে দিব।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা দলের সিদ্ধান্ত। আমার ব্যক্তিগত কোন মতামত নেই।

কমিটি গঠনের বিষয়টা এড়িয়ে যান বিএনপির আন্তর্জাতিক ফরেন উপদেষ্টা হুমায়ূন কবিরও। তিনি বলেন, স্টেট কমিটিগুলো তো যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে না। স্টেট ভিত্তিক কমিটি ছাড়া তো এত বড় যুক্তরাষ্ট্রে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানো যাবেনা।

সেন্ট্রাল কমিটি না করে স্টেট কমিটি করে কি হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সেন্ট্রাল কমিটি তো একটাই। যেটা বাংলাদেশে। দেশের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিনে যুক্তরাষ্ট্রের সকল স্টেট কমিটির কার্যক্রম চলবে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির দীর্ঘদিন কমিটি না থাকায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস ও তার সাথে আসা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা নিউইয়র্ক এলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামীলীগের নাশকতামূলক কর্মসূচির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সামনে ও বাঙিলী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেখা যায়। দ্বিধা-বিভক্তির মাঝেও নেতাকর্মীদের মাঝে এ ধরনের উৎসাহ ও উদ্দিপনা ধরে রাখতে হলে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একটি শক্তিশালি

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগে নতুন লড়াই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না দিয়ে হঠাৎ করে কিছু নামকে পদে বসানো দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

দলীয় সূত্র বলছে, ২০২৩ সালের জাতিসংঘ অধিবেশনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের পর কয়েকটি পদ শূন্য থাকায় নতুন নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু কাকে কোথায় দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়েই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এ বিষয়ে জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন ছবি আঁকছে। দলীয় সিনিয়র ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব এখন প্রায় প্রকাশ্য। কানেকটিকাটের এক নেতা লিখেছেন, "দল এখন এমন অবস্থায়, যেখানে সম্পর্কই যোগ্যতার প্রমাণ।" অপরদিকে এক যুবনেতা বলেন, "বছরের পর বছর একই নেতৃত্বে দল স্থবির হয়ে আছে। সময় এসেছে পরিবর্তনের।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই দ্বন্দ্ব কেবল নেতৃত্ব নয়, প্রবাসী রাজনীতির আর্থিক ও প্রভাবনির্ভর সংস্কৃতির প্রতিফলনও বটে। নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও সংগঠকরা দীর্ঘদিন ধরেই দলীয় কার্যক্রমে অর্থসাহায্য করে আসছেন। এক অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেন, "যখন অর্থদান ও পদবণ্টন পাশাপাশি চলে, তখন রাজনীতিতে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, যা অবশেষে বিভাজনের জন্ম দেয়।"

অক্টোবরের মাঝামাঝি জ্যাকসন হাইটসে এক বিশেষ সভায় ১৬ জন জ্যেষ্ঠ নেতা বর্তমান কমিটির পদায়ন পুনর্বিবেচনা ও নতুন নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান। তাদের মতে, ব্যক্তিনির্ভর নয়, নীতিনির্ভর নেতৃত্বই দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। বিপরীতে তরুণ নেতারা যুক্তি দেন, "অতীতের চিন্তায় আটকে থাকলে কোনো সংগঠন টিকে থাকতে পারে না, পরিবর্তনই সংগঠনের প্রাণ।"

সবশেষে, দলের ভেতরে এখন দুই পথ স্পষ্ট—সংস্কার ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐক্য ফিরিয়ে আনা, অথবা বিভাজনের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারানো। এক তরুণ নেতা বলেন, "আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু সেই আদর্শ টিকিয়ে রাখতে হলে নেতৃত্বে যোগ্যতা, নীতি ও স্বচ্ছতাকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে।"

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে ঐকমত্য কমিশন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ে দুই পর্বের আলোচনায় ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হয়।

গত ১৬ আগস্ট রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জুলাই সনদের খসড়া পাঠায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। তবে ওই খসড়ায় কিছু ত্রুটি থাকায় তা সংশোধন করে নির্ভুল খসড়া পাঠানো হয়। এরপর গত ২০ আগস্ট ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে খসড়াটির ওপর যেকোনো ধরনের মতামত দেওয়ার সময় ২২ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

এরপর আবারও জুলাই সনদের নানা বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কমিশনের আলোচনা হয়। এর ভিত্তিতে জাতীয় সনদের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়। এরপর তাদের মতামত যুক্ত করে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) আবার সব দলের কাছে পাঠানো হয়।

জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে যেসব পরিবর্তন এল

জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যের পটভূমিতে কিছু ভাষাগত পরিবর্তনের পাশাপাশি 'ঐকমত্যের ঘোষণা' শিরোনামে নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। এর পটভূমিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ; পাকিস্তানি শাসনামলের শোষণ ও বঞ্চনার পাশাপাশি আন্দোলন-সংগ্রাম, স্বাধীনতাযুদ্ধ; পঁচাত্তরে বাকশাল গঠন, পটপরিবর্তনসহ বাংলাদেশের ইতিহাসের নানান বিষয় উল্লেখ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত খসড়ার পটভূমিতে '১৯৭৬ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়' লেখা ছিল। চূড়ান্ত ভাষ্যে এর স্থলে '১৯৭৮ সালে বহুদলীয় রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ১৯৭৯ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়' লেখা হয়েছে।

খসড়া সনদের পটভূমির আরেক অংশে লেখা হয়েছিল, '২০০৬ সালে কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও তৎপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও একটি অস্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়।' চূড়ান্ত ভাষ্যে লেখা হয়, '২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে লগি-বইঠা তাণ্ডবে দেশে কয়েকটি নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও একটি অস্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১/১১ সরকার নামে পরিচিত। ফলে নির্বাচন স্থগিত হয়।'

সন্নিবেশিত নতুন বাক্যে বলা হয়, 'রাষ্ট্রকাঠামোতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অবারিত সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিগত ১৬ বছরে দলীয় প্রভাবকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর, জবাবদিহিবিহীন ও বিচারহীনতার সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।'

খসড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিষয়ে বলা হয়, শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশু-নারীসহ প্রায় এক হাজার নাগরিক নিহত হয়। চূড়ান্ত ভাষ্যে এক হাজারের জায়গায় 'সহস্রাধিক' বলা আছে। এ ছাড়া 'জনগণের সম্মিলিত শক্তি ও প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচারী শাসক ও তার দোসরেরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়'—এই বাক্যের 'স্বৈরাচারী শাসকের' স্থলে 'ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা' ও 'পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়' শব্দগুচ্ছের আগে 'অনেকেই' শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

খসড়ায় সংস্কার কমিশন গঠন অংশে বলা হয়, বিদ্যমান সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। চূড়ান্ত ভাষ্যে বলা হয়, গণ-অভ্যুত্থানের পর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত সরকার প্রথমে ৩ অক্টোবর পৃথক প্রজ্ঞাপনে পাঁচটি কমিশন গঠন করে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে পুলিশি সেবাকে জনবান্ধব করতে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো খসড়ায় কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া উল্লেখ ছিল না।

আটক সেনা কর্মকর্তাদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত সপ্তাহে দেশটির আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল টাস্কফোর্স ফর ইন্টেগ্রেশন সেল এবং যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলের কাছে জোরপূর্বক গুম ও নির্যাতনের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেয়। আদালত বেশির ভাগ সাবেক, তবে কিছু বর্তমান সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। তাদের মধ্যে ডিজিএফআইয়ের বেশ কয়েকজন সাবেক মহাপরিচালক এবং র‍্যাবের সাবেক কর্মকর্তারাও আছেন।

গত শনিবার বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছে, তারা সাবেক প্রশাসনের অধীনে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত এক ডজনেরও বেশি কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে। ন্যায্য ও স্বচ্ছ ফৌজদারি বিচারের জন্য আটক কর্মকর্তাদের দ্রুত একটি উপযুক্ত বেসামরিক আদালতে সোপর্দ করা সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাইকমিশনার বলেছেন, 'আমি আন্তর্জাতিক আইনে নিশ্চিত করা ন্যায়সংগত প্রক্রিয়া ও ন্যায্যবিচারের সবচেয়ে কঠোর মানদণ্ডের প্রতি পূর্ণ সম্মানের আহ্বান জানাই। এই সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোতে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।'

গত বছরের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের, যাদের মধ্যে কিছু আন্তর্জাতিক অপরাধও হতে পারে, তাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

ভলকার তুর্ক বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে অন্য বিপুলসংখ্যক অমীমাংসিত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার দিতেও আহ্বান জানান। এসব মামলা কিছু আগের এবং কিছু বর্তমান সরকারের আমলের। পাশাপাশি প্রতিটি মামলায় ন্যায়সংগত প্রক্রিয়া, ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করা ও অযৌক্তিকভাবে আটকদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া জরুরি।

এর মধ্যে রয়েছে– গুমের শিকার ব্যক্তি এবং সাংবাদিকসহ সাবেক সরকারের সমর্থক, যারা ভিত্তিহীন অভিযোগের সম্মুখীন। তাদের অনেকে এখনও ফৌজদারি অভিযোগের পাশাপাশি ড্রাকোনিয়ান সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অভিযোগে অভিযুক্ত।

কর্তৃপক্ষকে আদালতের সামনে থাকা কোনো মামলাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করার অনুরোধ করেন ভলকার তুর্ক। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত জবাবদিহি নিশ্চিত করার বাইরেও

বাংলাদেশের জন্য অগ্রগতির সর্বোত্তম উপায় হলো সত্য প্রকাশ, ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আমি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চলমান উদ্বেগগুলো দ্রুত মোকাবিলার আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

Bangladesh Society, Inc

www.bangladeshsocietyinc.com

Golden Jubilee Celebration

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

২ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার

বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা

Venue: **Terrace on the Park**

52-11 111th St, Queens, NY 11368

registration is required!

Please Scan to Register

দয়া করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন
complete your registration by October 20th

উপদেষ্টা পরিষদ

ডা. মোঃ হামিদুজ্জামান
প্রধান উপদেষ্টা
ডা. এম. বিল্লাহ
মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
হাসান ইমাম
ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া
মুজিব উর রহমান
নারগিস আহমেদ
মোহাম্মদ আজিজ
আজমল হোসেন কুনু
আব্দুর রব মিয়া
ফারজানা খান
হামিদ রেজা খান
আসাবুর রহমান সাবু
প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
মাহবুবুর রহমান
জামাল আহমদ জনি
আমিনউল্লাহ
সেলিম উদ্দি
মকবুল রহমি চুনই
আব্দুল হাসিম হাসনু
ওয়াসি চৌধুরী
খোকন মোশারফ
মোঃ শাহজাহান সিরাজী

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

সউদ চৌধুরী - *উপদেষ্টা*
অনিক রাজ - *চেয়ারম্যান*
সৈয়দ বাহাদুল (উজ্জ্বল)
মোশারফ হোসেন
মনিকা রায়, ডা. শাহিনাজ লিপি

প্রচার উপ-কমিটি

রিজু মোহাম্মদ - *চেয়ারম্যান*
খোন্দকার মাহবুব
রেফায়েত চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম
কামরুল জামান ববি
মোহাম্মদ এন. উদ্দিন (হায়দার)
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

মোঃ নুরুল হক - *উপদেষ্টা*
জামিল আনসারী - *চেয়ারম্যান*
কাজী তোফায়েল ইসলাম
আব্দুস সালাম মিয়া আজম
মোঃ টিপু খান, নাদির এ আইয়ুব

স্মরনিকা উপ-কমিটি

মাহমুদ চৌধুরী - *উপদেষ্টা*
মোঃ আখতার বাবুল - *চেয়ারম্যান*
ওয়াহিদ কাজী এলিন
নাসির উদ্দিন আহমেদ
ফয়সাল আহমেদ

আপ্যায়ন উপ-কমিটি

আশ্রাব আলী খাঁন লিটন - *চেয়ারম্যান*
আব্দুল কাদের চৌধুরী (শাহিন)
মোঃ জাহাঙ্গীর
মাইন উদ্দিন মাহবুব

সেমিনার উপ-কমিটি

মোঃ হাসান (জিলানী) - *চেয়ারম্যান*
মুল্লা এম এ মাসুদ
মোঃ আক্তার হোসেন
আহসান হাবিব
প্রদীপ ভট্টাচার্য
নুরুল ইসলাম সুজন
আজিজুল হক (মুন্না)

রেজিস্টেন, তথ্য ও অনুসন্ধান

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী - *চেয়ারম্যান*
বাবুল চৌধুরী
জামান তপন
ফারহানা চৌধুরী

নিরাপত্তা কমিটি

সৈয়দ এনায়েত আলী

সার্বিক সহযোগিতায়

সালামত উল্লাহ
মোহাম্মদ সালেহ, ফারুক আজম
ড. সাজ্জাদ হোসেন
মুজিবুর রহমান মিয়া
আব্বাস উদ্দিন (দুলাল)
আবুল হাশেম বুলবুল
জহিরুল ইসলাম
মনিরুল ইসলাম
আমিরুল ইসলাম সজল
মাকসুদুর রহমান চৌধুরী
ফারুক চৌধুরী
সৈয়দ এম কে জামান
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
মোহাম্মদ রেজাউল করিম সগির
আজহার হোসেন, নিশান রহিম
আব্দুল হান্নান, মোঃ নওশাদ হোসেন
মীর মাকসুদ আলী তাসলিম
আব্দুল্লাহ আল লিটন
মোহাম্মদ সাদি মিঠু

চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি

ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া

কো-চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি

মোহাম্মদ হোসেন খান
উদযাপন কমিটির, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
ফখরুল আলম
উদযাপন কমিটির, চিফ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর
মোহাম্মদ নুরুল হক
জয়নুল আবেদীন
রানা ফেরদৌস চৌধুরী
মাহমুদ চৌধুরী
সউদ চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড ট্রাস্টীস

সদস্য, বোর্ড ট্রাস্টীস

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
কাজী আজহারুল হক মিলন
আজিমুর রহমান বুরহান
মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম
আব্দুর রহিম হাওলাদার
মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি
জুনেদ আহমদ চৌধুরী
কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
মোঃ ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার
আহসান হাবীব
নাইম টুটুল

সঙ্গীত পরিবেশনায়: **দেশ** ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

হারুন উর রশিদ
প্রধান সমন্বয়কারী
৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮
সমন্বয়কারী:- মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী
মুনসুর আহমেদ, হান্নান খান

আবুল কালাম ভূইয়া
সদস্য সচিব
৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

যুগ্ম-আহ্বায়ক
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার

অর্থ ও হিসাব
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (ঝমি)
অনুষ্ঠান গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা
রিজু মোহাম্মদ

যুগ্ম-সদস্য সচিব
ডিউক খান
সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)

সদস্য: গিয়াস আহমেদ, এ কে এম নজরুল হক, মোঃ জেভ চৌধুরী জুয়েল, আহবাব এইচ চৌধুরী (খোকন), জে মোল্লা সাগী, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, রফিকুল ইসলাম (তালিম), সিরাজুল হক জামাল, সরোয়ার খান বাবু, বাশার ভূইয়া, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান, বেলাল মাহমুদ, মোঃ কামরুজ্জামান বাবু, দাবিস হাসান (স্বপন), জাকির আহমেদ, টুটুল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ এ. মান্নান, মখন মিয়া, মোঃ শওকত হোসেন (খান শওকত)

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE
646.591.8396
SHAH NAWAZ

GRAND SPONSOR
BHALO
BRIDGING THE GAP

PLATINUM SPONSOR
ETERNAL
HOMECARE & WELLNESS LLC

GOLD SPONSOR
Reliable Home Care
CONTACT US TODAY FOR ALL YOUR HOME CARE NEEDS
347.809.4660

GOLD SPONSOR
SHAD
FATEMA QUALITY PRODUCTS
FATEMA BROTHERS, INC
প্রবাসে দেশের স্বাদ

GOLD SPONSOR
GOLDSANDS GROUP

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

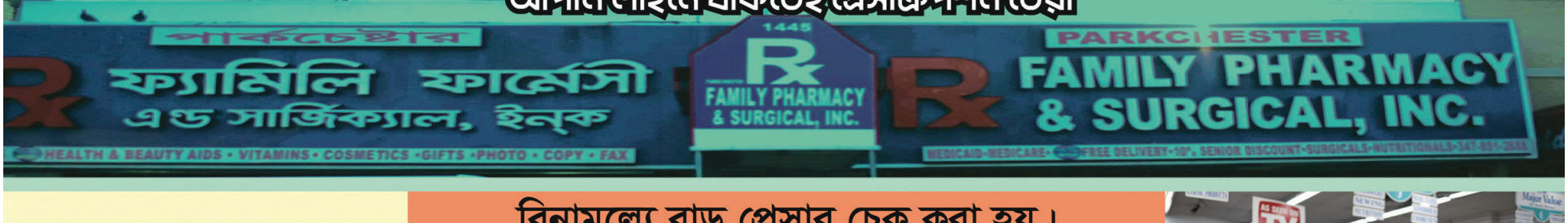

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

গণভোট আর নির্বাচন এক দিনে করার প্রস্তাব উদ্ভট

ঢাকা ডেস্ক

আবদুল্লাহ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন আলাদা বিষয়; এক দিনে করার প্রস্তাব উদ্ভট আলোচনা। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে নভেম্বরে গণভোট দিতে হবে। আজ বুধবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, বিএনপি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের বিষয়ে আগে দ্বিমত করলে পরে গণভোটের বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এ জন্য বিএনপিকে ধন্যবাদ। তিনি আরও বলেন, 'যেসব বিষয়ে আমরা এক জায়গায় এসেছি এবং এনসিসি সিদ্ধান্ত দিয়েছে ,সেসবগুলোকে একটা প্যাকেজ করে তার ওপরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এখন গণভোট কখন হবে? এই নিয়ে আবার আমাদের ভেতরে কিছুটা ডিফারেন্স। আমরা বলেছি, গণভোট হচ্ছে রিফর্মস কমিশন কমিটির জন্য। এটা আলাদা বিষয় আর জাতীয় নির্বাচন একটি আলাদা বিষয়।'

জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

তাহের বলেন, 'গণভোটে এমন কিছু দিক আছে, যেগুলা যদি হ্যাঁ/না ভোটে না হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে নির্বাচনের ক্যারেক্টারে কিছু পরিবর্তন হবে। যেমন আপার হাউস পিআর সিস্টেম। নির্বাচনের আগেই ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় নির্বাচনে আপার হাউসের ভোট হবে। যদি এটা নির্বাচনের দিনেই হয়, তাহলে তো আপার হাউস নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আর পাস হলো না।'

তিনি বলেন, 'এক দিনে জাতীয় ও গণভোট হলে ভোট কাস্টিং একেবারেই অপ্রতুল হবে। কারণ, সেদিন গণভোটের কোনো গুরুত্বই থাকবে না।'

২০ অক্টোবর থেকে নতুন 'সিভিক্স'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবেদন ফর্ম) জমা দেবেন তারা ২০০৮ সালের সিভিক্স পরীক্ষা দেবেন। আর যারা ২০ অক্টোবর বা তার পরে আবেদন করবেন, তাদের ২০২৫ সালের নতুন সিভিক্স পরীক্ষা দিতে হবে। নতুন পরীক্ষা পূর্ববর্তী ২০২০ সালের সংস্করণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এবং এতে প্রশাসনিক কিছু পরিবর্তন এসেছে, যার মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও মানসম্মত ও আধুনিক হবে।

নাগরিকত্ব পরীক্ষা মূলত মৌখিক আকারের। এতে প্রার্থীর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, সরকারী কাঠামো, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান যাচাই করা হয়। নতুন পরীক্ষায় ১২৮টি প্রশ্নের তালিকা থেকে ২০টি প্রশ্ন রেনডমলি নেওয়া হবে। পাস করতে কমপক্ষে ১২টি সঠিক উত্তর দিতে হবে। ৯ বা তার বেশি ভুল হলে পরীক্ষায় ফেল ধরা হবে। যেসব প্রার্থী পরীক্ষায় ফেল হন, তারা মূল সাক্ষাৎকারের ৬০–৯০ দিনের মধ্যে দুইবার আরও চেষ্টা করতে পারবেন।

নাগরিকত্ব পরীক্ষার সঙ্গে ইংরেজি দক্ষতা প্রদর্শন করা আবশ্যক। প্রার্থীরা যদি ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হন, তা পরীক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিছু প্রার্থী, যেমন বয়স বা স্বাস্থ্যজনিত কারণে যারা ইংরেজি দক্ষতা প্রদর্শনে অক্ষম, তারা বিশেষ ছাড় পেতে পারেন। ইউএসসিআই এই সকল প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা এবং সুবিধা প্রদান করে থাকে।

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ইউএসসিআই প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে। এর মধ্যে রয়েছে ভোকাবুলারি লিস্ট, নমুনা প্রশ্ন এবং অফিসিয়াল গাইড। প্রার্থীদের আগে থেকে এই সকল উপকরণ দেখে প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার সফলতা প্রায়শই প্রার্থীর প্রস্তুতি এবং পরীক্ষার নিয়মাবলী বোঝার দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

২০০৮ সালের পরীক্ষায় প্রার্থীদের ১০০টি প্রশ্নের তালিকা থেকে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং পাসের জন্য ছয়টি সঠিক উত্তর প্রয়োজন। নতুন ২০২৫ সালের পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পাসের জন্য আরও কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রার্থীর জ্ঞান এবং দক্ষতার মান যাচাই করা হবে আরও সুস্পষ্টভাবে।

পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো নতুন নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, সরকারী কাঠামো এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন। নতুন নাগরিকরা যাতে নাগরিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং দেশে আইন ও নিয়ম অনুসরণ করতে সচেতন হন, তা নিশ্চিত করা নতুন পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

ইউএসসিআই আরও উল্লেখ করেছে, নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় আবেদন করার সময় প্রার্থীদের জন্য সময়সূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা ২০ অক্টোবরের আগে আবেদন করবেন, তাদের পুরনো পরীক্ষা দিতে হবে। আর যারা পরবর্তী সময়ে আবেদন করবেন, তাদের নতুন পরীক্ষা দিতে হবে। তাই আবেদনকারীদের উচিত আগে থেকে পরিকল্পনা করে সময়মতো আবেদন করা।

নতুন পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো

আবেদন ২০ অক্টোবর ২০২৫-এর আগে হলে ২০০৮ সালের পরীক্ষা।

আবেদন ২০ অক্টোবর ২০২৫ বা তার পরে হলে ২০২৫ সালের পরীক্ষা।

ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রয়োজন, যদি না প্রার্থী বিশেষ ছাড় প্রাপ্ত হন।

পরীক্ষায় ফেল হলে দুটি পুনঃপরীক্ষার সুযোগ রয়েছে।

নাগরিকত্ব পরীক্ষায় সফল হতে প্রার্থীদের অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, সংবিধান, সরকারের কার্যক্রম, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকতে হবে। ইউএসসিআ 'র অফিসিয়াল গাইড ও প্রস্তুতি উপকরণ ব্যবহার করে প্রার্থীরা তাদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারেন।

এই পরিবর্তনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রমাণ করতে চায় যে নতুন নাগরিকরা দেশীয় ইতিহাস এবং সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সচেতন এবং দেশের নাগরিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। নতুন পরীক্ষার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রক্রিয়াকে আরও মানসম্মত এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

নাগরিকত্ব প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, পরীক্ষার সময় ও ধাপ সম্পর্কে সচেতন থাকা। ভুল সময়ে আবেদন বা প্রস্তুতির অভাবে প্রার্থীরা নতুন পরীক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তাই প্রার্থীদের উচিত, পরীক্ষা ও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এবং যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আবেদন করা।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্ক সিটি ‘সিএফবি’ মামদানির পক্ষে পক্ষপাত দেখিয়েছে

বললেন এরিক অ্যাডামস

এইচ বি রিতা

জোহরান মামদানি

এরিক অ্যাডামস

ডেমোক্র্যাটিক নিউইয়র্ক সিটি মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচারণায় সম্ভবত ১৩ হাজার ডলারের বেআইনি বিদেশি অনুদান ঢুকেছে—নিউইয়র্ক পোস্ট রোববার এমন খবর প্রকাশ করেছে। পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৫৪ হাজার অনুদানের মধ্যে কমপক্ষে ১৭০টি অনুদান এসেছে এমন দাতাদের কাছ থেকে, যাদের ঠিকানা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তালিকাভুক্ত। ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় আইন অনুযায়ী, কেবল মার্কিন নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দারাই রাজনৈতিক প্রচারণা ও রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটিতে অনুদান দেওয়ার অনুমতি পান। এর বাইরে থেকে আসা অনুদান অবৈধ বলে বিবেচিত হয়।

এ নিয়ে সম্প্রতি মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানো ডেমোক্র্যাট এরিক অ্যাডামস অভিযোগ করেছেন, নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ড প্রকাশ্যভাবে জোহরান মামদানির পক্ষে পক্ষপাত দেখিয়েছে।

অ্যাডামস বলেন, “যখন এমন একটি বোর্ড, যা নিউইয়র্ক সিটির বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে না, বেছে বেছে নিয়ম প্রয়োগ করে, তখন সেটি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। আমার প্রচারণাকে ভিত্তিহীন অভিযোগে ম্যাচিং ফান্ড থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ মামদানির প্রচারণা ১৩ হাজার ডলার অবৈধ বিদেশি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও মিলিয়ন ডলারের অনুদান পেয়েছে। এই পক্ষপাত অস্বীকার করা যায় না।”

নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ডের নথি থেকে জানা যায়, মামদানির প্রচারণা দুবাই নিবাসী তার শাশুড়ি বারিয়াহ দারদারির কাছ থেকে ৫০০ ডলার অনুদান পেয়েছিল। তবে পোস্টের খবর অনুযায়ী, প্রচারণা পক্ষ ইতোমধ্যে তার শাশুড়ির অনুদানসহ মোট ৫ হাজার ৬০৮ ডলার ফেরত দিয়েছে।

প্রচারণার পক্ষ থেকে আউটলেটকে জানানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে আসা যেকোনো অনুদান তারা ফেরত দেওয়ার লক্ষ্য রেখেছে। শনিবার এই অনুদানগুলোর একটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ার পর, প্রচারণা পক্ষ পোস্টকে এক বিবৃতিতে বলেছে, “অবশ্যই, আমরা নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ড আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন যেকোনো অনুদান ফেরত দেব।”

তবে পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, প্রচারণা পক্ষ এখনও সন্দেহভাজন ৮৮টি বিদেশি অনুদান ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যার মোট মূল্য ৭ হাজার ১৯০ ডলার। ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত মামদানির প্রচারণা প্রায় ৪ মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিগত অনুদান পেয়েছে।

এ নিয়ে রিপাবলিকান মেয়র প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াও কথিত বিদেশি প্রচারণার অনুদান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে পোস্ট জানিয়েছে।

স্লিওয়া পোস্টকে বলেছেন, “যেখানে ধোঁয়া আছে, সেখানে আগুনও আছে, তাই আমি খুবই উদ্বিগ্ন হব। বিদেশি অর্থের পরিমাণ সম্ভবত আরও অনেক বেশি। এটা শুধু জোহরান মামদানির জন্যই নয়, বরং এই ধরনের রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি যাদের আছে তাদের সবার জন্যই এটি খুবই সমস্যাজনক, কারণ এটি অবৈধভাবে অর্থ পাচারের একটি লাইসেন্স। আর বিদেশিরা জানে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দরকার নেই—শুধু নির্বাচনকে প্রভাবিত করলেই চলে।”

তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

তোফায়েল আহমেদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সাবেক পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জার্নালিস্টস নেটওয়ার্কের সভাপতি, সাবেক কুমিল্লা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ডিভার্স এডমন্টনের সম্পাদক প্রবীণ প্রবাসী সাংবাদিক দেলোয়ার জাহিদ। উল্লেখ্য, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ গত ৮ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

গত বৃহস্পতিবার এক শোকবার্তায় দেলোয়ার জাহিদ বলেন, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ ছিলেন তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী এবং কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে শিক্ষকতার মাধ্যমে পেশাগত জীবনে ঘনিষ্ঠ সহচর।

তিনি স্মরণ করেন, কুমিল্লা প্রেসক্লাবে দায়িত্ব পালনকালে কুমিল্লার তরুণ সাংবাদিকরা তোফায়েলের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছেন। সারা দেশে মানবাধিকার ও সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রয়াত ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী, শাজাহান মিয়া, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, আলতাফ হোসাইন প্রমুখের সঙ্গে কাজের সময় তোফায়েল আহমেদের অবদান ছিল অনন্য।

তোফায়েল আহমেদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দেলোয়ার জাহিদ বলেন, “বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে তার চিন্তা, গবেষণা ও লেখনী এক অমূল্য সম্পদ। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তার প্রস্তাবনাগুলো ভবিষ্যতেও নীতিনির্ধারকদের দিকনির্দেশনা দেবে।”

কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকতকে সংবর্ধনা

নিউজার্সির প্যাটারসন

মোহাম্মদ রশিদ

নিউজার্সির প্যাটারসন শহরে অনুষ্ঠিত হলো টাস্ক ফোর্স ডিপার্টমেন্টের কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। গত শনিবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় স্থানীয় স্টার রেস্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

টাস্ক ফোর্স ডিপার্টমেন্ট প্যাটারসন শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, যারা সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন ও নতুন আগত অভিবাসীদের জন্য খাদ্য ও গৃহস্থানের সহায়তা প্রদান করে থাকে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্যাটারসন সিটির ২ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলম্যান শাহিন খালেক। সভাপতিত্ব করেন কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকতের পিতা মোহাম্মদ তসলিম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুল উপস্থিতি ছিল। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্যাটারসন শহরের সম্মানিত মেয়র এন্ড্রু সায়াগ, প্যাটারসন স্কুল বোর্ডের কমিশনার মোহাম্মদ রশিদ দিদার, জালালাবাদ মসজিদের সেক্রেটারি জনাব সালেহ গনি এবং অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকতের জনসেবামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বকারী সৈকত প্রবাসী বাংলাদেশিদের গৌরবের প্রতীক। মেয়র এন্ড্রু সায়াগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আসিফ শুধু একজন তরুণ নেতা নন, তিনি আমাদের কমিউনিটির জন্য এক অনুপ্রেরণা।”

কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকত উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আপনাদের ভালোবাসা ও দোয়াই আমার প্রেরণার উৎস। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সমাজের অসহায় মানুষদের পাশে থেকে কাজ করে যাব।”

অনুষ্ঠান শেষে আগত অতিথিরা কমিশনার আসিফ আহমদ সৈকতের রাজনৈতিক সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ছিল গর্ব ও আনন্দের ছোঁয়া।

১০৯ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল এবি পার্টি

ঢাকা ডেস্ক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতিগত কার্যক্রম শুরু করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। বৃহস্পতিবার রাজধানীর তোপখানা রোডস্থ ফারইস্ট ইনস্যুরেন্স টাওয়ারের অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত ১০৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘নতুন দল হিসেবে এবারের নির্বাচনে এবি পার্টির নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। আমরা দলীয়ভাবে আজ শতাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছি। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে এখনো জনমনে সন্দেহ-সংশয় কাটছে না। এবি পার্টি মনে করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখনো যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও একটু মজবুত ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।’

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

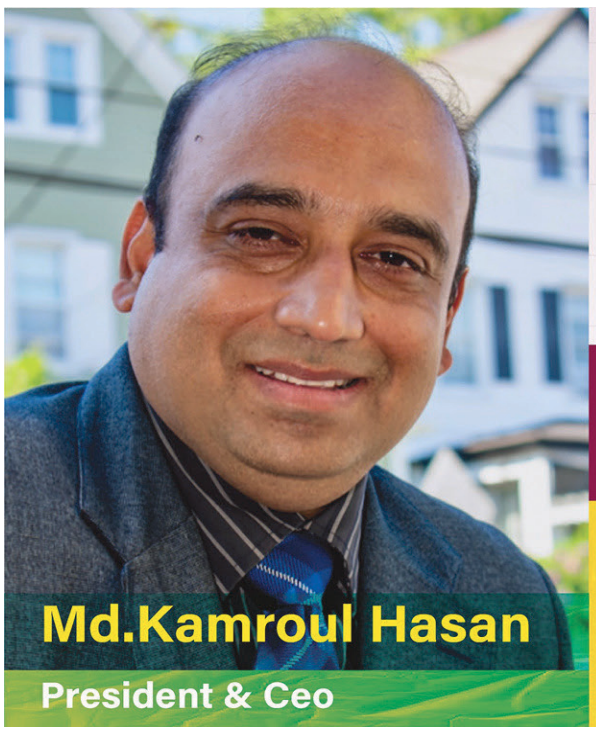

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT
আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

HASAN TAXI SERVICES INC

TAX FILE

প্রিপারেশন ট্রেনিং কোর্স।

কোন বই নেই, কোন ঝামেলা নেই, শুধুমাত্র কম্পিউটার সফটওয়্যার মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ।

Start Nov 6, 2025 & Nov 07, 2025

A group—Every Saturday (10am –12pm)— (Nov 06/25—Dec/25) ---only 10 Students.

B group---Every Sunday (12pm---2pm) -----(Nov 07/25—Dec/25) ---only 10 Students.

Hon'ble Teacher (**929-318-1227**)
Abdul Khalek (M. Com)
40 years Tax preparation and Tax Audits Exp.
IRS Enrolled Agent
IRS E-File Provider
Chartered Accountant (FCA).

Management: MD ALI (CEO)
JOB HELP & APPLI PROC SVCS
148-45, Hillside Ave, Suite 204, Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Cell: **917-500-3937,** Email: jobhelpbd786@gmail.com
By F train to Sutphin Blvd. Bus-Q43, Q44, Q40, Q1

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

ইব্রাহীম চৌধুরীকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা

লস এঞ্জেলস

গত ৭ অক্টোবর মঙ্গলবার এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি

লস এঞ্জেলসের বলিউড রেস্টুরেন্টের উজ্জ্বল সন্ধ্যায়, ৭ অক্টোবর মঙ্গলবার, যেন সিলেটের আত্মার এক মিলনমেলা বসেছিল। প্রবাসের ব্যস্ততা পেছনে ফেলে, ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশের নিচে হাসি ও আলাপের মধ্য দিয়ে সেদিন এক আবেগঘন আয়োজন সম্পন্ন হয় — প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন -কে সংবর্ধনা জানায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মুনিম, আর সুচারু সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক লায়েক আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গীতিকার, মিশিগান প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠা সভাপতি হেলাল উদদীন রানা, প্রথম আলোর ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম, এবং সময় টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ও লস এঞ্জেলস প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক লস্কর আল মামুন। অংশ নেন স্থানীয় সাংবাদিক, সামাজিক সংগঠক, ব্যবসায়ী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন। বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলেন, “সংবর্ধনা বা সম্মাননা প্রাপ্তির চেয়ে আমি বরাবরই কাছের মানুষদের পাশে থাকতে পছন্দ করি। আমি একজন সাধারণ মানুষ — সাধারণের কাতারেই থাকতে চাই।”

তিনি তাঁর কৈশোর ও প্রাক-যৌবনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। সিলেটের বাঘা গ্রাম, গোলাপগঞ্জ উপজেলা, এবং সিলেট অঞ্চলের আন্দোলন-সংগঠনের দিনগুলো স্মরণ করে বলেন, “সেই সময়ের বন্ধু, সহযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এক আত্মিক বন্ধনে। আজ সেই সম্পর্ক প্রবাসে এসেও জীবন্ত আছে—এই আমার প্রাপ্তি।”

তিনি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার প্রকাশনা নিয়ে বিস্তারিত বলেন—“প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়, এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের কণ্ঠস্বর। আমরা এই মহাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কথা, সাফল্য, সংগ্রাম, সংস্কৃতি ও মননের প্রতিফলন ঘটাতে চাই। সাংবাদিকতা আমাদের কাছে দায়িত্ব, আর পাঠকের ভালোবাসাই আমাদের শক্তি।”

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন তাঁর বক্তৃতায় প্রবাসের সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং প্রজন্মান্তরের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে বলেন, “প্রবাসে থেকেও আমরা আমাদের মূলকে ভুলে যেতে পারি না। জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় —আমরা সিলেটের, আমরা বাংলাদেশের। আমাদের এই সম্পর্কই প্রবাসের শক্তি।”

তিনি বিশেষভাবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। সংগঠনের কবরস্থান প্রকল্প, শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান, এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজগুলোকে তিনি বলেন, “প্রবাসের অগ্রদূতের উদাহরণ।” “জীবনে অর্থ নয়, সম্পর্ক ও সৌজন্যবোধই আসল সম্পদ,” — এই উক্তিতে তিনি উপস্থিত সবাইকে আবেগে আপ্লুত করেন।

সাংবাদিক ও গীতিকার হেলাল উদদীন রানা বলেন, “ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন এমন একজন মানুষ, যিনি আলোকিত হন না — আলোকিত করেন। সাংবাদিকতায় তাঁর সততা ও সংগঠনে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।”

রোজিনা ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “প্রথম আলোর হয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি, অনেক পুরস্কারও। কিন্তু সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মানুষের আস্থা। প্রবাসের সংবাদ পরিবেশনে ইব্রাহীম ভাই আমাদের সবার প্রেরণা।” লস্কর আল মামুন বলেন, “ইব্রাহীম চৌধুরী শুধু সম্পাদক নন, তিনি এক নীরব প্রেরণার উৎস। সাংবাদিকতার কঠিন বাস্তবতায়ও তিনি মানুষের গল্পকে ভালোবাসার সঙ্গে বলেন।”

সৈয়দ নাসির উদ্দিন জেবুল স্মৃতিচারণ করে বলেন, “স্কুলজীবনে খোকন ভাইয়ের সঙ্গে সামাজিক কাজেই প্রথম যুক্ত হয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি নেতৃত্ব কীভাবে মানুষকে এক করে।” লায়েক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বলেন, “আমরা গর্বিত — আমাদের নিজ এলাকার সন্তান ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন আজ উত্তর আমেরিকার সাংবাদিকতায় সম্মানিত নাম। তাঁকে সংবর্ধিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।”

সাবেক ছাত্রনেতা গোলাম কিবরিয়া আন্দোলনের রাজপথের স্লোগানময় দিনগুলোর স্মৃতি টেনে বলেন, “আজ সেই কণ্ঠ, সেই উচ্ছ্বাস — প্রবাসেও টিকে আছে। এক সময় যাঁর পাশে দাঁড়িয়েছি, আজ তাঁকে সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত।” নজরুল আলম বলেন, “আমরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে সত্য ও নিরপেক্ষতার প্রত্যাশা করি। খোকন ভাই সেই মানদণ্ডে অনন্য।”

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে মোহাম্মদ মুনিম বলেন, “আমরা সবাই এক পরিবারের অংশ। সংগঠন চালানো মানে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। আজকের এই অনুষ্ঠান সেই ভালোবাসার উদযাপন।” তিনি ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “আপনার উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রেরণা। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব — এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই আজকের আয়োজন।”

সংবর্ধনা শেষে সংগঠনের কর্মকর্তারা ইব্রাহীম চৌধুরী খোকনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। পরবর্তীতে এক মনোরম নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে মধ্যরাতের পর। আলাপ, সেলফি, স্মৃতি আর সিলেটি আতিথেয়তায় ভরা সেই রাত ছিল এক অমলিন সাক্ষাৎ — যেখানে প্রবাসে থেকেও মানুষ নিজের মাটি, নিজের মানুষের প্রতি ভালোবাসার বন্ধনে আবারও এক হয়ে উঠেছিল।

উপস্থিত ছিলেন ও আলাপচারিতায় অংশ নেনঃ মোহাম্মদ মুনিম, লায়েক আহমেদ, সৈয়দ নাসির উদ্দিন, ইয়ামিন চৌধুরী, গালাম রব্বানী চৌধুরী প্রমুখ।

মিশিগানে ৮ ও ৯ নভেম্বর বাংলা বইমেলা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলা বইমেলা। মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ৮ ও ৯ নভেম্বর ওয়ারেন সিটির টুয়েল্ভ মাইলে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে গত ১২ অক্টোবর ওয়ারেন সিটির আনন্দ মঞ্চে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. দেবাশীষ মৃধা এবং পরিচালনা করেন মৃদুল কান্তি সরকার। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী স্থানীয় প্রবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিণত হয়।

সভায় ডা. দেবাশীষ মৃধাকে আহ্বায়ক ও মৃদুল কান্তি সরকারকে সদস্য সচিব করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন চিনু মৃধা, চিন্ময় আচার্য্য, অনন্ত সাইফ, অলক চৌধুরী, কমলেন্দু পাল, রসি এ মীর, পূর্নেন্দু চক্রবর্তী অপু, জাহেদ জিয়া, আবির আই, শারমিন তানিম, কামরুজ্জামান হেলাল, ফয়সল আহমেদ মুন্না, তোফায়েল রেজা সুহেল, সাহেল আহমেদ, মৌসুমী দত্ত, রাজশ্রী চৌধুরী গৌরব, গৌতম সিকদার, মানবী মৃধা ও মৌসুমী চক্রবর্তী।

সভায় বইমেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়—যেমন প্রকাশনা স্টল বিন্যাস, সাংস্কৃতিক পর্ব, সাহিত্য আসর, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণ, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

কবি, লেখক ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু বলেন, “এই বইমেলা মিশিগানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে সহায়তা করবে।”

অভিবাসন নীতিতে রদবদল

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যে আইনজীবীদের ব্যস্ততা বেড়েছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অভিবাসন নীতির পরিবর্তন ও কঠোরীকরণের ফলে ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের ব্যস্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। সরকারি নীতিতে কড়াকড়ি আর রদবদলের কারণে ব্যক্তি, পরিবার ও কর্পোরেশনরা দ্রুত আইনি পরামর্শ নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ই শুরু হয়েছিল এই প্রবণতা। এইচ-১বি ভিসার শর্ত আরও কঠোর করা, অনুগত নয় এমন অভিবাসীদের দেশে প্রত্যাহার এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ আইনজীবীদের কাছে ক্লায়েন্টদের প্রশ্নবাণী ও পরামর্শের চাপ বহুগুণে বাড়িয়েছে। কিছু আইনফার্ম জানিয়েছে, এ বছরের শুরু থেকেই তাদের পরামর্শের অনুরোধের সংখ্যা গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ বা তারও বেশি।

আইনজীবীরা বলছেন, বিশেষ করে কর্পোরেট ক্লায়েন্টরা যারা উচ্চমেধার অভিবাসীদের নিয়োগ দেয়, তারা এখন প্রতিটি আবেদন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করছেন। এমন পরিস্থিতিতে অভিবাসন আইনজীবীদের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাজ্যে কিয়র স্টারমারের নেতৃত্বাধীন সরকার অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করেছে। স্থায়ী বসবাসের যোগ্যতা ও শরণার্থী গ্রহণের নিয়ম কঠোর করা, ডিজিটাল পরিচয়পত্র এবং শরণার্থী সংখ্যা সীমিত করার মতো পদক্ষেপ আইনজীবীদের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। স্থানীয় আইনফার্মগুলো জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে তাদের রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দ্রুত নীতি পরিবর্তন একদিকে যেমন সরকারি উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে তা আইনগত জটিলতা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নও তৈরি করছে। অভিবাসন প্রার্থী, নিয়োগ প্রতিষ্ঠান এবং আইনজীবীদের জন্য এটি নতুন ধরনের চাপ এবং দায়িত্ব তৈরি করেছে।

আইনজীবীরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে এই চাপ আরও বাড়তে পারে, কারণ নীতি কড়াকড়ি হলেও অভিবাসন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রয়োজন হবে আরও সুনির্দিষ্ট, দ্রুত এবং দক্ষ আইনি পরামর্শের।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অভিবাসন নীতি কঠোর করায় আইনজীবীদের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কেবল আইনগত সাহায্য নয়, বরং সরকারি নীতি, মানবাধিকার এবং প্রক্রিয়ার সমন্বয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ল’ সোসাইটি ইউএসএ’র ফ্যামেলি নাইট-২০২৫

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ ল’ সোসাইটি ইউএসএ, ইনক-এর বার্ষিক ফ্যামেলি নাইট-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১২ অক্টোবর ২০২৫) জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আইনজীবী, এটর্নি, ব্যারিস্টার ও ল’ ডিগ্রিধারীদের ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের অনুষ্ঠানটি ছিল প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর।

সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম ও অ্যাডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক (সেতু)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে। এরপর আমেরিকার ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এটর্নি খায়রুল বাসার, ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান, অ্যাডভোকেট বশির আহমদ, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিনসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে নতুন আজীবন সদস্যদের সনদ প্রদান, শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে কবিতা আবৃতি, গান, ও নৃত্য পরিবেশনায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শকরা। শিশুশিল্পী জায়ান বাশার, মিসেস বাশার, অ্যাডভোকেট তাহমিনা এ সুইটি, অ্যাডভোকেট সুরাইয়া আক্তার সান্তা ও অতিথি শিল্পী নাজু আকন্দের পরিবেশনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

আইনজীবী সদস্য ও তাঁদের পরিবারের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে আয়োজনে পরিণত হয় এক মিলনমেলায়। নৈশভোজের মাধ্যমে ফ্যামেলি নাইট-২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

প্রবাসীদের নির্ভরতার নাম R & R মেডিক্যাল কেয়ার পি.সি

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা

দীর্ঘদিন R & R মেডিক্যাল কেয়ার বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিকে উচ্চমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

ডা. মো. ইউসুফ আল মামুন

ডা. নাহরীন মামুন

নিউইয়র্কের কুইন্সের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যামাইকা এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য নাম হয়ে উঠেছে R & R মেডিক্যাল কেয়ার পি.সি। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা এবং মাতৃভাষায় পরিষেবার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালের ডিসেম্বর থেকে পথচলা শুরু করে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনায় রয়েছেন চিকিৎসক দম্পতি ডা. মো. ইউসুফ আল মামুন এবং ডা. নাহরীন মামুন। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে তারা বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটিকে উচ্চমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছেন, পাশাপাশি স্থানীয় আমেরিকান রোগীরাও তাদের সেবায় সন্তুষ্ট।

R & R মেডিক্যাল কেয়ার পি.সি.-তে রোগীদের সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারার পরামর্শ দেওয়া হয়। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হাঁপানি, সিওপিডি, আর্থরাইটিসসহ নানা দীর্ঘমেয়াদি রোগের নিয়মিত চিকিৎসা এখানে অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয়। এছাড়াও স্কুল, কলেজ, চাকরি, অস্ত্রোপচার এবং ইমিগ্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রতিদিনের রোগনিরীক্ষার অংশ হিসেবে এখানে প্যাপ স্মিয়ার, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, গর্ভাবস্থা পরীক্ষা, প্রস্রাব ও টিবি পরীক্ষা, দৃষ্টি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ভ্যাকসিন প্রদান সেবা চালু রয়েছে। ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন এবং পাচ্ছেন মাতৃভাষায় সরাসরি চিকিৎসা পরামর্শ।

ডা. মো. ইউসুফ আল মামুন বলেন, “আমরা প্রবাসী বাংলাদেশি ও আমেরিকায় অবস্থানরত যেকোনো মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকি। সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি। কারো অবস্থা গুরুতর হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্স ও পরামর্শ দেই। চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের সচেতনতা বাড়াতে আমরা নিয়মিত কাউন্সেলিংও করে থাকি।”

উল্লেখ্য, তিনি ২০১২ সাল থেকে কুইনস হাসপাতাল সেন্টারের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে *সহকারী অধ্যাপক* হিসেবে পূর্ণকালীন কর্মরত রয়েছেন।

এদিকে, ডা. নাহরীন মামুন বলেন, “আমরা মহিলাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন অনিয়মিত মাসিক, সংক্রমণ বা অন্যান্য গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে কাজ করি। জটিল পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রেফার করি। আমাদের লক্ষ্য হলো – মহিলারা যেন নিরাপদ ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা পান, মাতৃভাষায় বুঝে নিতে পারেন নিজের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দিকগুলো।”

R & R মেডিক্যাল কেয়ার পি.সি. সপ্তাহে ছয় দিন খোলা থাকে। রবিবার বন্ধ থাকলেও জরুরি প্রয়োজনে অনলাইন বা টেলিফোন সেবার মাধ্যমে চিকিৎসা পাওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য সেবা, পেশাদারিত্ব এবং মানবিক মনোভাবের জন্য ‘R & R মেডিক্যাল কেয়ার পি.সি.’ আজ নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্যসেবায় এক সুপরিচিত নাম।

ঠিকানা: ৮৭-৩১, ১৬৮ প্লেস, কুইন্স, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক

ফোন: ৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৫

ওয়েবসাইট: http://www.drma-moon.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

জ্যামাইকার আল মাদিনা

হালাল লাইভ পোল্টিতে

Halal Live Chicken

স্পেশাল অফার

রেড চিকেন ১০টি কিনলে ৪টি ফ্রি!

রেড চিকেন ৫টি কিনলে ২টি ফ্রি!

আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি

এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়

অফারটি চলবে আগামি ১৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত

Red chicken 10 buy 4 free
5 Buy 2 free

حلال HALAL

সঙ্গে থাকছে আমাদের স্টোর থেকে বিশেষ উপহার

Also We deliver your order

আজই যোগাযোগ করুন

151-24 Beaver Road,
Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

যাত্রা শুরু করলো ‘নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব’

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ববিখ্যাত সেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল-এর নতুন চ্যার্টার্ড শাখা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ‘নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব’। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়।

ক্লাবটির অনুমোদন প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর ২ এর গভর্নর লায়ন আসেফ বারি টুটুল। তিনি গভীর উৎসাহ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে গত ১০ বছরে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি কমিউনিটিকে একটি নতুন চ্যার্টার্ড ক্লাবের স্বীকৃতি এনে দেন।

তিনি বলেন, নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব কোনো বিভাজন বা জাতিগত গোষ্ঠী নয়। এটি একটি নতুন উদ্যোগ যার মাধ্যমে উদ্যমী, সেবামনস্ক ও নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের সম্পৃক্ত করে প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়সহ বৃহত্তর সমাজে মানবতার সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত করা হবে। এই ক্লাব নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মানবসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা জাগিয়েছে।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা জানান, নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব মানবসেবার পাশাপাশি প্রবাসে নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেবে। তারা বিশ্বাস করেন, এই ক্লাবের উদ্যোগগুলো বাংলাদেশি কমিউনিটির ভাবমূর্তি ও অবদানকে আরও উজ্জ্বল করবে।

নতুন ক্লাবের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ‘নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন লায়ন্স ক্লাব’ প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মানবসেবার চেতনা ও নেতৃত্ব বিকাশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের মূল প্রতিশ্রুতি‘মানবতার সেবা’কে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নেবে।”

নতুন ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৃষ্টি সংরক্ষণ, ক্ষুধা নিবারণ ও পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সেবামূলক নেটওয়ার্ক বিস্তারের মাধ্যমে কমিউনিটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনালের নবগঠিত শাখা ‘নিউইয়র্ক নিউ হরাইজন ক্লাব’-এর প্রাথমিক কার্যনির্বাহী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তারেক হাসান খান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সোহেল হোসেন (আহমেদ সোহেল)।

পরিচালকবৃন্দ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন গিয়াস আহমেদ, এম এম শাহীন, মোঃ খালেক ও মোহাম্মদ হোসেন কামাল। সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাঈম আহমেদ, মোহাম্মদ জামিল হোসেন ও মোহাম্মদ হুদা এবং সরওয়ার চৌধুরী সিপিএ।

কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মুস্তাক চৌধুরী। সাংস্কৃতিক ও বিনোদন চেয়ারপারসন হিসেবে সংযোজিত হয়েছে ইশতিয়াক রুমি। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন তাহমিনা তুষটি (আডমিন) ও সাজ্জাদ রহমান খান (প্রজেক্ট)। নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ফারহানা খান। টেইল টুইস্টার পদে রয়েছেন মহব্বত আখন্দ।

নিউইয়র্কে হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে মানবাধিকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বছরের প্রথম বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচি। সংস্থাটির ত্রয়োদশ বর্ষে প্রবেশের এই সময়ে এটি ছিল ২০তম টিকাদান কর্মসূচি। ফ্লু ভাইরাস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয় ১১ অক্টোবর জ্যাকসন হাইটসে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্রোকার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. সোলায়মান আলী। তাঁর হাতেই প্রথম টিকা প্রদান করে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

এই কর্মসূচির স্পন্সরশিপে ছিল ওয়ালগ্রীন ফার্মাসি, যার সার্বিক সহযোগিতায় ফার্মাসি ম্যানেজার কর্টিজা শাহ এবং ফার্মাসিস্ট মারী লিম উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের টিকা প্রদান করেন। ফার্মেসি টেকনিশিয়ান হাসিনা আক্তার প্রতিবারের মতো এবারও সহযোগিতা করেন।

প্রতি বছর উত্তর আমেরিকায় হাজারো মানুষ সিজনাল ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান। সেই সচেতনতা থেকেই “মানুষ মানুষের জন্য” স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিউম্যান সাপোর্ট কর্পোরেশন ১৩ বছর ধরে এই মহতী উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই, তাদের জন্য এই কর্মসূচি বিশেষভাবে সহায়ক। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা সবাইকে নিজে টিকা নেওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও উৎসাহিত করার আহ্বান জানান। কমিউনিটিতে টিকাদান কর্মসূচিকে সফল করতে সাংবাদিক, সমাজসেবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, পেশাজীবী ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান সভাপতি মো. সোলায়মান আলী ও সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার সেন।

‘অস্কার কোয়ালিফায়িং উৎসবে রাজীদ সিজনের ‘ইলাইজা’ সেরা চলচ্চিত্র

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজীদ সিজনের স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র ‘ইলাইজা’ জয় করেছে অস্কার কোয়ালিফায়িং তসবির চলচ্চিত্র উৎসবের সেরা চলচ্চিত্র (এলজিবিটিকিউ) পুরস্কার। গত রোববার স্থানীয় সময় রাত ৮টায় উৎসবের জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রটির নির্মাতার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

দীর্ঘ দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত এই মর্যাদাপূর্ণ উৎসবটি দক্ষিণ এশিয়ার চলচ্চিত্র ও প্রবাসী নির্মাতাদের সৃষ্টিকর্মকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরছে। এবারের ২০তম আসরে মোট ১০৯টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়—এর মধ্যে ছিল তথ্যচিত্র, পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ‘ইলাইজা’ ছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘সাবা’, কান পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য ‘আলি’ এবং ‘এ থিং এবাউট কাশেম’।

নিউ ইয়র্কের কুইন্সভিত্তিক নির্মাতা রাজীদ সিজন দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাণে যুক্ত। তার চলচ্চিত্রে উঠে আসে প্রবাসী জীবনের সংগ্রাম, সামাজিক বঞ্চনা এবং মানবিকতার গল্প।

তসবির চলচ্চিত্র উৎসবের সহপ্রতিষ্ঠাতা রিতা মেহের বলেন, “৯/১১–এর পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয়দের নিয়ে যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছিল, সেটি দূর করতেই আমাদের এই উৎসবের সূচনা। এবারের আসরে রাজীদের ‘ইলাইজা’ সেই লক্ষ্যকেই নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে—চলচ্চিত্রটি আমাদের বিচারকদের হৃদয় ছুঁয়েছে।”

পুরস্কারপ্রাপ্তির অনুভূতি জানাতে গিয়ে রাজীদ সিজন বলেন, “‘ইলাইজা’ আসলে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের গল্প। সিয়াটলে প্রদর্শনের সময় হলভর্তি দর্শকের আবেগ, করতালি আমাকে আপ্লুত করেছে। এই পুরস্কার আমি উৎসর্গ করছি আমার পরিশ্রমী কলাকুশলী দল, যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্সি মেডেলিয়ন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি ভাইবোন এবং সমাজে উপেক্ষিত লিঙ্গ-বৈচিত্র্যসম্পন্ন মানুষদের।”

এর আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস রাজীদ সিজনকে সার্টিফিকেট অব রিকগনিশন (স্বীকৃতির সনদ) প্রদান করেন। মেয়র বলেন, “রাজীদ তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেন। তিনি মূলধারার বাইরে থেকে সেই গল্পগুলো বলেন, যেগুলো আমাদের সমাজ শোনার প্রয়োজন। তার ‘ইলাইজা’ মানবিকতার কণ্ঠস্বর।”

ব্রুকলিন আর্ট কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক লাওরা নর্ডভিগ বলেন, “রাজীদের প্রজেক্টে আমরা অনুদান দিয়েছিলাম কারণ এতে ছিল সততা, সামাজিক দায়বোধ ও গভীর মানবিকতা। তার এই সাফল্য আমাদের গর্বিত করেছে।”

‘ইলাইজা’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এজাজ আলম, মিথিলা গাজী এবং দেবজানী ব্যানার্জি। তাদের অনবদ্য অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে টিম স্মলের সমর্থনে সভা

আটলান্টিক সিটি প্রতিনিধি

নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা টিম স্মলের প্রার্থীদের সমর্থনে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি ভেন্যুতে এ সভা হয়।

সাধারণ সম্পাদক শাহরু রাজা চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাহবুব রহমান মজনু। সভায় বক্তব্য দেন জহিরুল ইসলাম বাবুল, শহীদ খান ও ফরহাদ সিদ্দিক প্রমুখ।

বক্তারা ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে টিম স্মলের প্যানেলের প্রার্থীসহ ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীদের ‘বি’ কলামে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

মেয়র মার্টি স্মল তার প্যানেলের প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন জানানোয় ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতাদের ধন্যবাদ জানান। সভায় আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, টিম স্মলের প্যানেল থেকে মেয়র পদে বর্তমান মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র, কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে প্যাটিসিয়া বেইলি, স্টেফানি মার্শাল ও সোহেল আহমেদ এবং আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরী, ক্যাশওয়ান ম্যাকিনলে ও হালিশা ব্রিজার্স প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মাননা দিলো জাকাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে মানবিক কাজে এগিয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মাননা দিলো জাকাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা। গত রোববার মেরিক গলফ কোর্সের আপস্টেয়ার্স মিটিং রুমে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্ঠা, সময় ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণে এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

জাকাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা হালিল দেমিরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবিক ও উন্নয়নমূলক সংস্থা। সংস্থাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের দান, যাকাত ও সদকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবিক সহায়তা ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে সংস্থা মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ ও শরণার্থী সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, গাজা, সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান, সোমালিয়া ও আফগানিস্তানে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা সামগ্রী ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। ২০২৫ সালে গাজার মানবিক সংকটে জরুরি চিকিৎসা, পানি, খাবার ও ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষা খাতেও সংস্থাটির অবদান বিশাল। স্কুল নির্মাণ, শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, টিউশন সহায়তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে জাকাত ফাউন্ডেশন। অনাথ ও এতিম শিশুদের জন্য স্পন্সরশিপ প্রোগ্রাম চালু করে সংস্থা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করছে।

জাকাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা বিশ্বজুড়ে মুসলিম সমাজের আস্থার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবকল্যাণে কার্যকর অবদান রেখে চলেছে।

টিম স্মলের প্রার্থীদের সমর্থনে বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়

মিউজিক্যাল নাইট ছিল আনন্দে উজ্জ্বল

এম আর ফারজানা

আমেরিকায় পঞ্চাশটা স্টেট, একেক স্টেটের সৌন্দর্য একরকম। নিউজার্সি ছেড়ে এরিজোনা এসেছি চার মাস হলো। এখানে পাহাড়ে ঘেরা টুসন শহর—যেন কাছে গেলেই পাহাড় ছোঁয়া যাবে, অথচ যেতেই থাকি মাইলের পর মাইল, পাহাড় আর ছোঁয়া যায় না। আর ক্যাকটাসের ঘরবাড়ি পাহাড়ের উপর। এত বড় বড়, ঘন ক্যাকটাস আমেরিকার আর অন্য কোনো স্টেটে আছে কি না জানি না, অন্তত আমি দেখিনি। অন্যরকম সৌন্দর্য।

জীবনের পথ অচেনা, এই অচেনা পথে সময়ের হাত ধরেই আমরা ছুটে চলি। আমি নিজেও এখন এরিজোনার টুসন শহরের বাসিন্দা—যা হয়তো ছয় মাস আগেও ভাবিনি, এখানে এসে বসত গড়ব। নতুন এই শহরে গিয়েছিলাম প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিউজিক্যাল নাইট প্রোগ্রামে। সূর্য তখন তার লাল আভা ছড়িয়ে ডুবে গেছে। আর আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয়, মনে হলো বৃষ্টি বুঝি এখনই নামবে। না, বৃষ্টি আসেনি, তবে হালকা ঝিরিঝিরি বাতাসে চারপাশে এক চমৎকার পরশ বুলিয়ে দিল।

আমরা যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম মিউজিক্যাল নাইটে। সুন্দর, মনোরম পরিবেশে সবাই নিজের মতো করে উপভোগ করছিল মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগেই। চলছিল আড্ডা—যা বাংলাদেশিদের প্রাণপ্রিয়। এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি নতুন বলে অনেকে কৌতূহলী ছিলেন—কে আমি, কেন এখানে আগে দেখেনি, কত শত প্রশ্ন। তাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। ছিলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক মুস্তফা ভাই ও তার স্ত্রী শিলা ভাবী। দেখা হলো শামসুন নাহার আপা ও তাঁর স্বামী সাঈদ ভাইয়ের সঙ্গে—আমার প্রতিবেশী।

পরিচিত হলাম আরও অনেকের সঙ্গে। একটু পেছনে গিয়ে দেখলাম রাজকীয় সব খাবারের আয়োজন। এর মূল পরিচালনায় ছিলেন জিন্নাত করিম লিজা আপা, সঞ্চিতা ও সেলিনা রহমান বেবী আপা। পোলাও থেকে শুরু করে ঝাল মাংস, মুরগির রোস্ট কয়েক রকম, চটপটি, ঝাল মিষ্টি—সবই ছিল। আচার থেকে শুরু করে বাঙালি সব খাবারের আয়োজন। সত্যিই মুগ্ধ হলাম এমন আয়োজন দেখে। আমরা প্রবাসী হলেও দেশের এমন খাবার দেখে মনে হলো, দেশেই বুঝি কোনো অনুষ্ঠানে গিয়েছি।

এর মধ্যে সঙ্গিতা নামের একজন এসে বললেন, ‘চলেন, অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে।’ অনুষ্ঠানের আয়োজক মুস্তফা ভাইয়ের ভাই, যার নাম কলি—তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, পাশাপাশি গানও করেন। তিনি এসেছেন কানাডা থেকে। সঙ্গে ছিলেন এখানকার স্থানীয় শিল্পী মারিয়া, মৌলি আপা, সঙ্গিতা আপা ও আরও অনেকে। গিটারে ছিলেন সজল ভাই, মাইক্রোফোনে টুটুল ভাই।

অনুষ্ঠান চলছিল তার নিয়মেই। গান শুনছিলাম আর ভাবছিলাম—ব্যস্ততার ভিড়ে হারিয়ে যায়নি আমাদের দেশের ঐতিহ্য। দেশের গান, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক—সবই চলছিল।

রাত গভীর হতে চলল। আমার স্বামী বললেন, ‘চল, যাই।’ টুসন শহরে স্ট্রিটলাইট নেই—এটা নাকি সরকারি ভাবেই প্রচলিত। এর মূল কারণ হলো, রাতের বেলায় বিভিন্ন রকমের প্রাণী রাস্তায় বের হয়ে তাদের মতো করে চলাফেরা করে। এরা আলো দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। তাই প্রাণীদের সুবিধার জন্য রাস্তায় স্ট্রিটলাইট নেই। গাড়ির হেডলাইটেই গাড়ি চলে। এতে করে চাঁদের আলো-জ্যোৎস্না চমৎকার উপভোগ করা যায়। যদিও গতকাল আকাশে চাঁদ ছিল না, তবু উপভোগ করলাম অনুষ্ঠান আর রাতের আলো-আঁধারের খেলা।

জীবন বৈচিত্র্যময়। এক জীবনে আরও কত কী দেখার বাকি—সেই প্রত্যাশা রইল।

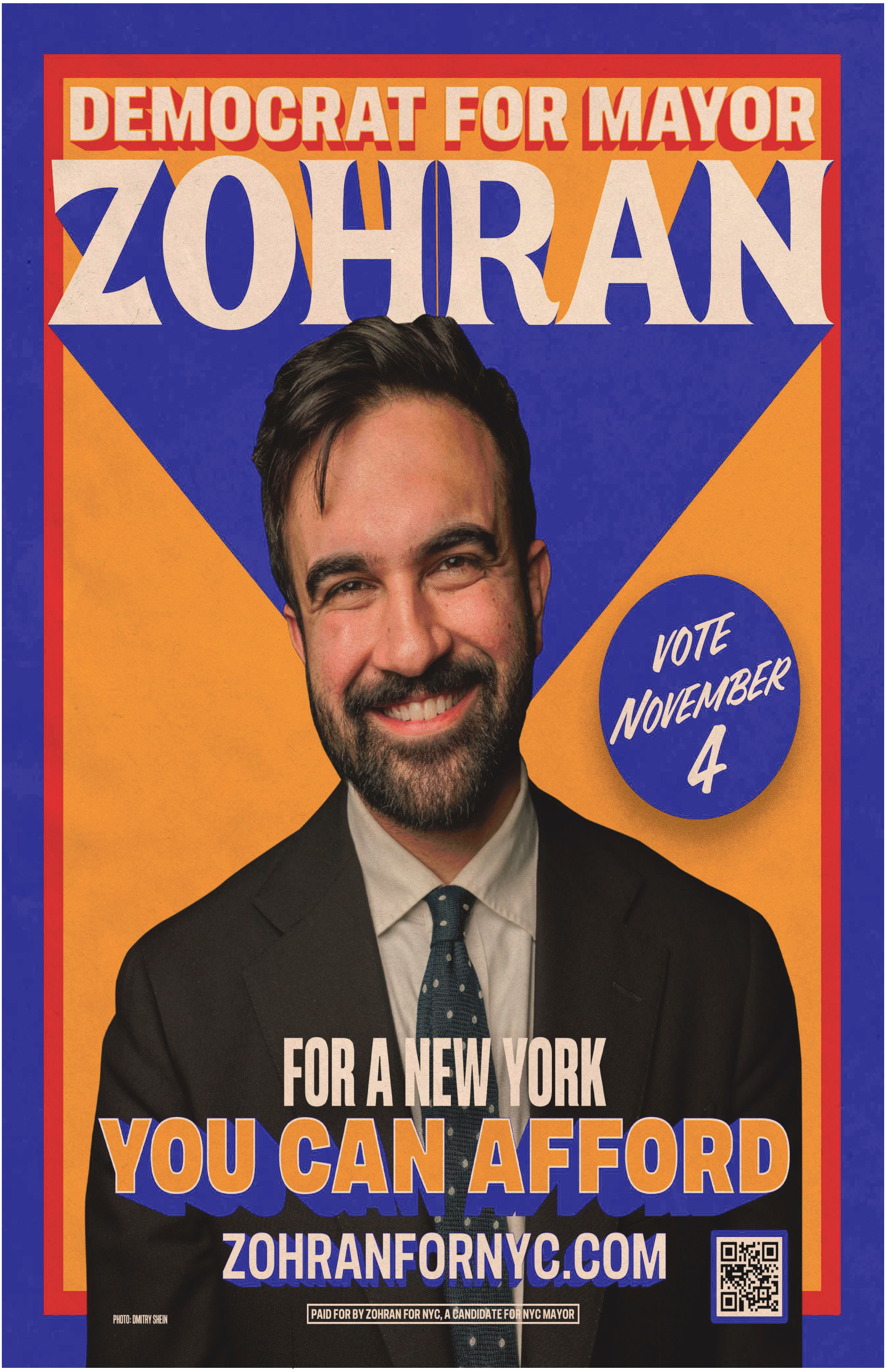
DEMOCRAT FOR MAYOR
ZOHRAN
VOTE NOVEMBER 4
FOR A NEW YORK
YOU CAN AFFORD
ZOHRANFORNYC.COM
PHOTO: DMITRY SHEIN
PAID FOR BY ZOHRAN FOR NYC, A CANDIDATE FOR NYC MAYOR

এবার জাতিসংঘের শুভেচ্ছাদূত হলেন হানিয়া আমির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরকে জাতীয় শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা 'ইউএন উইমেন পাকিস্তান'। এই দায়িত্বে পাকিস্তানজুড়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করবেন এই অভিনেত্রী; শুধু তাই নয় এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধও করবেন তিনি।

'ইউএন উইমেন পাকিস্তান' এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটি আরও জানায়, এই দায়িত্বে হানিয়া আমির তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশের নারী ও কন্যাশিশুদের কণ্ঠ আরও শক্তিশালী করবেন; লিঙ্গসমতা নিয়ে কথা বলবেন এবং সামাজিক পরিবর্তনে অনুপ্রেরণা যোগাবেন।

এ প্রসঙ্গে হানিয়া আমির বলেন, ইউএন উইমেনের জাতীয় শুভেচ্ছাদূত হিসেবে মনোনীত হওয়া আমার জন্য গভীর সম্মানের। এটি শুধু একটি উপাধি নয়, এটি এমন নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব, যাদের কণ্ঠ অনেক সময় শোনা যায় না।

এই ঘোষণা এসেছে এমন এক সময়ে, যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জনপ্রিয়তা বাড়ছে হানিয়া আমিরের। সম্প্রতিই বিনোদন ও সামাজিক উদ্যোগে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে তিনি পেয়েছেন 'গ্লোবাল স্টার অ্যাওয়ার্ড'। এছাড়াও ভারতের আসন্ন পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র 'সর্দারজি থ্রি'-এর মাধ্যমে অভিষেক ঘটেছে এই অভিনেত্রীর; সে থেকে হানিয়াকে নিয়ে আলোচনা বাড়ছে।

হানিয়াকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ করা প্রসঙ্গে ইউএন উইমেন পাকিস্তানের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জামশেদ এম. কাজি বলেন, হানিয়ার নিষ্ঠা, সাহস আর জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী ও কন্যাশিশুদের কণ্ঠ আরও জোরাল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেরি না করে হামাসকে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান মার্কিন বাহিনীর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজার বেসামরিক মানুষের ওপর সহিংসতা বন্ধ করে হামাসকে অবিলম্বে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য কমান্ড (সেন্টকম)। আজ বুধবার এক বিবৃতিতে সেন্টকমের প্রধান কমান্ডার ব্র্যাড কুপার বলেন, হামাস যেন দেরি না করে গাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর গুলি চালানো ও সহিংসতা বন্ধ করে।

ব্র্যাড কুপার আরও বলেন, 'আমরা মধ্যস্থতাকারীদের কাছে আমাদের উদ্বেগ জানিয়েছি। তাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন, যাতে শান্তিচুক্তি কার্যকর করা যায় এবং গাজার সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া যায়।' সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতির পর আগামী শুক্রবার থেকে ধীরে ধীরে গাজা উপত্যকার রাস্তায় ফের তাদের সদস্যদের মোতায়েন করছে হামাস। তবে সংগঠনটি এখনো প্রকাশ্যে নিরস্ত্রীকরণ বা ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

সেন্টকমের কমান্ডার কুপার বলেন, হামাসকে অবিলম্বে সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা মেনে চলতে হবে। তিনি হামাসকে শান্ত থেকে দ্রুত অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার

WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING

Dr. Gee Cee Pat
Vice President

Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President

We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.

Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254

Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

তরুণদের আন্দোলনের মুখে দেশত্যাগ করলেন মাদাগাস্কার প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা

বিশেষ প্রতিনিধি

আন্দ্রি রাজোয়েলিনা

মাদাগাস্কারে চলমান রাজনৈতিক সংকট নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা সোমবার রাতে ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। সামরিক বিদ্রোহ ও প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় জানান। তবে তিনি পদত্যাগ করেননি বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জেনারেশন জেড (Gen Z) নেতৃত্বাধীন ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলনের মুখে ছিলেন রাজোয়েলিনা। দুর্নীতি, বেকারত্ব ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রতিবাদে তরুণদের এই আন্দোলন শনিবার নতুন মোড় নেয়, যখন একটি অভিজাত সেনা ইউনিট বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়।

ঘটনার পরপরই রাজোয়েলিনা অভিযোগ করেন, "দেশে বেআইনি উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে।" তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা বিপন্ন হচ্ছে।" এরপরই নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করেন বলে তার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে।

রাজধানী আন্তানানারিভোতে রবিবার রাতে সেনাবাহিনীর দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ মুখোমুখি অবস্থার খবর পাওয়া গেছে। সরকারি স্থাপনার চারপাশে টহল জোরদার করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলো সেনাদের আন্দোলনপন্থী অংশের প্রতি সমর্থন জানালেও, প্রেসিডেন্টের দেশত্যাগ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

৫১ বছর বয়সী আন্দ্রি রাজোয়েলিনা একসময় ছিলেন পেশাদার ডিজে। ২০০৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্ক রাভালোমানানাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন তিনি। ২০১৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় ফেরেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জীবনযাত্রার মান অবনতি ও রাজনৈতিক দমননীতির অভিযোগ ব্যাপকভাবে উঠেছে।

আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আঞ্চলিক দেশগুলো ইতোমধ্যে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং সংলাপের মাধ্যমে সংকট নিরসনের তাগিদ দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, মাদাগাস্কার এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে—যেখানে হয়তো সংলাপের মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক

গাজায় যুদ্ধ শেষ, শান্তি স্থাপনে আমি পারদর্শী: ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তিনি 'শান্তি স্থাপনে পারদর্শী।' গাজায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে' এবং 'ইহুদি, মুসলিম ও আরব—সবাই খুশি।'

স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ওয়াশিংটন থেকে ইসরায়েলের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ট্রাম্প বলেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এটা আপনা জানানে। এখন এক বিশেষ সময় আসছে। সবাই একসঙ্গে উল্লাস করছে—এটা আগে কখনো ঘটেনি। এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারা আমার জন্য গর্বের। আমরা দারুণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাব।'

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তি উদ্‌যাপনে ট্রাম্প এখন মধ্যপ্রাচ্যের পথে। তিনি আরও বলেন, 'সবাই এখন খুশি—ইহুদি, মুসলিম বা আরব—সবাই। ইতিহাসে এটাই প্রথমবার, সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। আমরা ইসরায়েলের পর মিশরে যাচ্ছি, সেখানে খুব শক্তিশালী, ধনী ও প্রভাবশালী দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করব। তারা সবাই এই চুক্তির অংশ হতে চায়।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এক প্রতিবেদক জানান, গাজায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান—দুই পক্ষের কাছ থেকেই প্রশংসা পাচ্ছেন।

ফ্রাংকলিন টাউনশিপে পুনর্নির্বাচনের লড়াইয়ে ডেপুটি মেয়র শিফা উদ্দিন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউজার্সির ফ্রাংকলিন টাউনশিপের বর্তমান ডেপুটি মেয়র শিফা উদ্দিন আসন্ন ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর সেন্ট্রাল নিউজার্সির এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয় তার নির্বাচনী ফান্ডরেইজিং ডিনার। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতা, নারী সংগঠক, তরুণ ভোটার এবং সমর্থকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বক্তারা বলেন, ডেপুটি মেয়র শিফা উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে সততা, নিষ্ঠা ও জনসেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করে আসছেন। স্থানীয় উন্নয়ন, নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসিত। তার নেতৃত্বে ফ্রাংকলিন টাউনশিপে কমিউনিটি সম্প্রীতি ও নাগরিক অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হয়েছে।

শিফা উদ্দিন উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই সমর্থন আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আমি বিশ্বাস করি জনগণের ভালোবাসা ও আস্থা নিয়েই আগামীর পথে এগিয়ে যেতে পারব। আমার লক্ষ্য ফ্রাংকলিনকে আরও সুন্দর, নিরাপদ ও অংশগ্রহণমূলক শহর হিসেবে গড়ে তোলা।"

ফান্ডরেইজিং ডিনারে নিউজার্সির প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি, দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা, এবং শিফা উদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সবাই তার নির্বাচনী সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানান।

নিউজার্সির রাজনীতিতে উদীয়মান তারকা শিফা উদ্দিন প্যাটার্সনে জন্ম ও বেড়ে উঠেছেন। তার বাপের বাড়ি মৌলভীবাজারে, আর বৈবাহিক সূত্রে তিনি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর গ্রামের বধূ। স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্ব ও প্রবাসী কমিউনিটির সক্রিয় ভূমিকার অনন্য উদাহরণ হিসেবে শিফা উদ্দিন এখন সবার কাছে পরিচিত মুখ।

জর্জিয়া মেলোনিকে হঠাৎ 'সুন্দরী' বলে প্রশংসা ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে 'সুন্দরী নারী' বলে সম্বোধন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত সোমবার মিসরের অবকাসযাপনকেন্দ্র শারম আল শেখে আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় মেলোনির দিকে ফিরে এ কথা বলেন ট্রাম্প।

গাজা যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্প এবং মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির নেতৃত্বে সোমবার শারম আল শেখে আলোচনায় বসেছিলেন ২০টির বেশি দেশের নেতারা। সেখানে উপস্থিত একমাত্র নারী সরকারপ্রধান ছিলেন মেলোনি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে নিজের প্রচেষ্টা নিয়ে সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ট্রাম্প তাঁর পেছনে অন্যান্য নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা মেলোনিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে আপনি যদি কোনো নারীকে সুন্দরী বলেন, আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আমার সুযোগ নিতে চাই।'

এরপর ট্রাম্প মেলোনির দিকে ঘুরে বলেন, 'যদি আমি আপনাকে বলি, আপনি সুন্দরী, আপনি নিশ্চয়ই রাগ করবেন না, তাই না? কারণ, আপনি তা–ই।'

ওই সময় ৪৮ বছর বয়সী মেলোনিকে হাসতে এবং মাথা নাড়তে দেখা যায়।

ট্রাম্প ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে 'অসাধারণ' নেতা বলেও বর্ণনা করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ইতালিতে তিনি (মেলোনি) খুবই সম্মানিত। তিনি একজন খুবই সফল রাজনীতিক।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির নথিতে সোমবার ট্রাম্প এবং অন্য দেশের নেতারা স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত নথি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য জানা যায়নি। স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, 'এটি (যুদ্ধবিরতি) কার্যকর থাকবে।'

এই নভেম্বরে, সিটি সনদ তথা নিউ ইয়র্ক সিটির স্থানীয় সরকারের "সংবিধান"-এর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বিষয়ে আপনার ব্যালটের পেছনের পাতা দেখুন ও ভোট দিন!

→ সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প দ্রুততর করা

→ ছোট আকারের প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সহজীকরণ

→ সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পের জন্য আপিল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা

→ শহরের একটি ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করা

→ স্থানীয় নির্বাচনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছরে স্থানান্তর করা

NYC
Charter Revision Commission

আরও জানতে দেখুন:
CHARTER.NYC

আগাম ভোট দেওয়া যাবে 25 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত। মূল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে 4 নভেম্বর। ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হোন এবং VOTE.NYC ওয়েবসাইট থেকে আপনার ভোট কেন্দ্রটি খুঁজে নিন।

অটো-হোম ও হেলথ ইন্স্যুরেন্স রেট বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে ‘কার’

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে অটো, হোম ও হেলথ ইন্সুযরেন্সের আকাশচুম্বি মূল্যবৃদ্ধি এখন সাধারণ মানুষ ও ইমিগ্রান্ট পরিবারের জীবনে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই ব্যয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে মাঠে নেমেছে নাগরিক সংগঠন সিটিজেন্স ফর এফোর্ডেবল রেটস (কার)। যারা নিউইয়র্কবাসীর পক্ষে সাশ্রয়ী ইন্সুযরেন্স রেটের দাবি তুলছেন।

সম্প্রতি সংগঠনটি গভর্নর ক্যাথি হকুলসহ স্টেট সিনেটর ও এসেম্বলি সদস্যদের কাছে এক জরুরি আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তাদের অভিযোগ, নিউইয়র্কে বর্তমানে গড় অটো ইন্সুযরেন্স প্রিমিয়াম বছরে ১,৭০০ ডলার ছাড়িয়েছে। যা জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। একইভাবে বাড়ি ও স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়ামও বেড়ে চলেছে, যা নাগরিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে।

কারের মুখপাত্র হোজে বেয়োনা বলেন, প্রতিদিনই আমরা দেখছি, আমাদের পাড়ার পরিবারগুলো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। একজন মা তার গাড়ির ইন্সুযরেন্স প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অথচ সেই গাড়িটিই তার সন্তানদের স্কুল বা ডাক্তারের কাছে নেওয়ার একমাত্র উপায়। তিনি আরও বলেন, অলবেনি যখন এই ইস্যুতে নীরব, তখন ওয়ার্কিং ফ্যামিলিগুলোর আমেরিকান ড্রিম দূর অপ্রাপ্য হয়ে পড়ছে।

এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে নিউইয়র্কের ছয়টি প্রভাবশালী দক্ষিণ এশীয় সংগঠন, যারা হাজার হাজার ইমিগ্রান্ট ও শ্রমজীবী পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করে—

বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস: ব্রুকলিনভিত্তিক সংগঠনটি স্বল্প আয়ের বাংলাদেশি পরিবারদের ইএসএল ক্লাস, আফটার স্কুল প্রোগ্রাম, ন্যাচারালাইজেশন কোর্স ও সাশ্রয়ী আবাসন সহায়তা দিয়ে আসছে।

কাউন্সিল অব পিপলস অর্গানাইজেশন: বছরে প্রায় ৪৫,০০০ পরিবার ও ২৭,০০০ ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করে সাউথ এশিয়ান ও মুসলিম কমিউনিটিকে শক্তিশালী করছে।

হিউম্যান সাপোর্ট কোয়ালিশন: আর্থিকভাবে দুর্বল বাংলাদেশি পরিবারগুলোকে সহযোগিতা দিচ্ছে।

ইন্ডিয়া হোমস ইনক: কুইন্সে ভারতীয় ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত সিনিয়র নাগরিকদের সামাজিক, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করছে।

প্রজেক্ট নিউইয়র্কার: সাদার্ন কুইন্সে দক্ষিণ এশীয় ইমিগ্রান্টদের চাকরি প্রশিক্ষণ, আর্থিক শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

সখী ফর সাউথ এশিয়ান উইমেন: গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার নারীদের নিরাপত্তা, ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন ও অ্যাডভোকেসি সার্ভিস প্রদান করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্রমবর্ধমান ইন্সুযরেন্স খরচের কারণে সাধারণ মানুষ এখন দ্বিধায় পড়ছেন—গাড়ির প্রিমিয়াম দেবেন, নাকি পরিবারের জন্য গ্রোসারি কিনবেন। ছোট ব্যবসায়ীরাও বিপাকে পড়েছেন, কারণ বাণিজ্যিক ইন্সুযরেন্সের দামও বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে।

প্রোপার্টি ইন্সুযরেন্স রেট বৃদ্ধির কারণে বাড়িভাড়া ও মর্টগেজ পেমেন্টেও অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এখন অনেক ভাড়াটেকে ১০–১৫% পর্যন্ত ইন্সুযরেন্স খরচ ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হচ্ছে।

সিটিজেন্স ফর এফোর্ডেবল রেটস জানিয়েছে, তারা নীতিনির্ধারক, কমিউনিটি সংগঠন ও সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজতে কাজ করছে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করা যেতে পারে তাদের ওয়েবসাইটে: citizensforaffordablerates.com।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাটডাউনে সপ্তাহে ক্ষতি ১৫ বিলিয়ন ডলার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্কট বেসেন্ট

দুই সপ্তাহ ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের শাটডাউন তথা অচলাবস্থা দেশের অর্থনীতিতে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাতে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের এক কর্মকর্তা এই তথ্য জানিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা ট্রেজারি সেক্রেটারি তথা মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্টের আগের বক্তব্য সংশোধন করেছে। বেসেন্ট বলেছিলেন প্রতিদিনই ১৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হচ্ছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, স্কট বেসেন্ট বুধবার দুটি অনুষ্ঠানে ভুল ওই হিসাব তুলে ধরেন। তিনি সেখানে বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির উদ্দেশে বলেন, তারা যেন ‘নায়ক’ হয়ে রিপাবলিকানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাটডাউন শেষ করেন।

বেসেন্টের বক্তব্যের সংশোধনী দিয়ে ট্রেজারি বিভাগের ওই কর্মকর্তা জানান, ক্ষতির এই হিসাব হোয়াইট হাউসের কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্সের এক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

এক সংবাদ সম্মেলনে বেসেন্ট বলেন, শাটডাউন এখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ‘মূল কাঠামোতেও আঘাত করতে’ শুরু করেছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যে বিনিয়োগের ঢল নেমেছে—বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই)—তা এখনো টেকসই এবং আরও বাড়ছে, কিন্তু ফেডারেল সরকারের শাটডাউন এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেসেন্ট বলেন, ‘বাজারে চাহিদা আছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট (ডোনাল্ড) ট্রাম্প তাঁর নীতির মাধ্যমে এক বিশাল উত্থান ঘটিয়েছেন। এখন আমাদের পথের একমাত্র বাধা হলো এই সরকার অচলাবস্থা।’ তিনি বলেন, রিপাবলিকান কর আইন ও ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কনীতি বিনিয়োগের এই উত্থান অব্যাহত রাখবে এবং প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

আটলান্টিক সিটিতে সোহেল ও সুব্রতের সমর্থনে নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সোহেল আহমদ এবং স্কুল বোর্ডের প্রার্থী সুব্রত চৌধুরীর সমর্থনে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৪ নভেম্বর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে স্থানীয় বেংগল ক্লাবের মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করে বেংগল ক্লাব। এতে নিউ জার্সির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি (বিএএসি)সহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বেংগল ক্লাবের সভাপতি রানা কবির এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কাজল সরকার। এতে বক্তব্য দেন বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, বিএএসি সভাপতি শহীদ খান, আনিসুর রহমান জুয়েল, লিখন কাজী, আলী চৌধুরী তাননু, ফরহাদ সিদ্দিকী, শাহরুর রেজা চৌধুরী, সুরজিত চৌধুরী, কুতুবউদ্দীন এমরান, শাহরিয়ার আহমদ, শামসুল ইসলাম শাহজাহান, সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া, আব্দুর রফিক, আরিফ লেমন, আসিফ আনোয়ার, রহমান বাবুল, হেলাল হাসান, সুব্রত চৌধুরী ও সোহেল আহমদ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে সোহেল আহমদ ও সুব্রত চৌধুরীসহ টিম স্মলের প্রার্থীদের পক্ষে আটলান্টিক সিটিতে ইতোমধ্যেই জনজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই জনজোয়ারকে কাজে লাগিয়ে আগামী নির্বাচনে টিম স্মল ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় জানানো হয়, টিম স্মলের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, টিম স্মল প্যানেল থেকে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বর্তমান মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র। কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে রয়েছেন প্যাটিসিয়া বেইলি, স্টিফেনি মার্শাল ও সোহেল আহমদ। আর আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন সুব্রত চৌধুরী, ক্যাশওয়ান ম্যাকেনলে ও হালিশা ব্রিজারস।

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত, ট্রাম্পের দাবির জবাব দিল নয়াদিল্লি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে ট্রাম্পের দাবির জবাবে নয়াদিল্লি জানিয়েছে, অস্থির জ্বালানি বাজারে ভারতীয় ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই সব সময় ভারতের প্রধান অগ্রাধিকার।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ভারত তেল ও গ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমদানিকারক দেশ। অস্থির জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতীয় ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই আমাদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার। আমাদের আমদানি নীতি সম্পূর্ণভাবে এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্থিতিশীল জ্বালানি মূল্য ও নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করাই আমাদের জ্বালানি নীতির দুটি প্রধান লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে—জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য আনাসহ বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী জ্বালানি সংগ্রহের পরিসর বাড়ানো।’

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরাম ইন্‌ক ইউএসএ

সংবর্ধনা

তারিখ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
সময় : বিকাল ৪টা
স্থান : জুইশস সেন্টার
জ্যাকসন হাইটস ৩৭-০৬, ৭৭ষ্ট্রিট

সুধী,
আসছে ১৮ অক্টোবর শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটস জুইশস সেন্টারে (৩৭-০৬, ৭৭ষ্ট্রিট) বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক জনাব মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী'র এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে আপনার উপস্থিতি কামনা করছি।

নিবেদনে

ফখরুল আলম
আহ্বায়ক, ৯১৭-৭১৪-২৩৬০

সামছুদ্দীন আহমেদ শামীম
কোঅর্ডিনেটর, ৬৪৬-২৬০-৪২১২

সারোয়ার হোসাইন
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৩৪৭-৩৫০-৪৯৯৯

যোগাযোগ: আজহারুল হক মিলন ৩৪৭-৮৬৩-৮৯৭১, আবু নাসের ৬৪৬-২৪৭-২৬৫৭, আহসান হাবীব ৭১৮-৬৮৭-২৪৭০, সাকির মজুমদার ৩৪৭-৪৩৫-৮০০৮, প্রফেসার মনির হোসেন খান ৯১৭২৯৩-৯৮৮৪, শেখ শাহজাহান ৬৪৬-২৬৭-৫১৩৯, নাদির সরকার ৩৪৭-৯৪৪-৭৬৪০, আবদুল মতিন ৬৪৬-৩৮৮-২২২৯, শাহ মোয়াজ্জেম ৩৪৭-৬৬৬-৭৭৬৭, আনজম সিদ্দিকী রাফি ৭১৮২০০-৬৪৩৪, আবুল কাশেম রাজু ৩৪৭-২৪১-৯৫২৬

শিক্ষানুরাগী নিউইয়র্ক প্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী সমাজ সেবায় এক অনন্য নাম

একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সন্তান হয়ে নিজ এলাকায় উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচনের নেশায় যিনি প্রবাসে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছেন আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি হলেন, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার কৃতিসন্তান নিউইয়র্ক প্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী। প্রবাসে থেকেও নিজের জন্মভূমির উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছয় হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তিনি প্রায় পাঁচ একর জমি দান করেছেন, যা তাঁর দেশপ্রেম ও সমাজসেবার প্রতীক। মূল প্রতিষ্ঠানগুলো হল, ধাণ্যদৌল আবদুর রাজ্জাক খান চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়, মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আবদুল মতিন খসরু মহিলা কলেজ, আশেদা জোবেদা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মুমু রোহান চাইল্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুল। প্রবাস জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্য মোশারফ হোসেনের জীবন সংগ্রামের গল্প অনুপ্রেরণাদায়ক। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ১৯৮৩ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি জীবিকার সন্ধানে কাতার যান। এরপর ১৯৮৯ সালে নিউইয়র্কে পাড়ি জমান এবং জীবিকার প্রয়োজনে ট্যাক্সিক্যাব চালানো, নিউইয়র্কে রাস্তার পাশে ফল বিক্রিসহ বিভিন্ন ধরনের ছোটখাটো কাজ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান চালু করেছেন। তবে তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান বাংলাদেশেই থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি এখানে একা কোনোরকমে থাকি। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে গেলে খরচ বেড়ে যেত। তা ছাড়া গ্রামে যে কাজগুলো করছি, সেগুলো করা সম্ভব হতো না।' তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিবার ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শিক্ষা ও সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মোশারফ হোসেন খাঁন চৌধুরী শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই নয়, নিজ খরচে দুটি গ্রন্থাগারও

প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া ঈদগাহ, কবরস্থান, মসজিদের, উন্নয়নেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

ডায়াবেটিস হাসপাতাল তৈরির জন্য তিনি জমি কিনে দিয়েছেন। বর্তমানে এটি একটি পূর্নাঙ্গ ডায়াবেটিস হাসপাতাল। গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনটনের কারণে যাতে লেখাপড়া থেকে পিছিয়ে না পড়ে, সে জন্য তিনি একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন, যা থেকে নিয়মিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণপাড়ার শ্রীশ্রী কালীমন্দির জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল এবং উপাসনা ব্যাহত হচ্ছিল। মন্দির চত্বরে থাকা শতবর্ষী বটগাছটি ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করে মন্দির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হলে মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী দ্রুত মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এক লাখ টাকায় গাছটি কিনে আবার মন্দিরকেই দান করেন। মন্দির রক্ষা কমিটির সভাপতি তপন কান্তি দেব বলেন, 'এই গাছটি এখন তার আয়ুষ্কাল অবধি বেঁচে থাকবে। এলাকার হিন্দু-মুসলিম সবাই মোশারফ হোসেন খাঁন চৌধুরীর এই মহৎ উদ্যোগের কথা মনে রাখবেন।' সম্মান ও স্বীকৃতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ নিয়ে গেলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কারণ, সবাই জানেন, তিনি প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ নিঃস্বার্থভাবে দেশের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে ব্যয় করছেন। কুমিল্লা ব্রাহ্মণপাড়ার মানুষ তাঁর অবদান স্বীকার করেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। রাজনৈতিক বিষয়ে জানতে চাইলে, পঞ্চাশোর্ধ্ব মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী বলেন, 'রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই। আমার জেলা ও জন্মভূমি ব্রাহ্মণপাড়ার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। প্রবাসে থেকেও নিজের জন্মভূমির উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী। শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা এবং সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান সত্যিই অনুকরণীয়। তাঁর মহৎ উদ্যোগ ও সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড ব্রাহ্মণপাড়ার মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health

FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

চাঁদপুর সোসাইটি মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসির পিকনিক

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রকৃতির সান্নিধ্যে হাসি-আনন্দে ভরপুর এক দিন কাটালেন চাঁদপুর সোসাইটি মেট্রো ওয়াশিংটন ডিসির সদস্য ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত ৪ অক্টোবর (শনিবার) যুক্তরাষ্ট্রের ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির বারকলেক পার্কে অনুষ্ঠিত হয় সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন। সকাল ১১টায় সেক্রেটারি তুহিন ইসলাম ও প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুস সাত্তারের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে পিকনিকের সূচনা হয়।

প্রায় ছয় শতাধিক প্রবাসীর অংশগ্রহণে দিনভর চলা এ আয়োজনে ছিল দেশীয় খাবার, গান, খেলাধুলা ও আড্ডার প্রাণবন্ত আয়োজন। শুরুতে পেঁয়াজু, মুড়ি, বুট, দুধ-চা ও কফির আয়োজন ছিল বাঙালিয়ানা আবহে। দুপুরে পরিবেশন করা হয় চাঁদপুরের ইলিশ ভাজা, গরুর মাংস, মুরগির রোস্ট, সবজি ও পায়েস-পিঠা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলতে থাকে পেঁয়াজু ভাজার উৎসব।

শিশুদের খেলা, ফুটবল পেনাল্টি, বালিশ দৌড়সহ নানা বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সংগীতশিল্পী সোহেব রহমান ও জহিরের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা সবার মন জয় করে নেয়। বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী ও রাফেল ড্র অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেক্রেটারি তুহিন ইসলাম ও সহ-সেক্রেটারি মাসুদ খান। পিকনিকের সফল আয়োজনের জন্য সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুস সাত্তার সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতারণা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া ফোন ধরতেই জিতলেন ১২ কোটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের ওয়েস্টল্যান্ডের ৬৫ বছর বয়সী ভ্যালেরি উইলিয়ামসের কাছে লটারি সংস্থা থেকে বারবার ফোন আসছিল। তিনি প্রতিবারই সেগুলোকে প্রতারণার কল (স্ক্যাম) ভেবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একবার ফোন ধরতেই তিনি অবাক হয়ে যান।

তিনি জানতে পারেন, তিনি এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার জেতার একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাতে তিনি সফল হয়েছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই লটারিতে তিনি প্রায় ১২ কোটি ১ লাখ ৮০ হাজার ৯৩১ টাকা জিতেছেন। ভ্যালেরি উইলিয়ামস নিয়মিত লটারি কাটতেন, কিন্তু বারবার হেরে যাওয়ায় হতাশ ও বিরক্ত হয়ে তিনি লটারি সংস্থার কোনো ফোনই আর ধরছিলেন না।

ওই বৃদ্ধা একটি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, লটারি সংস্থা থেকে বারবার ফোন এলেও তিনি সেগুলোকে প্রতারণা ভেবে ধরতেন না। কয়েকদিন আগে আবার ফোন এলে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তিনি ফোনটি ধরেন।

তখন তাকে বলা হয় যে, তিনি ১ মিলিয়ন ডলার জেতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথমে তিনি এটি বিশ্বাস করেননি। পরে অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ডেট্রয়েটের কমেরিকা পার্কে লটারি সংস্থার একটি প্রতিযোগিতায় ডাকা হয় বৃদ্ধাকে।

ওই নারী জানান, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু পরে দেখেন বিজয়ীদের তালিকায় তার নাম উঠেছে। এত বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে কী করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি এখনো এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। কী করব জানি না। তবে আপাতত স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি।'

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE MOBILE | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

চীনের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আগামী মাস থেকে চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিরল খনিজ রপ্তানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করায় এমন ঘোষণা দেন তিনি। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে এ ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

শুক্রবারের পোস্টে তিনি চীনের এই সপ্তাহে বিরল খনিজ রপ্তানির নিয়ম কঠোর করার পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া জানান। অভিযোগ করেন, বেইজিং অত্যন্ত বৈরী হয়ে উঠছে এবং বিশ্বকে বন্দি করে রাখার চেষ্টা করছে।

তিনি হুমকি দেন যে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক থেকে তিনি সরে আসতে পারেন। পরে তিনি বলেন যে, তিনি বৈঠক বাতিল করেননি। তবে 'আমাদের সেই বৈঠক হবে কি না, তা জানি না।' হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি যেভাবেই হোক বৈঠকে থাকব।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প আরও বলেন, ১ নভেম্বরের মধ্যে 'সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার'-এর ওপর নতুন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ জারি করা হবে—যা বর্তমান শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার নয় দিন আগে কার্যকর হবে।

ট্রাম্পের এসব মন্তব্যের পর মার্কিন শেয়ার বাজারে ব্যাপক পতন ঘটে। এপ্রিলের পর এটিই ছিল সবচেয়ে বড় পতন।

গাড়ি, স্মার্টফোন এবং অন্য আরও কিছু পণ্য তৈরিতে বিরল খনিজ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদান উৎপাদনে চীনের আধিপত্য রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্প যখন চীনের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। তখন বেইজিং তাদের বিরল খনিজ রপ্তানিতে কঠোরতা আরোপ করে। যেসব মার্কিন সংস্থা এ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল তারা এতে শঙ্কা প্রকাশ করে। এমনকি গাড়ি নির্মাতা ফোর্ডকে তাদের উৎপাদন কয়েকদিন বন্ধ রাখতে হয়।

বিরল খনিজ রপ্তানিতে কঠোরতার পাশাপাশি চীন মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কোয়ালকমের বিরুদ্ধে একচেটিয়ার ব্যবসার তদন্ত শুরু করেছে। এতে করে আরেকটি চিপ তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান কেনার যে প্রক্রিয়া কোয়ালকম চালাচ্ছিল সেটি থমকে যেতে পারে। যদিও কোয়ালকম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাদের ব্যবসার বড় একটি অংশ চীনে রয়েছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই-বেডরুম, এক-বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া only for Family (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে. Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 or 347-394-9554

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাফেলোতে বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২ ফ্লোরে, ৩ বেড রুম, বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউ ওয়াক। বাংলাগুসারী, মসজিদ, বাস স্টপ সবকিছু অতি নিকটে। **যোগাযোগ-৯২৯৩২৮৫০৪২**

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

রুম শেয়ার

এলমহার্স্টে এপার্টমেন্টের একটি রুম দুইজন শেয়ার করে থাকার সুযোগ আছে। 929-395-4019, 347-353-2544

রুম ভাড়া

জামাইকা হিলসাইড ১৬৮ এ, সুন্দর পরিবেশে ১ জন ৪৫ উর্ধ্ব বয়স্ক চাকুরিজীবী ভদ্র মহিলার কাছে একটি ফুল ফার্ণিশড রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ করুন - ৯১৭ ৭১৭ ৯২০৯

শেফ আবশ্যক

কুইন্সের একটি স্বনামধন্য পার্টি হল ও রেষ্টুরেন্টের জন্য জরুরিভিত্তিতে কাজ জানা একজন শেফ আবশ্যক ।
যোগাযোগ (917) 362-1336

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL

CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

THE WALL STREET JOURNAL. WSJ

ওয়াল স্ট্রিটে ঐতিহাসিক পতন

ট্রাম্প আমলে শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বৈঠক বাতিল এবং শুল্ক বাড়ানোর হুমকির জেরে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বড় ধস নেমেছে।

আমেরিকার শেয়ারবাজারগুলো ব্যাপক পতনের মুখে পড়ে সপ্তাহজুড়ে অর্জিত সব মুনাফা হারিয়েছে। এই ঐতিহাসিক পতন ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে সর্ববৃহৎ ধস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক বাতিলের ঘোষণা এবং 'ব্যাপক মাত্রায় শুল্ক বৃদ্ধি'র হুমকির পরই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার দিনের শেষে ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান সূচকগুলো এপ্রিল মাসের পর সবচেয়ে দ্রুত পতনের মুখে পড়ে এবং সপ্তাহের সমস্ত লভ্যাংশ মুছে যায়। এই পতনের মূল কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে পুনরায় বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

এর আগে, ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে জানান, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তিনি অ্যাপেক সম্মেলনের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমদানি করা চীনা পণ্যের ওপর 'বৃহৎ মাত্রার শুল্ক' আরোপ করার বিষয়টি প্রশাসনের বিবেচনায় রয়েছে।

ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরই বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা জোরদার হয় এবং বৈশ্বিক বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট

মার্কিন সেনাবাহিনীকে বিস্ফোরক সরবরাহ করা কোম্পানিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসে একটি বিস্ফোরক কোম্পানিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ১৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে তারা সবাই প্রাণ হারিয়েছেন। কোম্পানিটি মার্কিন সেনাদের বিস্ফোরক সরবরাহ করত।

বার্তাসংস্থা এপি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) 'অ্যাকুরেট এনার্জিটিক সিস্টেম' নামে ওই কোম্পানিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তাদের ১৩০০ একরের ক্যাম্পাসের একটি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধসে গেছে। বিস্ফোরণের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, এটি কয়েক মাইল দূরের বাড়িঘরেও অনুভূত হয়েছে।

বিস্ফোরণস্থল বিস্ফোরকে বোঝাই থাকায় সেখানে উদ্ধারকারীরা প্রথমে যাননি। তাদের আশঙ্কা ছিল আবারও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারে।

টেনিসের হাম্পফ্রিস কাউন্টির নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ক্রিস ডেভিস বলেছেন, "বলার কোনো ভাষা নেই। এটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।" তিনি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে সংখ্যাটি কত সেটি প্রকাশ করেননি।

কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে বলা আছে, তারা সেনাবাহিনী, অ্যারোস্পেস এবং ভবন ভাঙার কাজে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিস্ফোরক সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া বিদেশি সেনাবাহিনীও এসব বিস্ফোরক ব্যবহার করে। বাকসনোর্ট শহরের বনাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায় তাদের কোম্পানি অবস্থিত। সেখানে আটটি ভবন ছিল। এগুলো নাসভিলের দক্ষিণপূর্বের ৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

পাবলিক নথি থেকে জানা গেছে, অ্যাকুরেট এনার্জিটিক সিস্টেম বিস্ফোরক ও অস্ত্র তৈরির বেশ কয়েকটি সামরিক চুক্তি পেয়েছে। যেগুলো বেশ পুরোনো।

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড গির্জায় পুলিশের অভিযান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অভিযান চালিয়ে চীনের অন্যতম বৃহৎ এক আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চের বেশ কয়েকজন পাদ্রিকে আটক করেছে পুলিশ। চার্চের এক মুখপাত্র ও আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২০১৮ সালের পর চীনের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এটিই সবচেয়ে বড় দমন অভিযান।

চীনে আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চ বলতে বোঝানো হয়, সেসব ক্যাথলিক চার্চকে, যারা রাষ্ট্র অনুমোদিত ক্যাথলিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়।

গত সপ্তাহে বেইজিং বিরল খনিজ রপ্তানিতে নতুন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গির্জায় এই অভিযান চালানো হয়।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

দল নয় ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে এবারের নির্বাচনে: কাকন রেজা

টক অব দা উইক

ফরিদা ইয়াসমীন

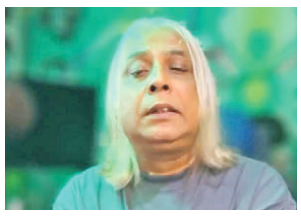

সাংবাদিক কলামিস্ট কাকন রেজা

৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আয়োজিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দা উইক'-এ এবারের অতিথি ছিলেন সাংবাদিক, কলামিস্ট কাকন রেজা। 'কেমন আছে বাংলাদেশ'-পর্বে সমসাময়িক পরিস্থিতি, রাজনীতি, নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

উপস্থাপনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন, পরিচালনায় এইচ বি রিতা।

শুরুতেই, আসন্ন নির্বাচনে ২২টি নির্বাচনী দলের ইসির কাছে নিবন্ধন চাওয়া নিয়ে জানতে চান ফরিদা ইয়াসমীন।

কাকন রেজা বলেন, "আমাদের দেশে বামপন্থী দলগুলো অনেক দলে বিভক্ত। দলগুলো যেন শেয়ালের মাথা হতে চায় সিংহের লেজ হতে চায় না। সিংহের লেজ দেখলেও মানুষ একটু ভয় পায় কিন্তু শেয়ালের মাথা দেখলেই মানুষ তাকে মারতে আসে। আমাদের দেশে সেই ভালো উদাহরণটা নাই, তারা সবাই শেয়ালের মতো চতুর হতে চায়। যার কারণে দলগুলো বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে।"

তিনি বলেন, "ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা কিন্তু দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি সেরকম কিছু বলছে না। ২৪ এর আন্দোলনের পর মানুষের মন মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। মানুষ এখন শুধু দলকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা করছে না। মানুষ এখন ব্যক্তির ভালো-মন্দ দেখে ভোট দেয়ার চিন্তা করছে। সে কারণেই হয়তো নতুন দল গঠন হচ্ছে, কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন একটা নতুন দল গঠন করি। হয়তো আমাদের দল থেকে ভালো কেউ নির্বাচিত হতেও পারেন। সেই চিন্তা থেকেই ২২ দলের নিবন্ধনের ব্যাপারটি আসতে পারে।"

প্রথম আলোর শিরোনাম ছিল 'কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিয়ে কি ভাবছে ইসি?' দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ মানে কি ভোট দেয়াও নিষেধ-এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও ভোটারদের ভোট দেয়া কেউ বন্ধ রাখতে পারবেনা।"

এ প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন দলের বিভিন্ন সময়ে বন্ধ হওয়ার কথা বলেন এবং প্রশ্ন রাখেন সেসব ভোটার কি ভোট না দিয়ে বসে ছিল?

নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ভোটারদের ভোট এবার কোন দিকে যেতে পারে-এ প্রসঙ্গে কাকন রেজা বলেন, "আমরা যদি বিগত দিনের নির্বাচ গুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, আওয়ামী লীগের ভোট খুব একটা বেশি না। ১৫ থেকে ২০ পার্সেন্ট ছিল তাদের ভোট। সাধারণ মানুষের ভোট উঠানামা করে। কাজেই যারা ত্যাগী আওয়ামীলীগার, তারা ছাড়া বাকিদের ভোট ভাগাভাগি হবে। আমজনতা ভালো প্রার্থী খুঁজবে ভোট দেয়ার জন্য।"

জুলাই সনদের ব্যাপারে তিনি বলেন, ১৫ অক্টোবর সাক্ষর হতে পারে।

এ ব্যাপারে তিনি এনসিপির সমালোচনা করে বলেন, যাদের হাত ধরে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আজ তারাই বলছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান। অথচ সে সময় বিপ্লবের সব কিছুই সংগঠিত হয়েছে।

অক্টোবরের প্রথম ৭ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৬৯ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৯ কোটি ৮৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক লক্ষণ বলে মনে করেন কাকন রেজা।

তিনি বলেন, "অর্থনীতির এই ধারাকে বিশ্বব্যাংক বলছে- বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।" বিশ্ব ব্যাংকের এই বিশ্লেষণকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে নাহিদ ইসলাম তার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছেন এবং অভ্যুত্থানের সাথে প্রতারণা করেছে। উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে লিয়াজো করেছে। অনেকে সেইফ এক্সিট এর ব্যবস্থা করে রেখেছে ।সময় হলে আমরা এদের সবার নাম বলবো।

নাহিদ ইসলামের এই ক্ষোভের কারণ সম্পর্কে কাকন রেজা বলেন, "যখন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়, দেশ তখন একটা সদ্যস্বাধীন দেশের মতো। তখন সব দলের কাছে মতামত যাওয়া হয়েছিল। দলীয় লিয়াজো প্রথম থেকেই ছিল এবং এটা স্বীকার করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

গণ অভ্যুত্থানের সামনের সারির যোদ্ধা ছিল নাহিদ, সারজিস, সজীব প্রমূখ। কিন্তু অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তাদের সেই আত্মত্যাগের মূল্যায়ন সেভাবে করা হয়নি। হয়তো সেখান থেকে তাদের এই ক্ষোভের সঞ্চার।"

শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে। এবার দেশে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করা হয় কোনখানে কোন গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। সারাক্ষণ নিরাপত্তা, সিসিটিভি সবকিছু ব্যবস্থা করা হয়। এনিয়েও মানুষ প্রশ্ন তুলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তসলিমা নাসরিন লিখেছেন,হিন্দু বিদ্বেষী জিহাদিদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কাকন রেজা বলেন, "এদের তো সবকিছুতেই সমস্যা। এ কথাগুলি খুবই হাস্যকর এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটা ইসলামবিদ্বেষী এবং এখানে ভারতের একটা সরাসরি ইনফ্লুয়েন্স কাজ করে।"

তিনি আরো বলেন, "ইসলাম বিদ্বেষী হতে গিয়ে এরা এত বেশি ইসলামের বিরোধিতা করেন যে এরা জানেনই না যে জাতিসংঘ ইসলাম বিরোধীতার বিরুদ্ধে একটি দিবস ঘোষণা করেছেন।"

এভাবেই সেদিনের পর্বটি শেষ হয়, যেখানে সাংবাদিক কাকন রেজা নানা সমসাময়িক প্রসঙ্গে খোলামেলা মতামত তুলে ধরেন-রাজনীতিতে ব্যক্তির প্রাধান্য, নিষিদ্ধ দলের ভোটারদের ভূমিকা, সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতা, অর্থনীতির গতি এবং সামাজিক-ধর্মীয় ইস্যুতে জনমতের প্রতিফলন।

'টক অব দা উইক'-এর এ আয়োজনে আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, বাংলাদেশ এখন এক পরিবর্তন-মনস্ক সময়ে, যেখানে মানুষ দল নয়, বরং ব্যক্তির যোগ্যতাকেই মূল্য দিতে শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এনআইডি কার্যক্রম শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর ফলে এখন থেকে আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকরা সেখান থেকেই আবেদন করে ভোটার হতে পারবেন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আমেরিকায় আমাদের যে চারটি মিশন অফিস আছে সেই জায়গাতেই এনআইডির নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আর এগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করে আমরা সফল হয়েছি এবং এখান থেকে এটা করা যাচ্ছে। সফল হওয়ার প্রমাণ হিসাবে ১০ জনের এনআইডি কার্ড এখান থেকেই আমরা প্রসেস করে এবং নাম্বার হওয়ার পর ওদেরকে এগুলো আমরা হস্তান্তর করেছি। এর মধ্যে দিয়ে নিবন্ধন কার্যক্রমও উদ্বোধন হয়ে গেল।

তিনি বলেন, এখন যারা আমেরিকা থেকে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করতে চায় বা এনআইডির সেবা পেতে চায় তাদের ক্ষেত্রে আর বাধা থাকলো না। এখন থেকে তারা নিয়মিত আমাদের যে নিয়ম মেনে ডকুমেন্টগুলো দিয়ে ভোটার হতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের মিশন অফিসে যারা কাজ করবে আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা আমাদের টেকনিক্যাল লোকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষ করে বলেছে তারা পারবে। এছাড়া কাজ করতে গেলে যদি সুবিধা-অসুবিধা হয় আমাদের এখানে যে টেকনিক্যাল লোকরা এসেছিল, তাদের নাম্বার তারা নিয়ে রেখেছে কোনো অসুবিধা হলে তাদের সঙ্গে তারা শেয়ার করবে। যেই টিমে যে টেকনিক্যাল লোক ছিল সে ওই টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো অসুবিধা হলে তাদেরকে গাইড করবে।

জানা যায়, নির্বাচন কমিশন ৪০টি দেশে কার্যক্রমটি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল যার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বর্তমানে ১১টি দেশের (সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র) ১৭টি স্টেশনে ইসির প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিবন্ধন ও ভোটার করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি-বায়রাসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে ৪০টি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে। এসব দেশকেই মাথায় রেখে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

দেশগুলো হলো—সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, হংকং, মিশর, ব্রুনাই, মৌরিশাস, ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, স্পেন, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, তুরস্ক ও সাইপ্রাস। এসব দেশে এক কোটি ৪০ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩৪ জন প্রবাসী রয়েছে। সবচেয়ে রয়েছে বেশি ৪০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮৮ প্রবাসী রয়েছে সৌদি আরবে। আর সবচেয়ে কম দুই হাজার ৫০০ জন রয়েছে নিউজিল্যান্ডে।

এই সংস্কারের কোনো আইনগত বৈধতা নেই, মানুষের সমর্থন নেই

বললেন জি এম কাদের

ঢাকা ডেস্ক

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কারপ্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের বাইরে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেছেন, খুব সীমিতসংখ্যক মানুষ এর সঙ্গে আছেন এবং এর কোনো আইনগত বৈধতা নেই।

জাপা চেয়ারম্যান বলেন, এই সংস্কার বর্তমান সংবিধানপরিপন্থী। যেহেতু বেশির ভাগ মানুষের এতে সমর্থন নেই, সেখানে এই সংস্কার কার্যকর হবে না।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জি এম কাদের কাকরাইলের কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, দলীয় কর্মসূচিতে ধারাবাহিকভাবে বাধা দেওয়া, দল ও লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে ষড়যন্ত্র করা, সরকারের নানা ব্যর্থতা, আগামী নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা, বিগত ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ হত্যা, এ আন্দোলনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের একটি 'মাদার অর্গানাইজেশন' হিসেবে ভূমিকা পালন করা, সমন্বয়কদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস এবং সরকার পতনে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতির কথাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ আজ এক বিশাল সমস্যাসংকুল পথ অতিক্রম করছে, যেখানে অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ ও অশান্তি বিরাজমান।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে জি এম কাদের বলেন, সরকার এমন একটি নির্বাচন চাইছে, যেখানে তাদের মতবাদের লোকই শুধু নির্বাচন করবে—সরকারি দল এবং আধা সরকারি দল বা এ ধরনের কিছু। তিনি বলেন, এই প্রক্রিয়া দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ, আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য দল যারা নির্বাচনের বাইরে থাকবে, তারা নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবে।

জাপা চেয়ারম্যান আরও বলেন, এখন সময় এসেছে; এই সরকারের নিজে থেকে চলে যাওয়া ভালো। দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক ধরনের সরকার গঠন করা উচিত, যারা নিরপেক্ষভাবে সামনের নির্বাচনটি পরিচালিত করবে।

জাতীয় পার্টিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেন জি এম কাদের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বছরের ৭ অক্টোবর দুজন সমন্বয়ক জাতীয় পার্টিকে 'ফ্যাসিবাদের দোসর' আখ্যায়িত করে তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই বলে ঘোষণা দিয়ে দেন। এর পরপরই মন্ত্রী মর্যাদার উপদেষ্টা (তথ্য উপদেষ্টা) মাহফুজ আলমও বলেন, রাজনীতি করতে পারবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত সরকারেরই।

জি এম কাদের বলেন, সরকারি প্ররোচনায় দলের (জাপার) কিছু নেতা, যাঁদের সত্যিকার অর্থে দোসর বলা যায়, তাঁরা লাঙ্গল প্রতীকের জন্য নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টির কোনো নিষ্পত্তি করছেন না।

প্রসঙ্গ সশস্ত্র সংগ্রাম

জি এম কাদের বলেন, ছাত্র সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আন্দোলনটি নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছিল না; এখানে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, মানুষ হত্যা করা হয়েছে এবং নাশকতা করা হয়েছে। হাসিবুল ইসলাম নামের একজন সমন্বয়ক বলেছেন টেলিভিশন টক শোতে। পরবর্তী সময়ে এটাও বলেছেন, আমরা প্রস্তুত ছিলাম, যদি এইভাবে সরকার পতন না হতো, তাহলে আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতাম। তার মানে তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিও ছিল।

জামায়াত থেকে বিএনপিতে যোগ ৩০ নেতা-কর্মীর

ঢাকা ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক ওয়ার্ড আমির আনোয়ার হোসেনসহ ৩০ জনের মতো নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বিকেলে উপজেলার বাঙালা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত কর্মিসভায় তাঁরা বিএনপিতে যোগ দেন বলে দলটির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন। বিএনপির দাবি অনুযায়ী, আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ৩০ জন কর্মী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিএনপির পতাকা হাতে তুলে নেন । ওই কর্মিসভায় অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী খাঁন সাঈদ হাসান জ্যোতি।

জ্যামাইকার

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ সময় তিনি অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠানটির ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান।

'তিন গোয়েন্দা'র

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিচিত হয়ে ওঠে তিন গোয়েন্দার চরিত্রগুলো। তিন গোয়েন্দা সিরিজের মোট বইয়ের সংখ্যা ১৬০।

রকিব হাসানের লেখা বড়দের উপযোগী কিছু রহস্য উপন্যাসও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেবা প্রকাশনীর 'রহস্যপত্রিকা'-র সহকারী সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এই লেখক।

১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লায় জন্ম রকিব হাসানের। পড়ালেখা শেষ করে যুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন চাকরিতে। কিন্তু বাঁধা চাকরিতে আটকে থাকা তাঁর ধাতে সয়নি বলে লেখালেখিকেই বেছে নেন পেশা হিসেবে। সব মিলিয়ে লিখেছেন প্রায় চার শ বই।

ঈমাম আবশ্যক

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে আল্-আকসা মসজিদের জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমকে ঈমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

দাওরায়ে হাদিস অথবা সমমানের শিক্ষা ও ফিকাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাংলা, আরবি ও ইংরেজী ভাষা জানা থাকতে হবে। ঈমাম হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

যেসব বিষয় অগ্রাধীকার পাবে

- কুরআনে হাফেজ
- আমেরিকায় বেড়ে উঠা প্রার্থী

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে | **আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫**

যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী প্রার্থীকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সিভি পাঠাতে অথবা ইমেইল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Must have to have:

- *Fluent in English and Arabic*
- *Ability to communicate with young generation*
- *Knowledge about usa culture for counciling all social issues*
- *Ability to work with all different opinions people*

Email: wsicc21@ gmail.com

Address

Westchester square Islamic Cultural Inc.
Masjid al- Aqsa
1501 Saint Peters Avenue, Bronx NY-10461.

শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাঙ্গীণ সেবা নিশ্চিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে চালু হয়েছে সর্বজনীন ডিসলেক্সিয়া স্ক্রিনিং ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, যা ইতিমধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শিক্ষার্থীরা যেন গ্রীষ্মকালেও শেখা ও বিকাশের সুযোগ পায়, তাই 'সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম' ও 'সামার রাইজিং' সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি 'আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম' ও 'ফিউচাররিডএনওয়াইসি'-এর মাধ্যমে শিশুদের অতিরিক্ত কার্যক্রম, কর্মজীবনের প্রস্তুতি ও কলেজে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

গবেষণাভিত্তিক শিক্ষণপদ্ধতি 'এনওয়াইসি সল্ভস' ও 'এনওয়াইসি রিডস'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ফোনিক্সভিত্তিক পাঠে ফিরছে। ফলে কেউ প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে থাকছে না। এসব উদ্যোগের ফলেই ৩–৮ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে—যা ২০১২ সালের পর সর্বোচ্চ।

অ্যাডামস বলেন, "কিন্তু এটা শুধু গ্রেডের বিষয় নয়, আমরা চাই প্রতিটি শিশু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্লাসে হাত তুলুক, স্কুলে যেতে ভালোবাসুক। হয়তো এ কারণেই আমরা এখন গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অনুপস্থিতির হার দেখছি।"

ইতিমধ্যে ৫৭টি নতুন 'গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড' প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, এবং শুধু ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে ৭টি নতুন স্কুল খোলা হয়েছে। এর মধ্যে 'এইচবিসিইউ আর্লি কলেজ প্রেপ হাই স্কুল' নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম।

এ ছাড়া ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে 'ফিউচাররিডএনওয়াইসি'-এর মাধ্যমে ২৫ মিলিয়ন ডলারের কর্মভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের ও প্রশাসনিক কর্মীদের জন্য নতুন শ্রমচুক্তি করা হয়েছে এবং ১৮০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে শ্রেণিকক্ষের আকার কমানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী আরও ব্যক্তিগত মনোযোগ পায়।

অ্যাডামস বলেন, "এই সাফল্য একার নয়—এর পেছনে রয়েছে অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষক, নিবেদিত কর্মী ও দৃঢ় নেতৃত্ব। বিশেষ করে পাবলিক স্কুল কাউন্সেলর মেলিসা অ্যাভিলেস-রামোসের নেতৃত্ব। ব্রঙ্কসে একক মায়ের ঘরে জন্ম নেওয়া এই নারী জানেন বাধা অতিক্রম করা কাকে বলে। তিনি পরিবারের প্রথম ব্যক্তি, যিনি হাইস্কুল ও কলেজ সম্পন্ন করেছেন।"

গত মাসে অ্যাভিলেস-রামোস তার প্রথম 'স্টেট অব দ্য স্কুলস' ভাষণে 'এনওয়াইসিপিএস কেয়ার' উদ্যোগের সম্প্রসারণ, নতুন সাক্ষরতা উন্নয়ন কাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চার ধাপের শিক্ষামডেলসহ নানা সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

সবশেষে মেয়র অ্যাডামস বলেন, "যদি ব্রঙ্কসের এক মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে, আর এক ছেলে—যে একসময় ক্লাসে পড়তে ভয় পেত—আজ নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হতে পারে, তাহলে এই শহরে সবকিছুই সম্ভব।"

মিশিগানে কাব্য জলসায় কবিতার উৎসব

মিশিগান প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র উদ্যোগে কাব্য জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয় হলব্রুক অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত এই সাহিত্য আসরে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহসভাপতি ও মুখপাত্র হারান কান্তি সেন।

আসরে প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দ মুশাররফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুতাকাব্বির।

লেখা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র উপদেষ্টা ও গীতিকার ইশতিয়াক রূপু, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব মো. আব্দুর রউফ, কবি সুবিমল সেনাপতি, কবি নারায়ণ গুপ্ত, সফিক রহমান, সঞ্জয় দেব, আবুল কালাম আজাদ ও মাহমুদুল হক লিটু।

অনুষ্ঠানে নবাগত সৈয়দ মুশাররফ আলী ও অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুতাকাব্বিরকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

সাহিত্য আসরে সদ্য প্রয়াত বরেণ্য সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামকে স্মরণ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শেষে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন কবি দম্পতি সঞ্জয় দেব ও শর্মিলা দেব।

শিক্ষানুরাগী প্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীকে সংবর্ধনা

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম ইনক ইউএসএ আয়োজিত এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৪টায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে (৩৭-০৬, ৭৭ স্ট্রিট)। অনুষ্ঠানে শিক্ষানুরাগী প্রবাসী মোশারফ হোসেন খান চৌধুরীকে সম্মাননা জানানো হবে তাঁর সমাজসেবা, শিক্ষা বিস্তার এবং মানবকল্যাণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ।

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল আলম, সদস্য সচিব সামছুদ্দীন আহমেদ শামীম এবং আয়োজকদের অন্যতম সারোয়ার হোসাইন জানান, সমাজে যারা প্রবাসেও থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছেন, তাদের সম্মান জানাতে এই আয়োজন করা হয়েছে।

মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী

মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী একাধারে একজন সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী এবং প্রবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। নিজ এলাকায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর অবদানে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী আজ আলোকিত জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা ও মানবিকতার প্রতি তাঁর এই অনুরাগ তাঁকে ভিন্ন মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর সহায়তায় স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে শত শত শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে তিনি পরিচিত একজন পরিশ্রমী, নীতিবান ও সেবামনস্ক সংগঠক হিসেবে। সমাজে ঐক্য, সহযোগিতা ও উন্নয়নের প্রয়োজনে তিনি সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের সাফল্য এবং মানবকল্যাণে অবদান ইতোমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কে ভারতীয় অভিবাসীর হাতে নামহীন লাইসেন্স

ক্ষুব্ধ আইস পরিচালক

উত্তর আমেরিকা অফিস

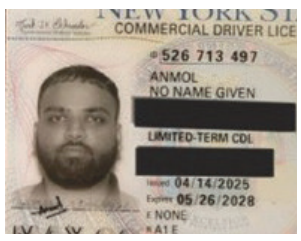

অবৈধ অভিবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ায় নিউইয়র্ক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন অভিবাসন ও শুল্কপ্রয়োগ সংস্থা (আইস)-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড লায়ন্স।

সম্প্রতি ওকলাহোমায় আটক ভারতীয় নাগরিক আনমোল আনমোলের কাছে পাওয়া যায় একটি বৈধ বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স। যার নামের স্থানে লেখা ছিল 'নো নেম গিভেন' বা 'নাম নেই'। বিষয়টি জানাজানি হতেই তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লায়ন্স বলেন, এটা ভয়াবহ, একজন অবৈধ অভিবাসী এমন একটি লাইসেন্স নিয়ে দেশজুড়ে ট্রাক চালাচ্ছে। যার ওপর রিয়েল আইডি চিহ্নও আছে!

মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যে, আনমোল ২০২৩ সালে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি বহিষ্কার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

লায়ন্স বলেন, আমরা জানিই না এদের পরিচয় কী। অথচ তারা বিপজ্জনক পণ্য বহন করছে। যা জননিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকি।

সম্প্রতি ফ্লোরিডায় এক ভারতীয় চালকের বেপরোয়া ইউ-টার্নে তিন হাইতিয়ানের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভুলভাবে লাইসেন্সধারীরা মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে।

ডিপার্টমেন্ট অব মোটর ভেহিকলস (ডিএমভি) জানিয়েছে, আনমোলের লাইসেন্সটি সত্যিই বৈধ এবং ২০২৮ সাল পর্যন্ত কার্যকর। বিষয়টি তদন্ত করছে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ।

ভারতে কাশির সিরাপে ২০ শিশুর মৃত্যু, সতর্কতা জারি করল ডব্লিউএইচও

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের তিনটি কাশির ওষুধ ব্যবহারে ও বিতরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। গত সোমবার এক স্বাস্থ্য সতর্কতায় ডব্লিউএইচও বলেছে, ভারতে তিনটি দূষিত কাশির ওষুধ শনাক্ত করা হয়েছে। গত এক মাসে বেশ কয়েকজন শিশুর মৃত্যুর জন্য এসব ওষুধ সেবনকে দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। যদি এসব ওষুধ তাদের দেশে পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্রুত ডব্লিউএইচওকে জানাতে বলা হয়েছে।

ডব্লিউএইচও বিবৃতিতে ওষুধগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে—১. স্রেসান ফার্মাসিটিক্যালসের কোল্ডরিফ (Coldrif-Sresan Pharmaceutical) ২. রেডনেক্স ফার্মাসিটিক্যালসের রেসপিফ্রেশ (Respifresh TR-Rednex Pharmaceuticals) ৩. শেপ ফার্মার রিলাইফ (ReLife-Shape Pharma)

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

দুই উপকূলের আমেরিকা : জীবন আর প্রবাসের প্রতিচ্ছবি

ইব্রাহীম চৌধুরী

লস এঞ্জেলস শহরে পা রাখলেই মনে হয়, আপনি যেন সিনেমার সেটে এসে পড়েছেন। চারপাশে রোদে ঝলমলে পাহাড়, সমুদ্রের নোনা হাওয়া, রাস্তার দুই পাশে সারি সারি তালগাছ—যেন প্রকৃতি নিজ হাতে সাজিয়েছে এই শহরকে। শহরের ওপর থেকে তাকালে দেখা যায়, নীল আকাশের নিচে ছড়িয়ে থাকা এক উজ্জ্বল সভ্যতা। যার নাম লস এঞ্জেলস—স্বপ্নের শহর, সৌন্দর্যের শহর, সুযোগের শহর।

ভোরে শহরটা জেগে ওঠে অন্য ছন্দে। কোথাও ইয়োগা মাদ হাতে তরুণীরা পার্কে যাচ্ছে, কোথাও বৃদ্ধ দম্পতি সাইকেলে সমুদ্রের ধারে যাচ্ছেন। সূর্যের আলো তখন পাহাড় ছুঁয়ে সমুদ্রের বুকে গলে পড়ে। বাতাসে ভেসে আসে তাজা কফি আর ফুলের গন্ধ। কেউই তাড়াহুড়ো করে না। গাড়ির সারি দীর্ঘ, কিন্তু হর্ন বাজে না। ট্রাফিকের মাঝেও মানুষ শান্ত। যেন সময়ের সঙ্গে এক অলিখিত বন্ধুত্ব রয়েছে তাদের।

নিউইয়র্কের মতো এখানে সময়ের পেছনে কেউ ছুটে না। বরং সময়ই এখানে মানুষের সঙ্গে হাঁটে। আমি ভাবি—একই দেশের দুই প্রান্তে এত ভিন্ন জীবনধারা কীভাবে সম্ভব! ইষ্ট কোস্টের মানুষ যেখানে সময়ের প্রতি ভীত, ওয়েস্ট কোস্টের মানুষ সেখানে সময়কে আলিঙ্গন করে।

এই শহরে এসেছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ রাজ হামিদের আমন্ত্রণে। রাজ হামিদের মধ্যে দেখেছি ওয়েস্ট কোস্টের প্রতিফলন—হাসিখুশি, নিরুত্তাপ, তবু দায়িত্বশীল। সময় তার কাছে জরুরি কোনো বিষয় নয়; আয়েশটাই জরুরি। সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের শোবিজ অঙ্গনের পরিচিত মুখ তানভীর তারেক—মেধাবী, চৌকশ মানুষ। মিডওয়েস্ট থেকে উড়ে এসেছিলেন সাংবাদিক হেলাল উদ্দীন রানা। আমরা চারজন মিলে ঘুরে বেড়ালাম লস এঞ্জেলসের অলি-গলি, পাহাড়, সৈকত আর প্রবাসীদের জীবনের গল্প।

প্রথমেই গেলাম সেই কিংবদন্তি রাস্তা—'হলিউড ওয়াক অফ ফেম'। তারকার নামগুলো ঝলমল করছে রোদে, যেন ইতিহাসের আলো মাটির ওপর ছড়ানো। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে "HOLLYWOOD" লেখা সেই বিখ্যাত সাইনবোর্ড। জানি, এই শহর বিনোদনের; এই শহর স্বপ্ন দেখার প্রতীক। ইউনিভার্সাল স্টুডিওর পথে গাড়ি চালাতে চালাতে বুঝলাম, এখানে প্রতিটি মানুষই নিজের জীবনের পরিচালক—নিজেই নিজের কাহিনির নায়ক।

এই গ্ল্যামারের শহরে বাংলাদেশও আছে। আছে 'লিটল বাংলাদেশ' নামে সড়কের ফলক। ছোট ছোট রেস্টুরেন্টে বাঙালি রান্নার ঘ্রাণ ভাসে। 'আলাদিন', 'আনারবাগ', 'স্পাইস অ্যান্ড কারি', 'বঙ্গ বাজার', 'সোনার বাংলা গ্রোসারি'—এমন নামগুলো দেখে মন ভরে যায়। পরোটা, ডাল, বিরিয়ানি, ফুচকা—সবই পাওয়া যায়। এমনকি কেউ কেউ কালো জামের গাছ লাগিয়েছেন বাড়ির আঙিনায়। সহপাঠী বন্ধু আহমেদ কবির ও নাসরীন রুমি দম্পতির বাড়ির আঙিনায় জাম, কমলা, অ্যাভোকাডো আর হাস্নাহেনার সমারোহ। সেই গন্ধে এক মুহূর্তে মনে হলো, আমি যেন সিলেটে তাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি।

আরেক প্রবাসী চমন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাতাবি লেবু, আদা, পার্সিমন—নিজ হাতে গাছের ফল তুলে দিলেন আপ্যায়নের হাসিতে। এ এক অন্যরকম ভালোবাসা, যা দেশ থেকে মাইলের পর মাইল দূরেও হৃদয়ের টান কমতে দেয় না।

লস এঞ্জেলসের প্রবাসী সমাজটিও রঙিন। মমিনুল হক বাচ্চু ভাইয়ের মতো প্রবীণরা বললেন নব্বইয়ের দশকের গল্প—কীভাবে হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশি নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। আজ সেই সংখ্যাটা লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে। তরুণ সংগঠক সৈয়দ নাসির উদ্দিন জেবুল, লায়েক আহমেদ—তাঁদের কণ্ঠে ছিল আশাবাদ, সংগ্রাম আর প্রেরণার গল্প। তাঁরা বললেন, "আমরা এখানে শুধু কাজ করি না, বাংলাদেশকেও বাঁচিয়ে রাখি।"

এখানকার বাংলাদেশিরা ব্যবসায়ও সফল। কেউ রেস্টুরেন্টের মালিক, কেউ গ্রোসারি ব্যবসায়ী, কেউ প্রযুক্তি বা রিয়েল এস্টেটে প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। তাঁদের সবার চোখেই এক স্বপ্ন—"আমরা যেন বাংলাদেশি হয়েও আমেরিকান স্বপ্নের অংশ হই।"

শহরটা যেমন রঙিন, তেমনি ব্যয়বহুলও। গ্যাসের দাম নিউইয়র্কে যেখানে তিন ডলার, এখানে ছয়। কারণ এখানে জ্বালানি কার্বনমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। ধোঁয়াহীন শহর গড়ার চেষ্টা তারা করছে অবিরত। রেস্টুরেন্টে খাওয়া মানে শুধু খাবার নয়, এক অভিজ্ঞতা। তরুণ-তরুণীদের হাসিমুখে কাজ করতে দেখে মনে হয়, তারা জীবনের তাড়নায় নয়—ভালোবাসায় বাঁচে।

লস এঞ্জেলসের এক গর্বের নাম কে.পি. চৌধুরী। বাংলাদেশের সন্তান হয়েও তিনি আজ ক্যালিফোর্নিয়ার এক বড় নাম। লস এঞ্জেলসের স্টেডিয়ামের পাশে তাঁর নামে গড়ে উঠছে বিশাল স্থাপনা, যেখানে বসবে আসন্ন অলিম্পিকের আসর। যখন বিশ্বের মানুষ সেখানে আসবে, তখন উচ্চারিত হবে একজন বাংলাদেশির নাম—যিনি আমেরিকায় থেকেও হৃদয়ে বয়ে বেড়ান লাল-সবুজ পতাকা।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সূর্য প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডুবে যায়, তখন মনে হয় শহরটা নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। সান্তা মনিকা সৈকতে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখা এক অভিজ্ঞতা। ঢেউয়ের শব্দে মিশে থাকে এক শান্তি, এক নীরবতা, যা নিউইয়র্কের সাবওয়ের গর্জনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিউইয়র্কের ইষ্ট কোস্টে সময় মানেই গতি—সাবওয়ের শব্দ, অফিসগামী মানুষের তাড়া, হাতে ধোঁয়া ওঠা কফি। পাঁচ মিনিট দেরি মানেই অপরাধবোধ। কিন্তু ওয়েস্ট কোস্টে সূর্যটা যেন নিজেই বলে—"দীর্ঘ নিশ্বাস নাও, বাঁচো।" এখানে সময় ধীরে চলে, মানুষও ধীরে হাঁটে। নিউইয়র্ক বলে—"আমরাই আমেরিকার মস্তিষ্ক।" লস এঞ্জেলস জবাবে বলে—"আমরাই আমেরিকার হৃদয়।"

দুই কোস্টের এই পার্থক্যই হয়তো আমেরিকার আসল সৌন্দর্য। একপাশে গতি, অন্যপাশে প্রশান্তি; একপাশে কর্ম, অন্যপাশে অনুভব। এই দুইয়ের মিলেই গঠিত আমেরিকার পূর্ণতা। আছে বৈভব, আছে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি, তার পাশেই আছে গৃহহীন নরনারী। গৃহহীন মানুষের হাহাকার সর্বত্রই এক—তা নিউইয়র্কেই হোক বা লস এঞ্জেলসেই হোক। দুই আমেরিকার এমন চিত্র কাউকে ভাবায়, কাউকে এ নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ দেয়। কিন্তু বঞ্চিত মানুষের হাহাকার এতে উবে যায় না।

আর আমি, এক প্রবাসী বাংলাদেশি—সৌর্যবীর্যের আমেরিকায় বৈপরীত্যের নানা জীবনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখি, দেশটাও আমার সঙ্গে হাঁটে প্রতিটি পথে। লস এঞ্জেলসের রোদে, নিউইয়র্কের বৃষ্টিতে, প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়—আমার দেশ বাংলাদেশ। শুধুই কি একটি স্মৃতি ? না, এ এক অমলিন আলো, যা আমাকে প্রতিটি যাত্রায় পথ দেখায়।

শ্লীলতা, অশ্লীলতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি

শেখর ভট্টাচার্য

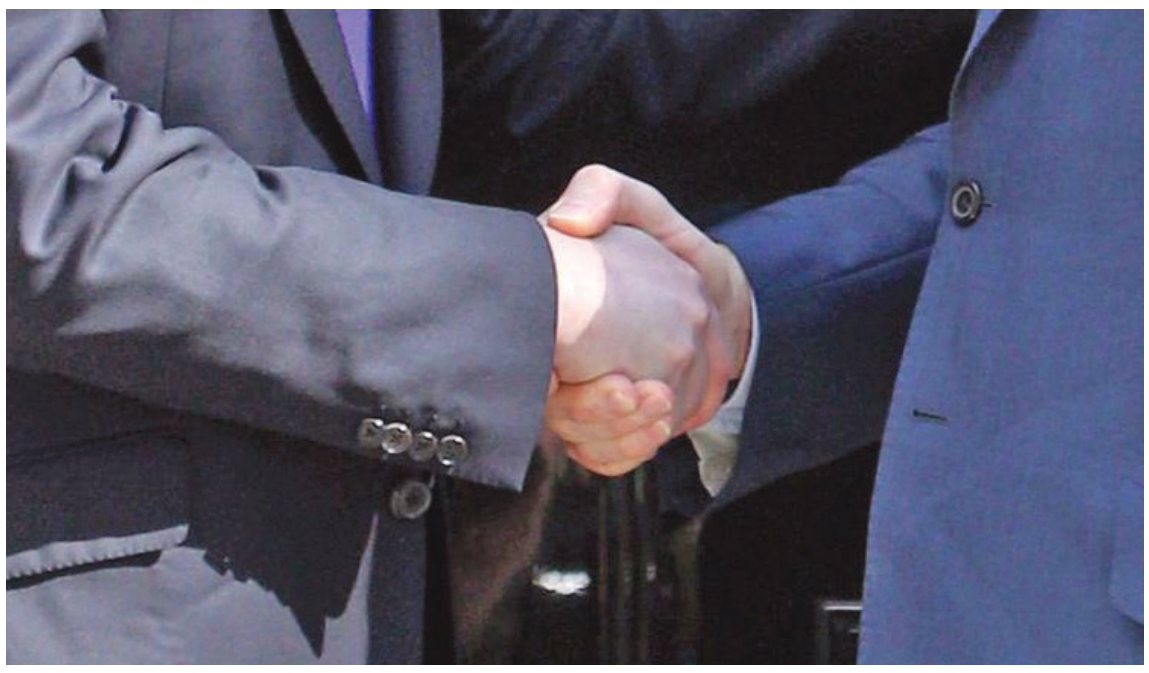

রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি বিশাল তবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ভাষার মানের মধ্য দিয়ে রাজনীতি বা কোনো রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি কিছুটা হলেও আঁচ করা সম্ভব হয়। মতামতের ভাষা আসলে কী। রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচনী ইস্তেহার পর্যন্ত মতামতের ভাষার বিস্তৃতি। তবে একটি দলের রাজনৈতিক ভাষার মান নাগরিকদের সামনে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দলটির সভায় ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, বিষয় উপস্থাপনার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যবেক্ষকরা মনে করেন একটি রাজনৈতিক দলের স্লোগানের ভেতর দিয়ে সে দলের সমর্থক কিংবা সাধারণ, অসাধারণ মানুষেরা সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়ে থাকেন। স্লোগানের মানের কারণে সমর্থকেরা উচ্ছ্বসিত, উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক উল্লেখযোগ্য স্লোগান একদল রাজনৈতিক নেতার কয়েক ঘণ্টার বক্তব্য থেকে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকের স্লোগান বিশ্লেষণ করলেই আমরা এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তিগুলো পেয়ে যাবো।

রাজনীতির ভাষা রাজনৈতিক দলের আদর্শকে শানিত করে, চেতনাকে জনমনে প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। সেই চেতনার অন্তর্নিহিত অর্থকে ধারণ করে সমর্থক এবং কখনো কখনো সমগ্র জাতি পরিশুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তবে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ভাষা যখন কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল হয়ে ওঠে তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতিও মান হারিয়ে জাতিকে দিশেহারা করে তুলে। জাতি যত বিভক্ত হয় ততই হিংসা, প্রতিহিংসা, বিভেদ বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উচ্চমান জাতীয় সংহতিকে সংহত করতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনে আমরা দেখেছি স্লোগান কিংবা দেয়াললিখনের মান জাতিকে লক্ষ্য অর্জনের দিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমরা যারা ষাটের দশকে জন্ম নিয়েছি কিংবা তারও পূর্বে, খিস্তি, খেঁউড়, অশালীন শব্দ, বাক্যকে রাজনৈতিক স্লোগান বা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখিনি। সম্প্রতি আমাদের জাতীয় রুচির মানের এই অধঃপতনে সুশীল সমাজের সদস্য কিংবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য শঙ্কা প্রকাশ হতে দেখা যাচ্ছে না। "সে এক অপার বিস্ময়"!

স্লোগান কিংবা বক্তব্য প্রকাশের অশ্লীলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সাহসী বক্তব্য প্রকাশ না করার অর্থ কী আমাদের সমাজ অশ্লীলতাকে এখন ধারণ করছে, কিংবা এই অশ্লীলতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়েছে। রাজনীতি যখন অশ্লীল স্লোগাননির্ভর হয়ে পড়ে, তখন সেখানে আদর্শের স্থান দখল করে বিদ্বেষ, যুক্তির জায়গা নেয় গালিগালাজ, আর নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে কুরুচিকর বাক্যবিন্যাস। দলীয় কর্মীদের উন্মাদনা প্রশ্রয় পেলে এমন স্লোগান সামাজিক অনিয়ম ও সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়।

সম্প্রতি ব্যবহৃত রাজনৈতিক বক্তব্য শুধুমাত্র আমাদের নিম্নস্তরের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকেই প্রকাশ করছে না, জাতীয় মূল্যবোধের নিম্নগামিতাকেও দৃশ্যমান করে তুলছে। এই নিম্নগামীতাকে যদি আমরা রুখতে না পারি, তাহলে একসময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিপূর্ণ শিষ্টাচারবহির্ভূত হয়ে যাবে। প্রগতিকামী, সুষ্ঠু সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা দুরূহ হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে সম্প্রতি এমন এক ধারা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, যা শুধু রাজনীতির শালীনতা ও সৌজন্য হারানোর ইঙ্গিতই নয়, বরং সামাজিক অবক্ষয়েরও অন্যতম প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল, সমাবেশ কিংবা অনলাইন প্রচারণায় দেখা যাচ্ছে অশ্লীল, ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ও কুরুচিপূর্ণ স্লোগানের প্রবাহ। ভাষার এ ধরনের অবক্ষয় কেবল একটি দলের বা ব্যক্তির দায় নয়—এটি একটি জাতিগত ব্যর্থতা, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার ভিতকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বিশেষ করে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ভাষা কেন ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে। রাজনীতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যখন শুধু ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরা কিংবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা, বলপ্রয়োগ হয়ে ওঠে ক্ষমতারোহনের হাতিয়ার। রাজনৈতিক সংগ্রামে যখন হিংসা-বিদ্বেষ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, তখন সৌজন্য, শিষ্টাচার দূরীভূত হতে থাকে। মানুষ যখন প্রবল হিংসার আগুনে প্রজ্বলিত হতে থাকে, তখন শব্দ প্রয়োগের শালীনতা হারিয়ে ফেলে। দিনের শেষে আমরা যে একটি জাতির অংশ, এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সামাজিক, রাজনৈতিক সংহতি প্রয়োজন, সে কথাটি বিস্মৃত হলে জাতি হিসেবে আমরা দুর্বল হয়ে যাবো।

জাতি হিসেবে আমরা সবচেয়ে আবেগপ্রবণ ছিলাম বায়ান্নতে ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে। বায়ান্নতে সূচিত ভাষা আন্দোলনকে অনেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুক্তিযুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশে অশ্লীল, অশালীন স্লোগান শোনা যায়নি। বরং সে সময়ে স্লোগান ছিল অনেকটা কবিতাধর্মী। বাংলাদেশের ভূগোল যে ছিল নদীবেষ্টিত একটি নির্দিষ্ট স্থান, সে কথাটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য উনসত্তরে কী অসাধারণ স্লোগান উঠেছিল মিছিল-মিছিলে—"তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।" দেয়ালে দেয়ালে লেখা দেখেছি, "বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে অনেক উচ্চস্বরের স্লোগান শুনেছি। স্বর উচ্চ, তবে অশ্লীল স্লোগান শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সর্বোচ্চ স্বরে কাব্যিক স্লোগান ছিল কবি রফিক আজাদের কবিতার পঙ্‌ক্তি। সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিকে আমাদের অশালীন মনে হয়নি মোটেই। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় কবি রফিক আজাদ লিখেছিলেন: "ভাত দে হারামজাদা/ তা না হলে মানচিত্র খাব।" উচ্চকণ্ঠ আর অশ্লীলতা কিন্তু সমান্তরাল নয়।

যারা মনে করছেন উচ্চারিত অশালীন স্লোগান, রাজনৈতিক বক্তব্য সময়ের ক্ষোভকে প্রকাশ করছে এবং এরকম প্রকাশিত হওয়া খুব স্বাভাবিক, তারা সময়কে পড়তে হয়তো কিছুটা হলেও ভুল করছেন। সুশীল সমাজ, জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সময়কে পড়তে ভুল করলে এর দায়ভার কিন্তু সময়ের অভিভাবক হিসেবে নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতাদের নিতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য। সামাজিক সংস্কৃতি যেমন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিও একইভাবে সামাজিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। সমাজ থেকে উঠে আসা মানুষেরাই তো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সামাজিক সংস্কৃতি যখন কলুষিত হয়ে পড়ে, তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিষ্কলুষ থাকতে পারে না। একটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা উচিত—এই সমাজ তথা দেশকে বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মানকে রক্ষা করার দিকে নজর দিতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেহেতু আমাদের মতো দেশে প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী আবহ তৈরি করে, তাই এর মানের উঠানামার সঙ্গে সামাজিক সংস্কৃতির মানও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। উন্নত দেশে সামাজিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, যা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃশ্যমান অবনতিকে যারা দ্রোহের স্বাভাবিক প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করবেন, তারা জাতীয় সংস্কৃতির সার্বিক পতনকে ত্বরান্বিত করার দায় এড়িয়ে যেতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, রাজনীতিতে খিস্তি-খেঁউড়ের সংস্কৃতিকে স্বাগতম জানালে একসময় পুরো সমাজ অভব্য, সৌজন্যহীন হয়ে পড়বে। সমাজের ভেতরে ক্ষয় সৃষ্টি হলে একদিন ভেঙে পড়বে শত বছরের ক্রমবিকাশমান গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় সংস্কৃতি।

বাংলাদেশের অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, "সমাজ শিশু-কিশোর তৈরি করে না, খিস্তি-খেঁউড়ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট নয়।" এ কারণেই আমাদের কিশোরদের ক্ষোভ প্রকাশে যেসব শব্দ, বাক্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো তাদের সৃষ্ট নয়! খিস্তি-খেঁউড় সমাজসৃষ্ট! আমাদের সমাজে নিপীড়নকারীদের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সমাজে প্রচলিত শব্দকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে খিস্তি-খেঁউড়ের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। আজকাল যে কোনো রাজনৈতিক মত প্রকাশে অভব্য, উচ্চারণ-অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করাকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হচ্ছে না। অনেকেই মনে করেন, নিপীড়িতরা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন প্রতীকী অর্থে।

যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, আমরা যে অনাগত সময়ের জন্য সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রকে ভাগাড়ে পরিণত করছি, সে কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো যদি এই বিপর্যয় রোধে (অনেকে হয়তো বিপর্যয় বলতে কুণ্ঠাবোধ করবেন) এগিয়ে না আসে, তাহলে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিষাক্ত প্রভাব আমাদেরকে হয়তো সীমাহীন সময় পর্যন্ত বহন করতে হবে। শুভচিন্তার নাগরিকেরা কি বিষয়টিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছেন! এ বিষয়ে দ্রুত পথনকশা তৈরি না করলে বিপর্যয় রোধ কঠিন হয়ে যেতে পারে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

ট্রাম্প প্রশাসনের চাপে তটস্থ বৈধ অভিবাসীরাও

ইফতেখার ইসলাম

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে ফিরতেই বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের জীবন। অবৈধ অভিবাসীদের ধরপাকড় ও বিতাড়নের পর এবার আইনি পথে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা লাখো মানুষকেও অনিশ্চয়তায় ফেলছে নতুন নতুন নীতি। প্রশাসনের কড়াকড়ি, আবেদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, নতুন ফি নির্ধারণ ও নিরাপত্তা সংস্থার অতিরিক্ত ক্ষমতা—সব মিলিয়ে বৈধ অভিবাসীদের জীবনেও নেমে এসেছে এক অচেনা ভয়ের ছায়া।

নিউইয়র্কভিত্তিক অভিবাসন আইনজীবী কিম জেভিয়ার প্রতিদিনই ক্লায়েন্টদের ফোনে শুনছেন উৎকণ্ঠার গল্প। কেউ ভিসা নবায়নের অপেক্ষায় আছেন মাসের পর মাস, কারও আবেদন হঠাৎ স্থগিত, আবার কেউ নিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না প্রশাসনিক জটিলতায়।

জেভিয়ার বলেন, প্রতিদিন মনে হয় আমি যেন পানির ওপর ভেসে থাকার চেষ্টা করছি। প্রতি শুক্রবার এলেই মনে হয়—এবার আবার কী নতুন নিয়ম আসছে?

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছে, এইচ-১বি ভিসা আবেদন ফি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করা হবে। প্রযুক্তি ও শিক্ষাখাতে বিদেশি দক্ষ কর্মীদের জন্য এই ভিসা দীর্ঘদিন ধরে প্রধান সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু নতুন ফি কাঠামো কার্যত বহু যোগ্য আবেদনকারীর নাগালের বাইরে চলে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। একই সঙ্গে প্রশাসন আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। যার ফলে বৈধভাবে আবেদনকারীরাও পড়ছেন অনিশ্চয়তায়।

জেভিয়ার বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক দুর্বলতা ও আইনি অস্পষ্টতায় জর্জরিত। তিন দশক আগেও কেউ সহজেই আবেদন করে কয়েক মাসে গ্রিন কার্ড পেতেন। এখন একই প্রক্রিয়া চলতে পারে বছরের পর বছর। মানুষ জানেই না, কখন বা আদৌ উত্তর আসবে কি না।

এমন বিলম্ব শুধু মানসিক চাপই বাড়ায় না, অনেকের কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনও বিপর্যস্ত করে দেয়। এক নারী আবেদনকারী সম্প্রতি জেভিয়ারের কাছে এসেছিলেন, তার বাবার হার্ট সার্জারি চলছিল দেশে। তিনি জরুরি ভ্রমণের অনুমতির আবেদন করেন। কিন্তু প্রশাসন সেটি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বাবার পাশে থাকার সুযোগও পাননি।

জেভিয়ার বলেন,আমার ক্লায়েন্ট কাঁদছিলেন। তিনি সব নিয়ম মেনে আবেদন করেছিলেন, তবুও একটা 'না' তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁকে আটকে দিল।

অভিবাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম বড় সংকট হলো সমন্বয়ের অভাব। একদিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিকত্ব ও অভিবাসন দপ্তর (ইউএসসিআইএস) অন্যদিকে পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে আবেদনকারীর নিজ দেশের কনস্যুলেট। দুটি দপ্তরের মধ্যে তথ্য আদান–প্রদান ও নথিপত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় অসংগতি। এতে আবেদন আটকে যায়, অনেক সময় আবেদনকারীর বৈধ মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যা তাকে গ্রেপ্তার বা আদালতের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে।

মানবাধিকার সংস্থা ও অভিবাসন আইনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরণের প্রশাসনিক কড়াকড়ি আসলে 'আইনি অভিবাসন হ্রাসের এক নীরব কৌশল'। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি ইউএসসিআইএস কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার ও তল্লাশির ক্ষমতা দিয়েছে। যা আগে কখনও দেওয়া হয়নি।

> ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিতে প্রতিদিনই নতুন সংযোজন হচ্ছে। কখনো আবেদন ফি বাড়ানো, কখনো ভিসা নবায়নের শর্ত কড়াকড়ি করা, আবার কখনো দপ্তরগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো। ফলে বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) এই সিদ্ধান্তকে "অভিবাসীদের ওপর নতুন দমননীতি" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব পদক্ষেপ দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার অংশ। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা প্রতিদিন অবৈধ অপরাধীদের দেশ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি, এবং যারা এখানে অবৈধভাবে আছে তাদের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছি—নিজে চলে যাও, না হলে গ্রেপ্তার হবেই।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রশাসনের এসব কঠোরতা এখন বৈধ অভিবাসীদের দিকেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এমনকি গ্রিন কার্ডধারীরাও এখন পুরোনো ক্ষুদ্র ভুলের কারণে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) হেফাজতে যাচ্ছেন। সম্প্রতি মিসৌরির এক আইরিশ গ্রিন কার্ডধারী নারীকে ২০১৫ সালে মাত্র ২৫ ডলারের চেক বাউন্স করার ঘটনায় আটক করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অনেক অভিবাসী আতঙ্কে রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ দেশে ফেরার কথা ভাবছেন। আবার কেউ চুপচাপ সময় পার করছেন, আশা করছেন প্রশাসনিক এই অনিশ্চয়তা হয়তো একসময় কেটে যাবে। কিন্তু বাস্তবে জেভিয়ারদের মতো আইনজীবীরা প্রতিদিনই আরও নতুন ধরনের জটিলতা সামলাচ্ছেন।

তার মতে, এই পরিবর্তনগুলোকে ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো একসাথে এসে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলছে। এগুলো প্রশাসনের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। একটা করে নিয়ম, একটা করে ফি, একটা করে সীমাবদ্ধতা। সব মিলিয়ে পুরো সিস্টেমটাই হয়ে উঠছে ভীতিকর।

অভিবাসন বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এই নীতিগুলো কেবল অভিবাসীদের নয়, বরং মার্কিন অর্থনীতির জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রযুক্তি খাত থেকে শুরু করে স্থাপত্য, ডিজাইন, গবেষণা, এমনকি ফ্যাশন—সব ক্ষেত্রেই বিদেশি দক্ষ কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের ওপর এমন চাপ পড়লে অনেক কোম্পানি বিকল্প হিসেবে কানাডা বা ইউরোপের দিকে ঝুঁকতে পারে।

প্রবাসী কমিউনিটির মধ্যে উদ্বেগ এখন স্পষ্ট। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে সম্প্রতি এক প্রতিবাদ সমাবেশে প্ল্যাকার্ড হাতে মানুষ লিখেছিলেন—'অভিবাসীদের হাত ধরে আমেরিকার জন্ম!' অর্থাৎ, এই দেশ গড়ে উঠেছে অভিবাসীদের পরিশ্রমে। এখন সেই অভিবাসীরাই যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

কিম জেভিয়ার বলেন, আমরা সবাই জানি, অবৈধ অভিবাসীদের ভয় সব সময় ছিল। কিন্তু এখন সেই ভয় পুরো সিস্টেমে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি যারা সব নিয়ম মেনে এখানে আছেন তারাও ভাবছেন—পরের দিন হঠাৎ কী হতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিতে প্রতিদিনই নতুন সংযোজন হচ্ছে। কখনো আবেদন ফি বাড়ানো, কখনো ভিসা নবায়নের শর্ত কড়াকড়ি করা, আবার কখনো দপ্তরগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো। ফলে বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

জেভিয়ার শেষ পর্যন্ত একটি স্প্যানিশ প্রবাদ উল্লেখ করলেন—'লা গোটা কে দেরামো এল বাসো'(শেষ ফোঁটাটাই গ্লাস উপচে দেয়)। তার ভাষায়, এখন ঠিক সেই অবস্থায় আমরা আছি। বছরের পর বছর ধরে একের পর এক পরিবর্তনের ফোঁটা জমে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এখন তা উপচে পড়ছে সবার জীবনে।

বৈধ অভিবাসীদের জীবনে এই অস্থিরতা কেবল তাদের ব্যক্তিগত নয়। এর প্রভাব পড়ছে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজজুড়েও। যুক্তরাষ্ট্রে আইনি অভিবাসন সব সময়ই ছিল দেশটির উদারতা ও বৈচিত্র্যের প্রতীক। কিন্তু আজ সেই ব্যবস্থার মধ্যেই ভয়, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

ফটোগ্রাফি শুধু ক্যামেরার ক্লিক নয়। এটি মুহূর্তকে ধরে রাখার এক শিল্প, যা সময়ের সীমা পেরিয়ে গল্প বলে। আলো-ছায়া, রঙ, আবেগের মেলবন্ধনে ফটোগ্রাফাররা আমাদের জন্য তৈরি করেন দৃশ্যমান কাব্য, যা প্রত্যেক দর্শকের মনে আলাদা অনুভূতি জাগায়।
এই প্রতিবেদনে আমরা কথা বলেছি দুইজন সৃজনশীল ফটোগ্রাফারের সঙ্গে, যাদের কাজের মধ্যে মিশে আছে জীবনের নানা গল্প ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের অভিজ্ঞতা, অনুপ্রেরণা এবং সৃষ্টিশীল যাত্রার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। **—রোকেয়া দীপা।**

ফটোগ্রাফার হৃদয় অনির্বাণ খন্দকার

আরেকজন ফটোগ্রাফার-হৃদয় অনির্বাণ খন্দকার। তিনি একজন আলোকচিত্রী ও চিত্রনাট্যকার। তিনি মূলত ডকুমেন্টারি ও স্টোরিটেলিং ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন। ল্যান্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল গল্প তার ছবির বড় অংশ জুড়ে থাকে। মানুষের জীবনধারা, সংগ্রাম এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক তার ছবির প্রধান বিষয়বস্তু।

হৃদয় অনির্বাণ এর জন্ম ১৯৮১ সালে। তিনি একাধারে সৃজনশীল চিন্তক, ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলার ও সাংস্কৃতিক নথিকার। তিনি নিউইয়র্ক সিটির লা'গার্ডিয়া কমিউনিটি কলেজ (সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক) থেকে ফাইন আর্টস ফটোগ্রাফিতে অ্যাপ্লাইড সায়েন্স-এ অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ করেছেন। পাশাপাশি তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্রুকলিন কলেজে ফিল্ম প্রোডাকশনে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করছেন। এছাড়াও এখনও নিয়মিত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন, শিল্পীদের কাছ থেকে শিখেছেন, নিয়মিত Museum, Gallery তে তিনি যান।

২০০৯ সাল থেকে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কাজ করেছেন জোগি-মোশন স্টুডিও ও কারুজ কমিউনিকেশন্স এ ক্যামেরাম্যান হিসেবে; যেখানে একাধিক প্রামাণ্যচিত্র ও ফিকশন প্রজেক্টে অবদান রেখেছেন। সিণ্ডিকেট ফিল্মস এর ট্রাভেল সিরিজে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া তিনি কয়েকটি টেলিভিশন নাটকে অভিনয়ও করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রবাসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এর প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন। এরইমধ্যে তিনি চারটি আলোকচিত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন: লাইফ এন্ডিউরিং ডিউরিং আ প্যান্ডেমিক (২০২০), মিসিং দ্য বিট (২০২০), মেকিং আ লট আউট অব লিটল (২০২৩) ও লিভিং অফ দ্য ল্যান্ড (২০২৪)। তার ওয়েবসাইট: www.hakhandakar.com

ফটোগ্রাফিতে আসার সখ কেনো হলো-এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "কলেজে থেকেই আমি মানুষ আর পরিবেশের গল্পগুলো খুব গভীরভাবে দেখতাম। ক্যামেরা হাতে পেয়ে বুঝলাম, এই গল্পগুলো ধরে রাখার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো ফটোগ্রাফি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর পরিবেশগত পরিবর্তনের গল্পগুলো ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছে থেকেই আমার ফটোগ্রাফির পথচলা শুরু।"

তার সৃজনশীল কাজ ফাইন আর্টস ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্র নির্মাণকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।

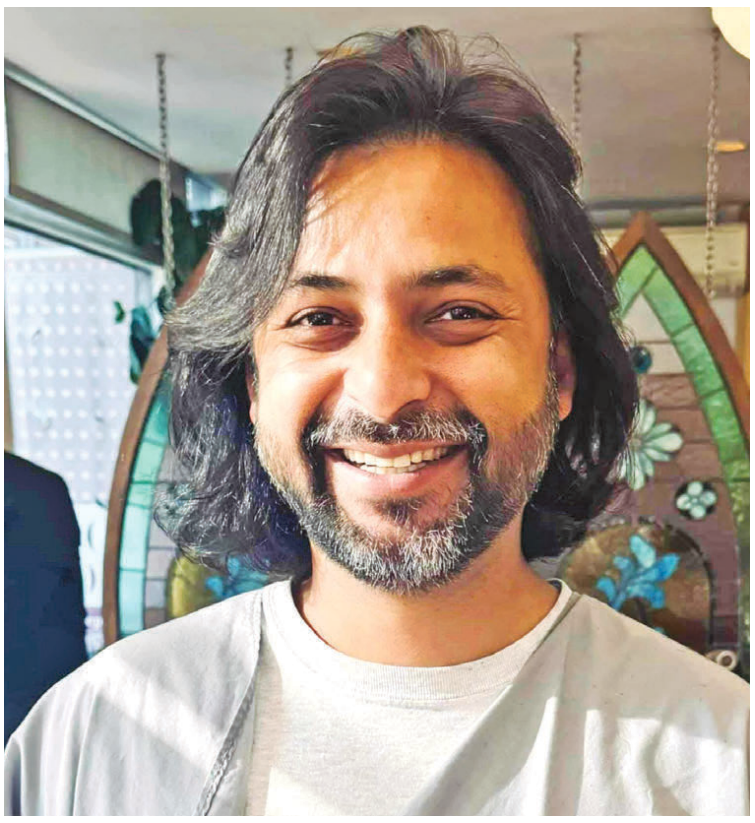

মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্পই তার ছবির মূল উপজীব্য বলে জানান। পছন্দের ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তিনি বলেন," আমার পছন্দ মূলত ডকুমেন্টারি ও স্টোরিটেলিং ফটোগ্রাফি। এর ভেতর ল্যান্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট আর কমিউনিটি-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল গল্প বেশি করি। মানুষের জীবনধারা, সংগ্রাম আর পরিবেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কই আমার ছবির মূল বিষয়বস্তু।"

তার দীর্ঘমেয়াদি ডকুমেন্টারি প্রজেক্ট "রুরাল রিলস" শুরু হয় ২০২৩ সালের আগস্টে। এ প্রকল্পে তিনি আমেরিকার গ্রামীণ জনপদের পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা ও জলবায়ু সংকটকে কেন্দ্র করে কাজ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের আদিবাসী সম্প্রদায়, মেইনের দক্ষিণাঞ্চলের মৎস্য গ্রাম, এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার ও ভারমন্টের কৃষিভিত্তিক অঞ্চল। তিনি জানান, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে এ নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হবে এবং একই বছরের প্রদর্শনীতে তা উপস্থাপিত হবে।

একইসঙ্গে তিনি তার আসন্ন নাট্য চলচ্চিত্র "দ্য লাস্ট ফলি"এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা বর্তমানে প্রযোজনার অর্থায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ব্রড চ্যানেল অঞ্চলে সেট করা এ চলচ্চিত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সংকট ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনিতে দেখা যায়, এক চরিত্র দ্বিধায় পড়ে, থাকবে নাকি ছেড়ে যাবে! এর ভেতর দিয়ে উঠে আসে পরিচয়, মাটির টান, এবং "জলবায়ু উদ্বাস্তু"দের নীরব স্থানান্তরের গল্প।

তার আলোকচিত্র দেশ-বিদেশের নানা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীগুলো হলো-লাইফ এন্ডিউরিং-ডিউরিং প্যান্ডেমিক (একক প্রদর্শনী) খুলনা, বাংলাদেশ (১-৪ ডিসেম্বর, ২০২০), এবং প্রথম আলো অফিস, কুইন্স, নিউইয়র্ক (৩ অক্টোবর, ২০২০), মিসিং দ্য বিট (একক প্রদর্শনী) খুলনা, বাংলাদেশ (২৮-৩০ নভেম্বর, ২০২০), লকডাউন (সম্মিলিত প্রদর্শনী) ইটজি চাইনিজ, কুইন্স, নিউইয়র্ক (৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০), আদারনেস (সম্মিলিত প্রদর্শনী) স্প্রিং স্ট্রিট ন্যাচারাল, ম্যানহাটন (২১ জুন, ২০১৮)।

এ মাসেই তার নতুন একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। তার শিল্পচর্চা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে, তবে মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে যায়, মানুষের গল্প, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবর্তিত ভূদৃশ্য।

হৃদয় অনির্বাণ তার প্রিয় ক্যামেরা এবং লেন্স প্রসঙ্গে বলেন, "আমি DSLR Canon 5D Mark II এবং film camera Nikon FM2 ব্যবহার করি। লেন্সের মধ্যে Canon L-series এর 35mm, 85mm, 200mm আমার প্রিয়। Nikon এর সাথে 35mm লেন্স ব্যবহার করি। শুরুর দিকে ছাত্রাবস্থায় ব্যবহার করেছি ভঙ্গুর Olympus OM1, তখন অর্থনৈতিক বেশ খারাপ ছিলো। "

ছবি তোলার পর সাধারণত তিনি অ্যাডোব ব্রিজ ও ফটোশপ ব্যবহার করেন। দ্রুত এডিটের জন্য মাঝে মাঝে অ্যাডোব ব্রিজ এর ক্যামেরা র' ব্যবহার করেন। এগুলোর মাধ্যমে কালার কারেকশন, ক্রপিং, টোন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইত্যাদি করেন। পোস্ট-প্রোডাকশনে তিনি ছবির ফ্ল্যাটনেস কমিয়ে কনট্রাস্ট বাড়ানোর চেষ্টা করেন, যাতে ছবি আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

আলো কোথা থেকে আসছে, বিষয়বস্তু কেমনভাবে ফ্রেমে বসানো হচ্ছে, কম্পোজিশন ও ব্যাকগ্রাউন্ড, ছবির মাধ্যমে কী বার্তা বা গল্প বলা হচ্ছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন হৃদয় অনির্বাণ। তবে তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল-ছবিগুলো ভালো লাগছে কিনা, ছবি মুর্হুতগুলো উপভোগ করছে কিনা।

একটি ভাল ছবি তোলার জন্য সঠিক কম্পোজিশন, আলো–অন্ধকারের ভারসাম্য, ছবির ভেতর অনুভূতি আর গল্প, টেকনিক্যাল দক্ষতা (শাটার স্পিড, অ্যাপারচার, আইএসও) গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।

তার তোলা সবচেয়ে পছন্দের ছবি "Life Enduring During a Pandemic" সিরিজের ছবিটি, কারণ এতে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আশা আর এক অদৃশ্য ভয়ের সময়কে তিনি নথিভুক্ত করতে পেরেছিলেন। এটা শুধু ছবি নয়, এক ইতিহাসের দলিল মনে করেন তিনি।

এই পেশায় তার জীবনের গুরুত্বপুর্ন ঘটনা ছিল ২০২০ সালের মহামারীর সময়। সেই সময়ে তিনি ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম নথিবদ্ধ করতেন। এই অভিজ্ঞতাই তাকে পরিচিতি দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে ডকুমেন্টারি প্রজেক্টের প্রতি আরও গভীরভাবে যুক্ত করে। বিশেষ করে বলতে গেলে, ঘটনাক্রমে প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা'র সাথে পথ চলা।

ফটোগ্রাফির ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। কারণ এটি অতীত ও বর্তমানের ঘটনাকে দৃশ্যমান প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করে, যা ইতিহাসকে বুঝতে, সংরক্ষণ করতে এবং অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করে।তিনি বলেন, "এটি যোগাযোগ ও শিক্ষাগত তথ্যের প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মানব সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির গভীরতর বোধগম্যতা তৈরি করে এবং মুদ্রণযন্ত্রের পর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়।"

ফটোগ্রাফি থেকে আয় সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করি, যেখানে সংবাদমাধ্যমে ছবি প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমার করা ফটোবুক ও প্রদর্শনী থেকেও সামান্য আয়ের সুযোগ হয়। আমার লং-টার্ম ডকুমেন্টারি প্রজেক্ট ও ট্রাভেল সিরিজ থেকেও আয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। স্পষ্ট করে বলতে, বর্তমানে ছবি আমি প্রয়োজনের তাগিদে, দায়বদ্ধতা বা নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য তুলি। চলচ্চিত্র মাধ্যমই আমার প্রধান পেশা।" ভবিষ্যতে Fine-art Photography তে Mixed media নিয়ে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি।

নতুন ফটোগ্রাফারদের জন্য তিনি বলেন, "শুধু নিত্য নতুন যন্ত্র বা তার আপডেট নয় বরং নতুন নতুন টেকনিককে সাথে করে গল্প বলার ক্ষমতা বাড়ালে ভালো হয়। প্রতিদিন ছবি তোলা ও অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন কারণ ভালো আলোই ছবিকে জীবন্ত করে তোলে। ধৈর্য ধরতে হবে ও নিজের ভিজ্যুয়াল স্টাইল তৈরি করতে হবে।"

ফটোগ্রাফি এখন তার জন্য পেশা ও আবেগ দুই-ই। শখ থেকে শুরু হলেও বর্তমানে তিনি এটিকে জীবনপথ ও পেশা হিসেবে নিয়েছেন।

ফটোগ্রাফার আলী রেহান

আলী রেহান একজন সিনিয়র আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফার, সিনেম্যাটোগ্রাফার এবং স্যাফায়ার রিয়েল এস্টেট মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা।আলী রেহান এর বিশ্বাস, প্রতিটি ছবি একটি মুহূর্তকে ধরে রাখে, ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে।

শিল্পী পরিবারের বেড়ে ওঠা তিনি ছোটবেলা থেকেই শিল্পকে জীবনের অবলম্বন করে বাঁচতে শিখেছেন। তার বাবা চিত্রশিল্পী মতলুব আলী এবং মা হাওয়াইয়ান গিটার শিল্পী রেহানা সুলতানা।

বাবা মা তাকে ছোটবেলা থেকেই কাজের ভেতর দিয়ে অমর হয়ে থাকতে শিখিয়েছেন বলে জানান তিনি। এই বিশ্বাস নিয়েই গত চৌদ্দ বছর ধরে তিনি আলোকচিত্র ও সিনেমাটোগ্রাফির পেছনে সময়, শ্রম আর ভালোবাসা ঢেলে গড়েছেন তার পথ। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোস্টার গ্রুপ এর হোমস ডটকম প্ল্যাটফর্মে সিনিয়র আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান, স্যাফায়ার রিয়েল এস্টেট মিডিয়া।

শিল্প থেকে পেশায় যাত্রা নিয়ে তিনি বলেন, "আমার ক্যামেরার ফ্রেমের আড়ালে আছে বহু বছরের সংগ্রাম, অধ্যবসায়, আত্মত্যাগ আর স্বপ্নের গল্প। শিল্প থেকে পেশায় যাত্রা কিছুটা এইভাবে।"

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। পড়েছিলেন ব্যবসায় প্রশাসনে। কিন্তু তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় একটি ছোট ঘটনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফর্ম পূরণের সময় বাবা তার তিনটি শখ লিখেছিলেন: মিউজিক, ফটোগ্রাফি আর ক্রিকেট। সেই ফটোগ্রাফি শব্দটাই যেন অজান্তে তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। পড়াশোনার ফাঁকে ছবি তোলা হয়ে ওঠে নেশা। ধীরে ধীরে ক্যামেরা হয়ে ওঠে তার নতুন স্বপ্নের জানালা।

এই আগ্রহ থেকেই বাংলাদেশের খ্যাতনামা আলোকচিত্রী চঞ্চল মাহমুদ ও প্রীত রেজার কাছ থেকে শিখেন ফটোগ্রাফির প্রাথমিক পাঠ। তখনও জানতেন না, এই শখই একদিন তার পেশা হবে।

বিবিএ শেষ করার পর তার পরিবার আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা ভিসা পায়। সবাই ভেবেছিল তিনি এমবিএ করবেন। কিন্তু তিনি জানালেন, তিনি ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়তে চান, এই নেশাকেই পেশায় রূপ দিতে চান।পরিবারের সম্মতিতে ২০১৪ সালে ভর্তি হন নিউইয়র্ক ফিল্ম একাডেমিতে, কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফির দুই বছরের ফুলটাইম কোর্সে।

তিনি বলেন, "পড়াশোনার খরচ জোগাতে বাবার পেনশন, আমার স্কলারশিপ আর সেই সাথে আত্মীয়স্বজনদের আত্মত্যাগই ছিল ভরসা।"

কোর্স শেষ করে দেশে ফিরে স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে সংগ্রাম শুরু করেন। এসময় কাজ করেন কাউন্টার ফটো নামক প্রতিষ্ঠানে এবং শুরু করেন নিজের ফটোগ্রাফি স্কুল অপাসিটি। পরে স্ত্রী ভিসা পাওয়ার পর আবার ফিরে আসেন নিউইয়র্কে।

মার্কিন ক্যারিয়ার ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, "নিউইয়র্কে প্রথম কাজ করি অ্যান্টফার্ম নামের একটি ডায়মন্ড জুয়েলারির বিজ্ঞাপন সংস্থায়। অনেকের ধারণা ছিল ফটোগ্রাফার মানেই শুধু বিয়ের ছবি তোলা। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম-ফটোগ্রাফি একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প ও পেশা, যা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট জগতে উচ্চপর্যায়ের চাকরিও করা সম্ভব।"

ফ্রিল্যান্স জীবনে কাজ করেছেন বিশ্বের নামকরা বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের সঙ্গে-রোলেক্স, প্যাটেক ফিলিপ, গুচ্চি, রিস্ট অ্যাফিসিওনাডো, অ্যাভি অ্যান্ড কো।

তিনি মনে করেন একজন বাংলাদেশি হিসেবে এই অভিজ্ঞতা যেমন সম্মান, তেমনি দেশের প্রতিনিধিত্বের সুযোগও এনে দিয়েছিল।

তার নতুন সূচনা সম্পর্কে জানান, স্যাফায়ার রিয়েল এস্টেট মিডিয়া। ২০২০ সালের লকডাউনে তিনি অর্জন করেন (এফ-এ-এ) ড্রোন পাইলট

> আলী রেহান ফ্রিল্যান্স জীবনে কাজ করেছেন বিশ্বের নামকরা বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের সঙ্গে-রোলেক্স, প্যাটেক ফিলিপ, গুচ্চি, রিস্ট অ্যাফিসিওনাডো, অ্যাভি অ্যান্ড কো

লাইসেন্স এবং করেন রিয়েল এস্টেট মিডিয়ার ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ। পরে কাজ করেন শাটারফ্লাই ও চেজ কনটেম্পোরারির মতো প্রতিষ্ঠানে।

তিনি বলেন, "কিন্তু আমার মন সবসময় চেয়েছে আরও বড় কিছু করার। তাই জন্ম নেয় আমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান-স্যাফায়ার রিয়েল এস্টেট মিডিয়া।"

বর্তমানে তিনি এবং তার স্ত্রী এ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠান বিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট প্রপার্টির জন্য হাই-এন্ড ফটো, ভিডিও, ম্যাটারপোর্ট থ্রি–ডি, ড্রোন সার্ভিস এবং ভার্চুয়াল স্টেজিং সেবা দিয়ে আসছে। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা কাজ করছি নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেকটিকাট জুড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, একমাত্র বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই হাই-ভ্যালু ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করার জন্য গৌরব আছে আমাদের।"

উপমহাদেশের প্রথম গ্রাজুয়েট, বাঙালি কবি কামিনী রায়

রোমেনা রোজী

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী `পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

মানব-জীবনের লক্ষ্য ও কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিৎ তা-ই আমরা জানতে পারি এই কাব্যাংশ থেকে; মানুষের এই জীবনের আলেখ্যের মূল রচিয়তা কবি কামিনী রায়। স্কুলের ক্লাস এইটের পাঠ্যবইয়ের কবি কামিনী রায়ের 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মর্মার্থ আজও আমাদের চলার পথে দ্বিধার পাহাড় ডিঙোতে প্রেরণা জোগায়।

কবি কামিনী রায় ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের চন্দ্রদীপ (বরিশাল জেলা)-এর অন্তর্গত বাকেরগঞ্জ মহকুমার ঝালকাঠির বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এক বৈদ্য পরিবারে জন্মেছিলেন কামিনী রায়। তাঁর পিতার নাম চন্ডীচরণ সেন এবং মাতার নাম বামাসুন্দরী দেবী; কামিনী রায় ছাড়াও তাদের আরেকটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান ছিলো।ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত তাঁর বাবা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন বিচারক, লেখক ও ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা। তাই বুঝি লেখাপড়ার মর্মটা বুঝেছিলেন ভালো করেই। একটু দেরিতে হলেও ১২ বছর বয়সে মেয়েকে ভর্তি করেছিলেন কলকাতার এক বোর্ডিং স্কুলে। কামিনী রায়ের শৈশবের দিনগুলি ছিল অনেক সুন্দর। ছোটবেলায় তাঁর পিতামহ তাঁকে কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে শেখাতেন। তাঁর মা গোপনে বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন। কারণ তখনকার যুগে হিন্দু নারীদের লেখাপড়া গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

তাঁর পিতা বিচারিক পেশায় নিয়োজিত থাকলেও ব্রাহ্ম মতের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কামিনী রায়ের পড়াশুনার হাতেখড়ি তাঁর পরিবারের মধ্যেই, বিশেষত মায়ের কাছে। বাড়িতেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং শিশুশিক্ষা শেষ করে নয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হন এবং ওই বছরই আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৪ বছর বয়সে তিনি মাইনর পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা বেথুন স্কুল হতে এন্ট্রান্স (মাধ্যমিক) পরীক্ষা ও ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ফার্স্ট আর্টস (উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেথুন কলেজ হতে তিনি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রথম নারী হিসাবে সংস্কৃত ভাষায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি বেথুন কলেজেই শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে "রূপসী বাংলার" কবি জীবনান্দ দাশের পরেই প্রধান কবি কামিনী রায়। তিনি একাধারে ছিলেন একজন কবি, সমাজকর্মী এবং নারীবাদী লেখিকা; তদুপরি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক। তৎকালে মেয়েদের শিক্ষা বিরল ঘটনা ছিল। সেই সময়ে কামিনী রায় নারীবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। লিখেছিলেন সব অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ও নারী জাগরণের পক্ষে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে নারীকল্যাণে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কামিনী রায় ভারতের প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং তিনি সব সময়ই শিক্ষানুধ্যায়ীদের ভালোবাসতেন, উৎসাহ দিতেন ও সহযোগিতা করতেন অন্য নারী সাহিত্যিকদের। তিনি ১৯২৩ সালে এক সম্মেলনে বরিশাল এলে কবি বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে লেখালেখির বিষয়ে প্রবল উৎসাহ দেন এবং মনোনিবেশ করতে বলেন। তিনি ১৯২২-২৩ সালে নারীশ্রম তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সহসভাপতি ছিলেন।

তাঁর কবিতা পড়ে বিমোহিত হন সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে কামিনী রায়ের সাথে সাথে কেদারনাথ রায়ের বিয়ে হয়। অথচ বিয়ের পর সংসারকেই কবিতা মেনে ছেড়েছিলেন কবিতা লেখা। তাঁদের ৩ টি সন্তান জন্মায়। প্রথম সন্তানটি জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই (১৯০০ সালের দিকে) মারা যায়, তার নাম জানা যায়-নি; অপর দুই সন্তানের নাম ছিলো লীলা রায় ও অশোকরঞ্জন রায়। ১৯০৩ সালে কামিনী রায়ের বোন কুসুম, ১৯০৬ সালে প্রথমে ভাই ও পরে বাবা মারা যায়। ১৯০৮ সালে তার স্বামী কেদারনাথ রায় ঘোড়ার গাড়ী উল্টে গিয়ে আঘাত পেয় মারা যান এবং এর কয়েক বছরের মধ্যে তিনি সন্তান লীলা ও অশোককেও হারান। এভাবে মাত্র ৭ বছরের মধ্যে প্রায় সকল আপনজনকে হারিয়ে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে ভেঙে পড়েন। প্রিয়জন হারানোর শোক ও দুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাঁর এই ব্যাথ্যাতুর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি আমরা তাঁর রচনায় খুজে পাই।

করিতে পারি না কাজ/
সদা ভয় সদা লাজ/ সংশয়ে
সংকল্প সদা টলে,-/ পাছে
লোকে কিছু বলে।'

কবি কামিনী রায়ের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ যেমন আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদ, অবসাদ, আর্তনাদ, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-মর্ত, ভয়, আলো-আঁধার, অশ্রু, জীবন-মরণ, মলিন, শোক, বেদনা, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির দিকে তাকালেই বোঝা যায় তিনি জীবনের ইতি ও নেতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে তিনি জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, দুঃখ, বিষাদকেই প্রধান বিষয় করে তুলেছেন।

কবি কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খুব অল্প বয়স থেকে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া' কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কামিনী রায় কবিতা লেখার শুরুতেই মধ্যযুগের নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং মহাজগতকে পরস্পর বিরুদ্ধ শব্দ দ্বারা চিনতে শিখেছিলেন। পৃথিবীকে ও তার বস্তুসমূহকে সাদা-কালো, আলো-আঁধার, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বিপরীত শব্দ দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন এবং পরপর বিপরীত শব্দগুলো দ্বারা কবিতার বাক্য গঠন করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে; যেমন_ 'কেউ হাসে, কাঁদে কেউ/.....দুঃখে-সুখ রয়েছে বাঁচিয়া', 'জীবন ও মরণের খেলা', 'ভাসাইয়া ক্ষুদ্র তরী, দিবালোকে, অন্ধকারে', জীবন-মরণ একই মতন', 'মুক্তবন্দি' ইত্যাদি অনেক ধরণের বাক্য তিনি ব্যবহার করেছেন। বাঙালি প্রায় সব কালেই সবকিছুকে এরকম পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে যা দ্বান্দ্বিক হলেও যান্ত্রিকতা-দোষে দুষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক; সাদা-কালোর মাঝেও অনেক স্তর রয়েছে; মানুষ শুধু ভালো বা মন্দ নয়, সে আরো অনেক কিছু; আলো-অন্ধকার নিয়েই মানুষের জীবন নয়, জীবনের নানা দিকে রয়েছে বৈচিত্রের বর্ণিল সমাহার। এরকম বিস্তৃত জায়গাতে মানুষকে কামিনী রায় দেখেছেন সাদা চোখে একদেশদর্শি মানুষের চিন্তার মতো।

তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বাধিক। তিনি যেহেতু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, সেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত তাঁর কবিতাগুলো অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মানের। তাঁর কবিতায় জীবনের সাধারণ ঘটনাবলি হৃদয়ের সুকুমার অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও মনে করা হয়, তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব রয়েছে, তবু কামিনী রায়ের লেখার ঢং যে আলাদা, তা বোঝা যায় তাঁর সাহিত্য পড়লে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী জাগরণে আসামান্য অবদান এবং তৎকালীন পশ্চাৎপদ সমাজের মধ্যে থেকেও প্রথম স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি কামিনী রায়ের স্মরণে ১৯২৯ সাল থেকে 'জগত্তারিণী পুরস্কার' প্রবর্তন করে। তিনি ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতি ও ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শেষজীবনে কবি কামিনী রায় ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের হাজারীবাগে বসবাস করতেন এবং এখানেই ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জীবন থেকে অবসর নেন ক্লান্ত কামিনী রায়।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আলো ও ছায়া প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভূমিকা লিখে দেন। কামিনী রায় একসময় 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন।

তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো- নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকী (১৮৯৭), গুঞ্জন (শিশুকাব্য, ১৯০৫), ধর্ম্মপুত্র (অনুবাদ, ১৯০৭), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), অশোকসঙ্গীত (সনেট, ১৯১৪), অম্বা (নাটক, ১৯১৫), বালিকা শিক্ষার আদর্শ (১৯১৮), ঠাকুরমার চিঠি (১৯২৪), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে (সনেট, ১৯৩০)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' তাঁর দু'টি প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা। এ ছাড়া ১৯০৫ সালে তিনি শিশুদের জন্য গুঞ্জন নামের কবিতা সংগ্রহ ও প্রবন্ধ গ্রন্থ বালিকা শিক্ষার আদর্শ রচনা করেন।

কথা সাহিত্যিক সাইফুর রহমানের 'ইতিহাসের গল্প' বই আলোচনা

ফারজানা নাজ শম্পা, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া কানাডা

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম নাম সাইফুর রহমান।লেখক তাঁর সাহিত্যর শাণিত কলমকে ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ, প্রতীক ও মানবিক মর্মবোধের এক অনন্য সাধনায়। সাইফুর রহমানের সাহিত্য শুধুমাত্র সমাজ এবং রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে গভীর সংলাপের ক্ষেত্র উন্মোচন করে।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ' সৃজন' প্রকাশনা হতে প্রকাশিত লেখকের 'ইতিহাসের গল্প 'বইটি অতি সম্প্রতি পাঠের সুযোগ হয় বইটির নান্দনিক উজ্জ্বল পরিচ্ছদ চিত্র এবং উপস্থাপন সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে l 'ইতিহাসের গল্প' এই সংকলনের প্রতিটি প্রবন্ধে লেখক গভীর দার্শনিক বিশ্লেষনের দ্বারা অস্তিত্ব, সময় ও মানবজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটের অন্বেষণ ঘটিয়েছেন l সাইফুর রহমান ইতিহাসকে কেবল তথ্যের ধারক হিসেবে না দেখে, বরং জীবনদর্শনের আয়নায় প্রতিফলিত এক অনন্ত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেন।

লেখকের লেখায় মনস্তাত্ত্বিক অনুধাবনে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজের প্রভাব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। সাইফুর রহমানের ভাষার সৌন্দর্য সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যিক যা পাঠককে ইতিবাচক জীবন চিন্তায় নিমজ্জিত করে। ভাষার শব্দবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি গল্প বিকাশের ক্ষুরধার, শানিত মাধুর্য সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের বারবার চিন্তা করতে শেখায় আর জীবনধর্মী নির্দেশনা দেয়। অশ্রুত আর সমৃদ্ধ বৈশ্বিক ইতিহাসের গতানুগতিক বর্ণনা নির্ভর লেখায় লেখক শব্দের সুনিপুণ চিত্রগল্প দ্বারা ইতিহাস আর ঐতিহ্যের অলিগলি পরিভ্রমণ করান যা একনিষ্ঠ পাঠককে ঘটনার আবহে জীবনপ্রবাহের নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই খুঁজে পায় l সাহিত্য, দর্শন এবং মানবিক আবেগের স্বয়ংসম্পূর্ণ সংমিশ্রণ। বইতে চৌদ্দটি প্রবন্ধ শিরোনাম চিত্তাকর্ষক এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

'আশ্চর্য বৃক্ষ ও সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের ঝুলন্ত বাগান', 'ঘৃণাভরে ঘুস প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার', 'একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য', 'দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে', 'জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি', 'নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন', 'অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ', 'নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস', 'পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা', 'কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা', 'নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও', 'ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি সাহিত্যিকদের অবদান'—পর্যায়ক্রমে বইয়ের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করছি। বইটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিটি প্রবন্ধে আছে গল্পের রীতিতে লেখক সাইফুর রহমানের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন, প্রতীক, প্রতিবাদ এবং পাঠকের চিন্তা জাগানোর এক উদার, সমৃদ্ধ প্রয়াস।

'ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদ নেজারের রানি আমিতিসের জন্য নির্মিত ঝুলন্ত উদ্যানকে কেন্দ্র এই ইতিহাসের নানা সম্রাটের বৃক্ষপ্রেম ও বাগানপ্রেম তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্যের উৎস নয়, বরং মানুষের আবেগ, সভ্যতার নান্দনিকতা ও রাজকীয় মহিমার প্রতীক। তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন অতীতের এই দৃষ্টান্ত আজকের জলবায়ু সংকটেও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। 'ঘৃণাভরে ঘুস প্রত্যাখ্যান করলেন আলেকজান্ডার' প্রবন্ধে লেখক মহাবীর আলেকজান্ডারের নৈতিক দৃঢ়তা এবং নেতৃত্বের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি সমাজে বিরাজমান দুর্নীতি ও ঘুস প্রথার সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব এবং একজন আদর্শ নেতার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা করেছেন।

'একজন বীর, একটি বই ও বিশাল সাম্রাজ্য' প্রবন্ধে লেখক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের বীরত্ব, তাঁর বই ও সাহিত্যপ্রেমের ইতিবাচক প্রভাব পুরো সাম্রাজ্যের উপর ফেলেছে, তা গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও নেতৃত্বে পাঠ্যবস্তু এবং সেই আলোকে আদর্শ জীবনচর্চার গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'দারিয়ুসের তিল বনাম আলেকজান্ডারের সরষে' প্রবন্ধে লেখক দুটি প্রতীকী চিত্র তুলে ধরেছেন দারিয়ুসের ঐশ্বর্য ও মহাবীর আলেকজান্ডারের সরলতা একই সাথে এর মধ্যে এক দর্শনগত দ্বন্দ্ব। এছাড়া ক্ষমতা, রাজকীয়তা ও দার্শনিক জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখা যায়।

'টিপ বিতর্ক ও বাঙালীর টিপ পরার ইতিহাস"প্রবন্ধে লেখক ব্যক্ত করেন টিপ শুধুমাত্র সাজসজ্জার অনুসঙ্গ নয়, তা বাঙালি নারীর আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবস্থান তুলে ধরে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে লেখক জানিয়েছেন যে টিপ পরা বাঙালি নারীদের বহুপ্রাচীন অভ্যাস, যার ভিত গড়ে উঠেছে ধর্ম ও শ্রেণি নির্বিশেষে। এক পুলিশের বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে লেখক লেখাটিতে নারীর স্বাধীনতা, পছন্দ এবং সম্মানের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন। লেখকের এই লেখাটিতে সাহসিকতার সঙ্গে নারীর সাংস্কৃতিক অধিকারকে সমর্থন করেছে এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান নিয়েছে। টিপ, পোশাক ও রূপসজ্জা নিয়ে বিতর্ক আসলে সংস্কৃতি, ধর্ম ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জটিল মিশ্রণ।'লেখক দেখিয়েছেন, ইতিহাসে টিপের শিকড় হিন্দু ধর্মীয় আচারে বিশেষত হিন্দু তিলক

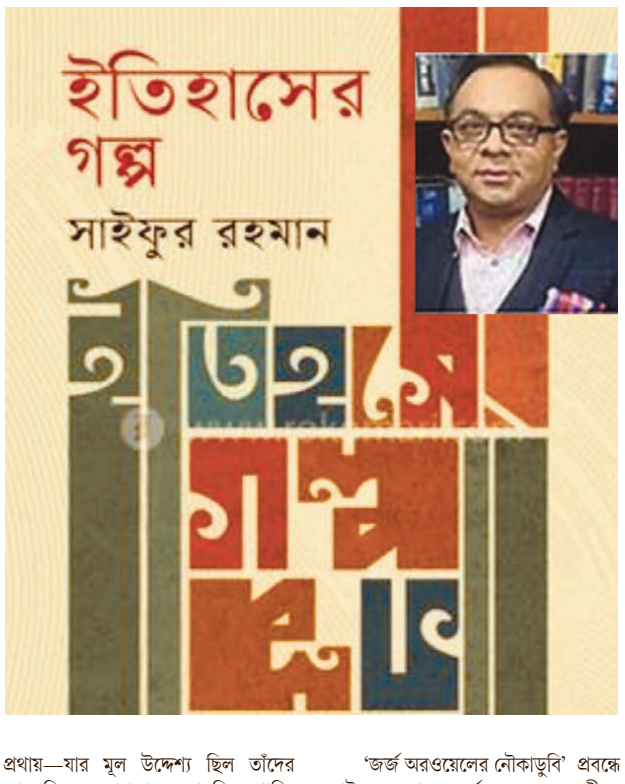

প্রথায়—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের আধ্যাত্মিক একাগ্রতা ও মানসিক শান্তি, রূপসজ্জা নয়। লেখক আরো প্রাচীন সাহিত্য, পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি এবং নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেও নারীর টিপ ব্যবহারের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না সেদিকটাও আলোচনায় এনেছেন l

তবে লেখক সাইফুর রহমান জোর দিয়েছেন যে কোনো বিষয় হাজার বছরের সংস্কৃতি না হলেও মানুষ চাইলে সেটি ব্যবহার করতে পারে, যেমন কোট-প্যান্ট বা কুচি দিয়ে শাড়ি পরা। তাই কারও টিপ পরা বা না পরা বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার, এটিকে বিতর্কের বিষয় বানানো অযৌক্তিক। হাস্যরসের আলোকে মনে করিয়ে দিয়েছেন ফ্যাশন ও শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে বদলায়। তাই লেখকের মতে আধুনিকতা বা গোঁড়ামির নামে কারও পোশাক-অলংকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নৈতিক অধিকার কারও নেই।

সামাজিক বৈষম্য ও দ্বিচারিতার প্রেক্ষাপট হতে লেখক দেখান—টিপ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ হলেও, হিজাব পরার কারণে ছাত্রীরা মার খাওয়ার ঘটনায় সেলিব্রিটিদের নীরবতা সামাজিক পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচায়ক। অর্থাৎ, প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও বাছবিচার আছে। স্বল্প পোশাককে আধুনিকতা আর হিজাবকে পশ্চাৎপদ ভাবা ইতিহাসজ্ঞানহীনতা। ইউরোপের মধ্যযুগেও সম্ভ্রান্ত নারীরা আবৃত পোশাক ও মাথা ঢাকার রীতি মানতেন এবং শালীনতার মানদণ্ড সময় ও সমাজভেদে পরিবর্তন হয়।

'জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি' প্রবন্ধে সাইফুর রহমান জর্জ অরওয়েলের জীবন থেকে নেওয়া নৌকাডুবির প্রতীকী বিশ্লেষণে সত্য, কর্তৃত্ব ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব চিত্রায়িত করেছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় পৌঁছায় প্রবন্ধটি। এছাড়া নৈরাজ্যবাদী শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অরওয়েলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতীকী ব্যাখ্যা। লেখক দেখিয়েছেন, "জর্জ অরওয়েলের নৌকাডুবি" শুধু নৌকাডুবির ঘটনা নয়, বরং জর্জ অরওয়েলের জীবন, লেখালিখি, তাঁর সংগ্রাম ও লেখক হয়ে ওঠার ইতিহাসকে বর্ণিত করেছে। লেখক এই লেখায় কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলেছেন -দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দুর্যোগ, স্কটল্যান্ডের ভয়ংকর ঘূর্ণিস্রোতে নৌকা ডুবে যাওয়ার সময় অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান জর্জ অরঅয়েল ও তাঁর পরিবার। যদি সেদিন মৃত্যু ঘটত, তবে Nineteen Eighty-Four র মতো কালজয়ী উপন্যাস কখনোই রচিত হতো না।

'নিঃসঙ্গবাসে জুল ভার্ন, হুমায়ূন আহমেদ ও ডিকেনসন' প্রবন্ধে তিনজন লেখকের নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা তাদের সাহিত্যিক সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকের এই লেখায় অনুভব করা যায়, নিঃসঙ্গতা এখানে ক্লান্তি নয়, বরং সৃজনশীলতার অনুষঙ্গ। সাইফুর রহমান দেখিয়েছেন, লেখকের নিঃসঙ্গতার মাঝে সৃষ্টিশীলতার দ্যুতি—যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে চিরন্তন সাহিত্য।

'অ্যালিস মুনরো: এ সময়ের চেকভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সাইফুর রহমান কথাসাহিত্যিক অ্যালিস মুনরোর গল্প বলার ধারা, চরিত্রের অনুরণন এবং মানবিকতা তুলে ধরে তুলনা করেছেন চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাই প্রবন্ধটি সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং সংলগ্ন যুগের ভাবধারার অসাধারণ নিরীক্ষণ। নারীর অভিজ্ঞতা ও মানবিক রূপান্তরকে ছোটগল্পে তুলে ধরা, সাহিত্যিক সংবেদনশীলতায় ভরপুর। সবই ঘটেছে সাইফুর রহমানের কলমে সফল ছোটগল্পের গভীরতার আবহে।

'পুরুষশ্রেষ্ঠ ও নলখাগড়া বনের রাজা' প্রবন্ধে লেখক প্রতীকীভাবে পুরুষশ্রেষ্ঠত্ববাদ এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রাজত্বের ধারণা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন রেখেছেন। লেখকের রূপকধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্ষমতা ও আদর্শের তুলনা এসেছে চমৎকারভাবে। একই সাথে উঠে এসেছে সমাজের নেতৃত্ব, শক্তি ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব। গিলগামেশ মানে "পুরুষশ্রেষ্ঠ" আর এনকিদু "নলখাগড়া বনের রাজা"। লেখক চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, দেবতাদের তৈরি করা বনমানুষ এনকিদু প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পরে হয়ে ওঠে বন্ধু। দুই চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বন্ধুত্ব মানবসভ্যতার দ্বিমুখী টানাপোড়েনকে প্রতিফলিত করে—সভ্যতা ও প্রকৃতি, রাজা ও সাধারণ মানুষ, শক্তি ও সহমর্মিতার দিক স্পষ্টতা পায় l লেখক নিনেভেহ-এর রাজকীয় গ্রন্থাগার ও আশুরবানিপালের সংগ্রহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন একই সাথে তিনি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার নিদর্শন হিসেবে গিলগামেশ মহাকাব্যকে উপস্থাপন করেছেন।

'নোবেল বিতর্ক: রবীন্দ্রনাথ ও ড. ইউনূস' প্রবন্ধটি লেখক নোবেল পুরস্কারকে কেন্দ্র করে জাতীয় আত্মমর্যাদা, সামাজিক পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে বিতর্ক তুলে ধরেছেন। লেখকের দৃষ্টিকোণ বিশ্লেষণধর্মী, তাতে মানবিক আবেগের ছোঁয়াও লক্ষণীয়। সম্মাননা, জাতীয় অহংবোধ ও জাতিগত পরিচয়ের টানাপোড়েন, বিতর্ক ও সমালোচনার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে হিটলারকে মনোনয়ন, কিসিঞ্জারের নোবেল, গান্ধীর বঞ্চনা, সার্ত্রের প্রত্যাখ্যানের মতো ঘটনাগুলো উল্লেখিত হয়েছে। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল প্রাপ্তির পর সমালোচনা ও বিদ্বেষের উদাহরণ লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ঈর্ষা, হীনমন্যতা ও ব্যক্তিস্বার্থ একজনের মহৎ অর্জনকেও বিতর্কিত করে তোলে। মূলত লেখক লেখাটিতে প্রমাণকরেছেন , নোবেল পুরস্কার যতই সমালোচনার মুখোমুখি হোক না কেন, এটি এখনও বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক, আর বড় অর্জন সবসময় প্রশংসার পাশাপাশি হিংসা ও বিরোধিতারও জন্ম দেয়।

'কবি নজরুলের কোমরে দড়ি ও প্রতিবাদের ভাষা'-প্রবন্ধে কবি নজরুল ইসলামকে বন্দী করার সময় তাঁর শরীরের প্রতি ব্যবহার ও প্রতিবাদী ভাষার প্রয়োগ তুলে ধরে লেখক স্বাধীনতার ব্যঞ্জনা তৈরি করেছেন। কবিতার ভাষা ও প্রতিবাদের রূপ এ প্রবন্ধে একাকার। নজরুলের বন্দিত্ব ও সাহসিকতা "দড়ি" প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে—তাঁর লেখার ভাষায় পাঠক খুঁজে পায় এমন এক দর্শন যা দমন নয়, বরং হয়ে উঠে প্রতিবাদের ভাষা।

'নজরুল ছিলেন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনেও' প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন নজরুল শুধু কবি নয়, এক সামাজিক বিপ্লবী—এই ধারণা আলোকে তাঁর লেখনী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের এই লেখায় প্রতিবাদ, মানবতা এবং গণসচেতনতা উঠে এসেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

'ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে কবি-সাহিত্যিকদের অবদান' প্রবন্ধে লেখক ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মনস্তত্ত্ব, দমননীতি এবং ইতিহাসের বিপজ্জনক চক্রবিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিহাসের ভূমিকা কীভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, তার উদাহরণ। লেখক সাইফুর রহমান মানবাধিকারের বিপরীতে শক্তির অন্ধ প্রয়োগ ও তাঁর বিপর্যয় বিশ্লেষণ করেছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিকরা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে কলম দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের লেখনী হয়েছে প্রমাণ, প্রতিরোধ এবং মুক্তির আহ্বান। সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা ও যুক্তিবোধ জনমানসে সুবোধ জাগায়, বিরুদ্ধচিন্তার পথ দেখায়। এই প্রবন্ধে একটি মানবিক আবেদনও আছে—যেখানে সাহিত্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং মানুষের আত্মার সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করে।

সামগ্রিক মূল্যায়নে 'ইতিহাসের গল্প' একটি চিন্তাশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধ সংকলন, যা পাঠককে শুধুমাত্র এক অতীতকেই জানায় না, বরং সেই আলোকে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে। বইটির প্রতিটি প্রবন্ধে ইতিহাস, সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনি সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্র হতে চমকপ্রদ তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে লেখকের লেখাকে অবধারিত ভাবে সাহিত্যিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছেন l প্রবন্ধগুলি পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীরা বিশ্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলবে এবং সবাই অজানা অনুধাবন করবে l

লেখকের লেখনীতে রয়েছে যুক্তির সূক্ষ্মতা, ভাষার সৌন্দর্য, ইতিহাসের গভীরতা, জীবনদর্শনের অন্তর্দৃষ্টি l ইতিহাসের গল্প বইটির ইতোমধ্যে বেশ পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে এবং আগামীতে এর বহুল প্রচার ও প্রত্যাশায় শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশক ও প্রাবন্ধিক এবং গল্পকার সাইফুর রহমানের প্রতি সাধুবাদ l

আনন্দগান

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাও, এবার গান গাও

দেখো, দুটি ফুল ফুটলো

একটি রাখো মাথার কাছে
আর একটি রাখো দুটি হাতের মাঝখানে

কিছুই হবে না—
ভাতের থালায় আগের মতোই শুধু ভাত
চলা পথ আগের মতোই ধুলো কাদায় মাখা

শুধু একটি নাম না জানা পাখি
তোমার দুয়ারে এসে বলবে—
আনন্দ পেলে তুমি শুধু গানই করবে।

তোমার আগুন

সাজ্জাদুর রহমান

কীভাবে যে রাখো তোমার
মুখের ভেতর আগুন
পোড়াতে পারো,
পোড়াতে পারেনা তোমায়–

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন আগুন
বিতরণ করো শ্মশানঘাট–চিতায়
তরতর করে বয়ে যায় নদীর মতো
আগুনের হলুদ কোলাহল
একটু একটু করে চেটে খায়
তোমার ক্ষুধার্ত শব্দের মিছিল
সহস্র গ্যালন তাপ বিদ্যুৎ পারেনা
তোমার মন ভরাতে।

অথচ পুড়ে পুড়ে পৃথিবী নিঃস্ব হলেও
তোমার আকাশে উড়ে চলে রহস্যের চাঁদ।

জলের নীল চোখে

বশির আহমেদ

এক বিদুষীর ঠোঁটে হাসির কোলাজ,
পুষ্প ভেজা বৃষ্টির সঙ্গমে গেঁথে রাখি স্মৃতির অনুষঙ্গ।
জলের নীল চোখে সময়ের অভিধান টুকরো টুকরো
করে দেয় বাসর বিলাস।
নিঃসঙ্গতা কেটে গেলে ফের ইচ্ছে হয় প্রেমিক হই,
আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেই প্রথম স্পর্শ।
হে বিদুষী তোমার চোখের পিউপিলে
আমাকে বেঁধে রাখো,
তোমাকে পাঠ করে কুড়িয়ে নেব সন্ন্যাসী জীবন।

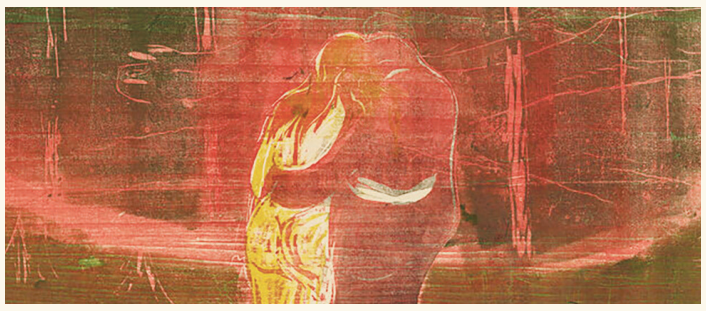

একমুঠো সুখ

রকিবুল ইসলাম

সেদিন নিশুতি ক্ষণে,
হৃদয় দুয়ার খুলে
বসেছিনু একা উদাস মনে,
চেয়েছিনু শুধু "একমুঠো সুখ!"

পাওনি তবু শুনতে,
নিশি জাগা ভোরে
ডেকেছি কত আবেগ আহ্লাদে,
চেয়েছিনু শুধু "একমুঠো সুখ!"

উপহাস, অবহেলা ভুলে,
আশায় বুক বেঁধে
বাঁচতে ভূমে নতুন করে,
চেয়েছিনু শুধু "একমুঠো সুখ!"

হেসেছিনু যত ভবে,
কেঁদেছিনু ঢের তবে
সেটা মোর নিয়তির খেয়ালে,
চেয়েছিনু শুধু "একমুঠো সুখ!"

সুখ সুখ করে,
গেলাম শুধু বিলাপ করে
আসেনি সে আপনার হয়ে,
চেয়েছিনু শুধু "একমুঠো সুখ!"

নিবিড় আলিঙ্গন

আবুল কালাম তালুকদার

প্রকৃতির আয়োজনে ফুটে ওঠে জেসমিন জুঁই
সকালের আদরে ভরে থাকে ভোরের আয়োজন
আলোর আকাশে মিশে থাকে দিনের আনন্দ
মাথার উপর থেকে শঙ্কার মেঘ চলে যাওয়ায়
নদীর পাড়ে নেমে আসে কুয়াশার সন্ধ্যা
পড়শি পাহারের আমন্ত্রণে আসে শীত
নিঃশব্দের স্রোতে ভেসে যায় মনের সব শোক
তোমার আমার চার নয়নের আকাঙ্খায়
নিবিড় অনুভবে ভরে থাকে জীবনের আনন্দ।

অভিভাবক

হাফিজুর রহমান

পৌরুষ তুমি আমার হও,
ধৈর্যে তেজস্ক্রিয়
সর্বোতকৃষ্ট সহ্যে
দায়িত্বশীলতায় অনড়;
হতে আস্থা ও বিশ্বাসের।

কান্না নয় অনুভূতি প্রবল
হেলে পড়া নয় দাঁড়ানো
দৃঢ় নীল পাহাড়ের,
আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের
যথাযথ যোগ্য হওয়ার।

ঝরা বসন্ত

রাহেলা আক্তার

কোনো এক বসন্তে ভাদ্রের তপ্ত দুপুরে
রেলের গলিতে দেখা হয়েছিল
সেই প্রথম, সেই শেষ প্রণয়ের আভাস।

ঘর্মাক্ত দেহের ক্লান্ততায়, বিন্দু বিন্দু জল
পুরো শহর জুড়ে জ্বলছে ঝলমল।

এক সাম্রাজ্য জুড়ে স্বপ্ন বুনন
নিপুণ হাতে সৃষ্টি যেনো স্বর্গীয় কানন।

এই বুঝি সারাটি বসন্ত সুবাস ছড়াবে--
ভাবিনি কখনো ভাদ্রের তপ্ত দুপুর
আমায় অতোটা পোড়াবে।

কাটে যখন সুপ্তের ঘোর,
নিঃশেষ হলো বসন্তের জোর।

অদ্ভুত মায়া

শ্যামল বণিক অঞ্জন

কি যে অদ্ভুত এক মায়ায় আবদ্ধ আমি!
জ্বলে পুড়েও-বারবার ফিরে যাই
মায়াবী আগুনের কাছে।
লোহা আগুনে পুড়ে সৃষ্টি হয় ধারালো কোন বস্তুতে ,
সোনা পুড়ে পুড়ে নয়নাভিরাম অলঙ্কারে,
কাঠ পুড়ে ছাই হয় এই আগুনেই আবার;
আমিও পুড়ে অঙ্গার হই প্রতিমুহূর্তে।
আমাকে পোড়ানো আগুনে এতো মায়া এতো তৃপ্তি!
আজন্ম নিজেকে পোড়াতে অদ্ভুত নেশায় মত্ত আমি।

অস্তিত্বজুড়ে আগুনের শিখা জ্বলে দাউদাউ করে-
নেভানোর কোনো বাসনা কখনো জাগে না মনে
জাগে না ডর-ভয় কোনো শঙ্কা!
হয়তো একদিন তপ্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে
বিলীন হতে হতে রয়ে যাবো অগ্নিশিখার সঙ্গী হয়ে।

এখনও অবশ্য তেমন করে শিখতে পড়তে পারেনি সাকিনা। প্রথম দিকে তার সেরকম আগ্রহও ছিল না। ছেলের ফোন এলে ছুটে যেত সাজিদা বিবির কাছে। তারপরে যেদিন সাহস করে ধরতে পেরেছিল ফোনটা, কথাব লতে পেরেছিল ছেলের সঙ্গে, সেদিন খুশিতে ভরে গেছিল মনটা। সত্যি, জিনিসটা খারাপ না। ভালো জিনিস। তাই মোবাইলটাকে এখন খুব যত্নে রাখে সাকিনা। ওরা সেই মোবাইল নিয়ে কী করতে চায়?

সাকিনা ওদের বলেই ফেলল কথাটা, "বাবা মোবাইলটা নিয়ে তুমরা কী করবে বল। ঐ ক-দিন আগে কিনে দিয়ে গেছে ছেলেটা। আমি এখনও জানিই নাই কিছু, কেমন করে মোবাইল টিপতে হয় সেও জানি নাই।"

ছেলেগুলো এবার হুঙ্কার দিয়ে বললে, "তার মানে তুই আনবি না মোবাইলটা। দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি মোবাইল..."

এই বলে সাকিনাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছেলেগুলো ঢুকে পড়লে ঘরে। কম করেও জনা পঞ্চাশেকছেলে।

তারপর আর কী! তারপর চলল তাণ্ডব। সাকিনা বেওয়ার ঘর ভাঙচুরের তাণ্ডব। বেশিক্ষণ লাগল না সময়। খালপাড়ের ছিটেবেড়ার ঘরটাকে ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিতে একদম সময় লাগল না। দৃশ্যটি অভাবিত। মর্মান্তিকও।

সাকিনা বেওয়া মাটিতে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলে যাচ্ছে, "ওরে বাছারা তোরা আমার ঘরখানা ভাঙিস না বাবা। বাঁধের জলে সব ভেসে যাওয়ার পরে আমরা দু মা-বেটায় বহু কষ্টে এই ঘরখানা তুলেছি বাপ। তোদের পায়ে পড়ি ঘরখানা ভাঙিস না।"

কে কার কথা শোনে। মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল সব। ঠিক এরকম একটা সময়ে সাকিনা বেওয়ার ভিড়ে ঠাসা উঠানে ঢুকলেন তিনি। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ক্ষমতাবান। তিনি এই অঞ্চলের গাঁ গেরামের একাধিপত্যের অখণ্ড দন্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি অঞ্চল প্রধান।

দলের ছেলেরা তাঁকে ভিড় সরিয়ে পথ করে দিলে। এমনিতে একটু দেরি হয়ে গেছে তাঁর। কাল মাঝরাতের দিকে ফোন করেছিলেন এমএলএ সাহেব।

একেবারে ভোরের দিকে জেসিবি নিয়ে কাজটা সেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। এটা মিডিয়ার যুগ।কে কখন মোবাইলে ছবি তুলে মিডিয়াতে ভাইরাল করে হৈচৈ ফেলে দেবে তার ঠিক নেই। এই কারণে কাজটা অনেক আগেভাগে সেরে ফেলতে বলেছিলেন।

ইদানিং আবার দলের মধ্যে সোলেমানদের গ্রুপটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অঞ্চলের কাজকর্মে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নেতা হতে চাইছে সোলেমান। সে-সব আলাদা ব্যাপার। অবশ্য এমএলএ সাহেবের কাছে দলের সব খবরই চলে যায়। গোষ্ঠী দমনে কখন কী করা দরকার সে পরামর্শও তিনি দেন। এ-সব সাতপাঁচ ভেবেই হয়তো এলাকার লোকজনের ঘুম ভাঙার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। দলের বিরোধী গ্রুপের কেউ যেন ধারে কাছে না ঘেঁষে সে কথাও তিনি বারবার করে বলে দিয়েছিলেন।

কাল অনেক রাতে এমএলএ সাহেবের ফোনটা পাওয়ার পরে নানান চিন্তায় প্রধানবাবুর তেমন একটা ঘুমও হয়নি। ভোরের দিকে বেরিয়ে পড়বেন বলে ভেবেওছিলেন। তাঁর স্করপিও-র ড্রাইভার চলেও এসেছিল। কিন্তু অত বড়ো গাড়ি নিয়ে খালপাড়ের গ্রামে ঢোকা যাবে না। তাই তাঁর ছোটো গাড়িটা মানে বোলেরো গাড়িটাকে নিতে হল। তাতে আবার তেল ফুরিয়ে গেছিল। এসব বিভাটে দেরি হয়ে গেল কিছুটা।

এখন আর সে-সব নিয়ে চিন্তা করছেন না প্রধানবাবু। এখন তাঁর সম্মুখে সাকিনা বেওয়া। সে তখনও কেঁদে যাচ্ছিল। তার ছিটেবেড়ার ঘরের ধ্বংসাবশেষের সমুখে পা ছড়িয়ে কেঁদে যাচ্ছিল। "ওরে তোরা কী করলিরে। আমার কি সব্বনাশ করলি। আমি কিছু করি নাই রে বাপ। আল্লার কসম বলছি, আমি কিছু করি নাই।"

কথাগুলো কানে গেল প্রধানবাবুর। তিনি এসব শুনে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি যা করেছ, অনেক করেছ। আমাদের পথে বসিয়ে ছেড়েছ। তুমি কোনও খবর রাখ? তোমার ভাইরাল ভিডিওটা কদ্দূর গেছে জানো তুমি।"

সাকিনা বেওয়ার কান্না-ভরা দুটি চোখ এমনিতেই ঝাপসা হয়ে গেছিল। বাদল দিনের অঝোর বর্ষণে যেমন ঝাপসা হয়ে যায় পথঘাট অনেকটা সেরকম। এর মাঝে হঠাৎ প্রধানবাবুর ধমক কানে যেতেই ধুলোমাখা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে সাকিনা বেওয়া দেখলে সামনে যিনি দণ্ডায়মান তিনি আর কেউ নন, তিনি সেই তিনি। চেহারায়, ঘাড়ে গর্দানে, চলনেবলনে, বেশভূষায় তাঁর বিস্তর বদল ঘটে গেছে ঠিকই, তবু তিনি সেই তিনিই। ভুল হয়নি। এতটুকুনও ভুল হয়নি সাকিনার।

মনে আছে সেবার ঈদের জামাকাপড় কিনতে সুকুরের বাপের পীড়াপীড়িতে ছেলেকে কোলে নিয়ে যেতে হয়েছিল গঞ্জের বাজারে। বউকে ভ্যান রিকশায় চড়িয়ে নতুন শাড়ি, নতুন চুড়ি, ছেলের নতুন জামা, নতুন খেলনা কিনতে নিয়ে গেছিল মানুষটা। খালপাড়ের মধ্যে সে ছিল খুব শৌখিন মানুষ। অন্যদিন লুঙ্গি পরে গামছা কাঁধে ভ্যান রিকশা চালাত।সেদিন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পাজামা পরে মাথায় ফেজ টুপি পরে দাড়িতে আতর মেখে সে অন্য মানুষ।

সাকিনার মনে আছে, গঞ্জের বাজারের কাছে খিরিশতলায় ভ্যান রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমিনুদ্দি। 'ভাবী'কে দেখে খুব খুশি। হাসতে হাসতে বলেছিল, "ঈদের দাওয়াত দিয়ে রাখলাম ভাবী, কাল সন্ধ্যায় কিন্তু স্যাঙ্গাতকে নিয়ে আসতেই হবে।"

সেই আমিনুদ্দি। সেই মানুষটি এখন অন্য মানুষ। এখন সে ক্ষমতামানব সেজে তার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর ধমকের পরেও সাকিনাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে তিনি যারপরনাই তাতালো গলায় বলে উঠলেন, "তুমিনিজেকে খুব সেয়ানা মনে করেছ না! তোমাকে আজ ছাড়া হবে না।"

কথাটা একরকম শাসানি দেওয়ার মতন করেই বললেন প্রধানবাবু। তবু এই শাসানিতে সাকিনা বেওয়ার বুক কাঁপল না এতটুকুও। ভারি অদ্ভুতভাবে তার বুকের মধ্যে যে ধড়ফড়ানি একটু আগে হচ্ছিল সেটা থেমে গেল। এমনকি গা-হাত-পা হিম হয়ে গিয়ে ভোর সকালে যেভাবে ঘেমে যাচ্ছিল সে, সেও গেল থেমে। এখন তার মুখ চোখ কঠিন। চোয়ালশক্ত।

প্রধানবাবু তাড়া দিলেন আবার, "কী হল চুপ দিয়ে রইলে যে? চুপ দিয়ে থাকলে চলবে না। তোমাকে বলতে হবে সব। যা করেছ সব বলতে হবে।"

সাকিনা বেওয়া নির্বিকার নিরুত্তাপ স্বরে বললে, "আমি অতশত বুঝিও নাই, জানিও নাই। ভাইরা না ভাইরাল যে কী জিনিস সে জন্মেও শুনি নাই। গঞ্জের বাজারে রোজ যেমন শাকপাত বেচি সেদিনও তাই বেচছিলাম। একটা ছেলে শাকপাত কিনতে এসে জানতে চাইলে, 'নদীবাঁধের ভাঙনে ঘর ভেসে যাওয়ার পরে পঞ্চায়েতের ঘর পেয়েছি কি না। এখন কোথায় থাকি। পাকা ঘরে থাকি কি না..!' আমি সে-সবের জবাবে মিছা কথা কী করে বলি। যেটা সত্যি সেটাই বলেছি।"

প্রধানবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমাকে আর বলতে হবেনা কিছু। যা বুঝার বুঝে গেছি আমরা। এই জেসিবির লোকটা গেল কোথায় রে। ডাক ওকে। ভেঙে ফেল। সব ভেঙে ফেল।"

হুজুরের হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল জেসিবির লোকের কর্মকাণ্ড। পঞ্চায়েতের আবাস যোজনায় যে ঘর পেয়েছিল সাকিনা, যে ঘরের ভিতের উপরে গাঁথনি তুলে আজ বছর তিনেক ফেলে রেখেছিলেন বাবুরা। সেই ঘরকে ধুলোমাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে আক্ষরিক অর্থে ঘণ্টাখানেকও লাগল না সময়। তবু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। অবধ্বংসের কাজটা শেষ হওয়া অবধি ছিলেন দাঁড়িয়ে। এক সময় ধূলিসাৎ-পর্বসমাধা হলে ভিড়ের মাঝে একপাশে রাকিবুলকে ডেকে একান্তে একটা জরুরি কথা বলে চলে যাচ্ছিলেন। গ্রামের পুরোনো মসজিদের বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব খানিকটা তফাতে ছিলেন দাঁড়িয়ে। আজকাল বয়স হয়েছে বলে খুব একটা বাইরে- টাইরে বেরোন না। লাঠি হাতে ন্যুব্জ মানুষটি প্রধানবাবুর সামনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "কাজটা কিভালো হল প্রধানবাবু? আল্লাতালা কি এই কাজটাকে ভালো চোখে দেখবেন?"

প্রধানবাবুর হাতে এখন সময় নেই। তিনি মৌলভী সাহেবের কথায় কান দিতে চাইছিলেন না। মৌলভী সাহেব আরও কী-সব বলতে যাচ্ছিলেন।প্রধানবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি পুরোনো যুগের মানুষ।আপনি এ-সব বুঝতে পারবেন না। যান বাড়ি যান।"

কথাগুলো বলে দিয়ে চটপট বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়লেন তিনি।তাঁর ছায়াসঙ্গীরাও উঠে পড়ল। তারা দলের কোনও নেতা কর্মী নন। তারা ছায়াসঙ্গী। তারা দেহরক্ষী। পকেটে মেশিন নিয়ে প্রধানবাবুকে মাঠেঘাটে, জলে জঙ্গলে, সভা সমিতিতে সর্বক্ষণ আগলে রাখার দেহরক্ষী।

ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল। কললিস্ট দেখারও সময় পাননি। গাড়িতে উঠে কললিস্ট সার্চ করতে গিয়ে দেখলেন এমএলএ সাহেবের তিন তিনটে মিস্‌ড কল। ড্রাইভার স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছায়াসঙ্গীদের বললেন, "এই রাকিবুলকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।"

রাকিবুল ছুটতে ছুটতে হাজির হল। প্রধানবাবু তাকে আরো একবার মনে করিয়ে দিলেন জরুরি কথাটা। বললেন, "এমএলএ সাহেব ফোন করেছিলেন। তিন তিনটে মিস্‌ড কল। তুই দেরি করবি না। একদম দেরি করবি না। বেশি লোকজন কাউকে ডাকতে হবে না। দলের ছেলেরা ছাড়া আর যেন কেউ না থাকে। একটা কথা মনে রাখবি তোদের নতুন যে মৌলভী সাহেব হয়েছে তাকে কিন্তু রাখতেই হবে। যা দেরি করিস না।আমি বেরিয়ে গেলাম।"

(শেষাংশ-তিন)

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

বৃহস্পতিবার (Thursday), ৭ আগস্ট ২০২৫

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY · TOP 10 · ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S · 2022 · LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 16 October 2025, 9th Year, Issue 448

বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ৩১ আশ্বিন ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৮

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের নতুন শাখার উদ্বোধন

উন্নত সেবার প্রতিশ্রুতি

জ্যামাইকার হিলসাইডে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের নতুন শাখা

নিউইয়র্ক

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলম্যান, স্বাস্থ্যকর্মী এবং কমিউনিটির সদস্যরা।

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে উদ্বোধন হয়েছে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের সপ্তম শাখা। গত শুক্রবার ফিতা কেটে এই শাখার উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের শিশির।

উদ্বোধন উপলক্ষে খাবার বিতরণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলম্যান, স্বাস্থ্যকর্মী এবং কমিউনিটির সদস্যরা।

দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের বিভিন্ন কমিউনিটির স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখা প্রতিষ্ঠানটির নতুন শাখার উদ্বোধনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় কাউন্সিলম্যান বলেন, স্বাস্থ্যসেবা সব মানুষের অধিকার। প্রতিষ্ঠানটির নতুন এই শাখা সেটিকে আরও সহজলভ্য করছে। আমরা আশা করি, আরও মানুষ এই সুযোগ নিতে পারবেন।

এদিকে অলকাউন্টি হেলথ কেয়ারের কর্মকর্তারা বলেছেন, নতুন শাখায় রোগীদের সেবার পরিধি বাড়াবে। প্রতিটি রোগী যাতে সহজে এবং নিরাপদভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে কাজ করবেন তারা।

অন্যান্য শাখার মতো এই শাখায়ও উন্নত সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের শিশির বলেন, এই নতুন শাখা আমাদের কমিউনিটির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাঙ্গীণ সেবা নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর নিউইয়র্ক সিটি

জানালেন মেয়র এরিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। তার নেতৃত্বে শহরের শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে ঐতিহাসিক রূপান্তর—ডিসলেক্সিয়া স্ক্রিনিং থেকে শুরু করে পাঠ্যক্রম সংস্কার, শ্রেণিকক্ষের আকার কমানো, নতুন স্কুল ও আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম চালু—সব উদ্যোগের লক্ষ্য একটাই: প্রতিটি শিশুকে তার পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া।

শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে অ্যাডামস বলেন, "আমি জানি স্কুল কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং ব্যক্তিগতভাবেও জানি আমাদের তরুণরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।"

ডিসলেক্সিয়া নিয়ে বেড়ে ওঠা অ্যাডামস নিজের শৈশব ও মায়ের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, "কিন্তু সঠিক সহায়তা পাওয়ার পর আমি নিজের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পেরেছি। আজ আমি বিশ্বের সেরা শহরের মেয়র। আমাদের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাকে গড়ে তুলেছে এবং স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দিয়েছে। আমি চাই প্রতিটি শিশুই সেই সুযোগ পাক।"

প্রথম দিন থেকেই অ্যাডামস প্রশাসন শিক্ষার প্রতি সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুর জীবনের প্রতিটি দিক—শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে, জন্ম থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর জীবন পর্যন্ত—বিবেচনায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বিদায়

'তিন গোয়েন্দা'র স্রষ্টা রকিব হাসান আর নেই

ঢাকা ডেস্ক

সেবা প্রকাশনীর কিশোরপাঠ্য জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ 'তিন গোয়েন্দা'-র লেখক রকিব হাসান আর নেই। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় আক্রান্ত লেখক কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। রকিব হাসানের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

রকিব হাসান রাজধানীর ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর দুটি কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছিল। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমন্বয়ক ডা. মুহিব উল্লাহ খন্দকার গণমাধ্যমকে জানান, রকিব হাসান গতকাল দুপুরের পর ডায়ালাইসিস করাতে এসেছিলেন। ডায়ালাইসিস শুরুর আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

রকিব হাসান ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে জনপ্রিয় 'মাসুদ রানা' থ্রিলারের জন্য খ্যাত সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে অনুবাদক ও লেখক হিসেবে যুক্ত হন। পরে তিনি একে একে এডগার রাইস বারোজের বিখ্যাত টারজান সিরিজ, ব্রাম স্টোকারের ভৌতিক কাহিনি ড্রাকুলা, জুল ভার্নের বিজ্ঞানভিত্তিক অসংখ্য বই অনুবাদ ও ভাবানুবাদ করেন। 'আবু সাঈদ' এবং 'জাফর চৌধুরী' ছদ্মনামে কিশোর-তরুণদের জন্য গোয়েন্দা রাজু, রেজা-সুজা সিরিজও লেখেন।

নিজ নামে লেখার পাশাপাশি তিনি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ছদ্মনাম। 'শামসুদ্দীন নওয়াব' নামে প্রকাশিত হয় জুল ভার্নের বইগুলোর অনুবাদ। 'কিশোর আলো' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারের রাখা প্রকৃত নাম ছিল আবুল কাশেম

রকিব হাসান

মোহাম্মদ আবদুর রকিব। বাবা তাঁকে ডাকতেন হাসান নামে। পরে সেবা প্রকাশনীর লেখক বন্ধুরা দুই নামের অংশবিশেষ মিলিয়ে রকিব হাসান নামটির জন্ম দেন।

১৯৭৭ সালে রকিব হাসানের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে। অনুবাদক হিসেবে স্বনামে প্রকাশিত প্রথম বই ছিল ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা। তবে দেশজুড়ে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি পান কিশোরদের জন্য লেখা তিন কিশোর চরিত্রের কাহিনি 'তিন গোয়েন্দা'-র জন্য।

মার্কিন লেখক রবার্ট আর্থার জুনিয়রের লেখা The Three Investigators সিরিজ অবলম্বনে তিনি তিন গোয়েন্দার কাহিনি সাজান। তিন গোয়েন্দার ঠিকানা ও কাহিনির প্রেক্ষাপট যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বিচ হলেও মূল গোয়েন্দা চরিত্র কিশোর পাশা একজন বাঙালি। সে থাকে চাচা-চাচির পরিবারে। কিশোর ও তার দুই বন্ধু মুসা আমান ও রবিন মিলফোর্ড মিলে মেতে উঠত রহস্যভেদ আর দুঃসাহসী অভিযানে।

আশির দশকের মাঝামাঝি এ কাহিনি লেখা শুরু করেন রকিব হাসান। শুরু থেকেই পান ব্যাপক জনপ্রিয়তা। ঘরে ঘরে গল্পের বইপড়ুয়া কিশোর-তরুণদের কাছে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com